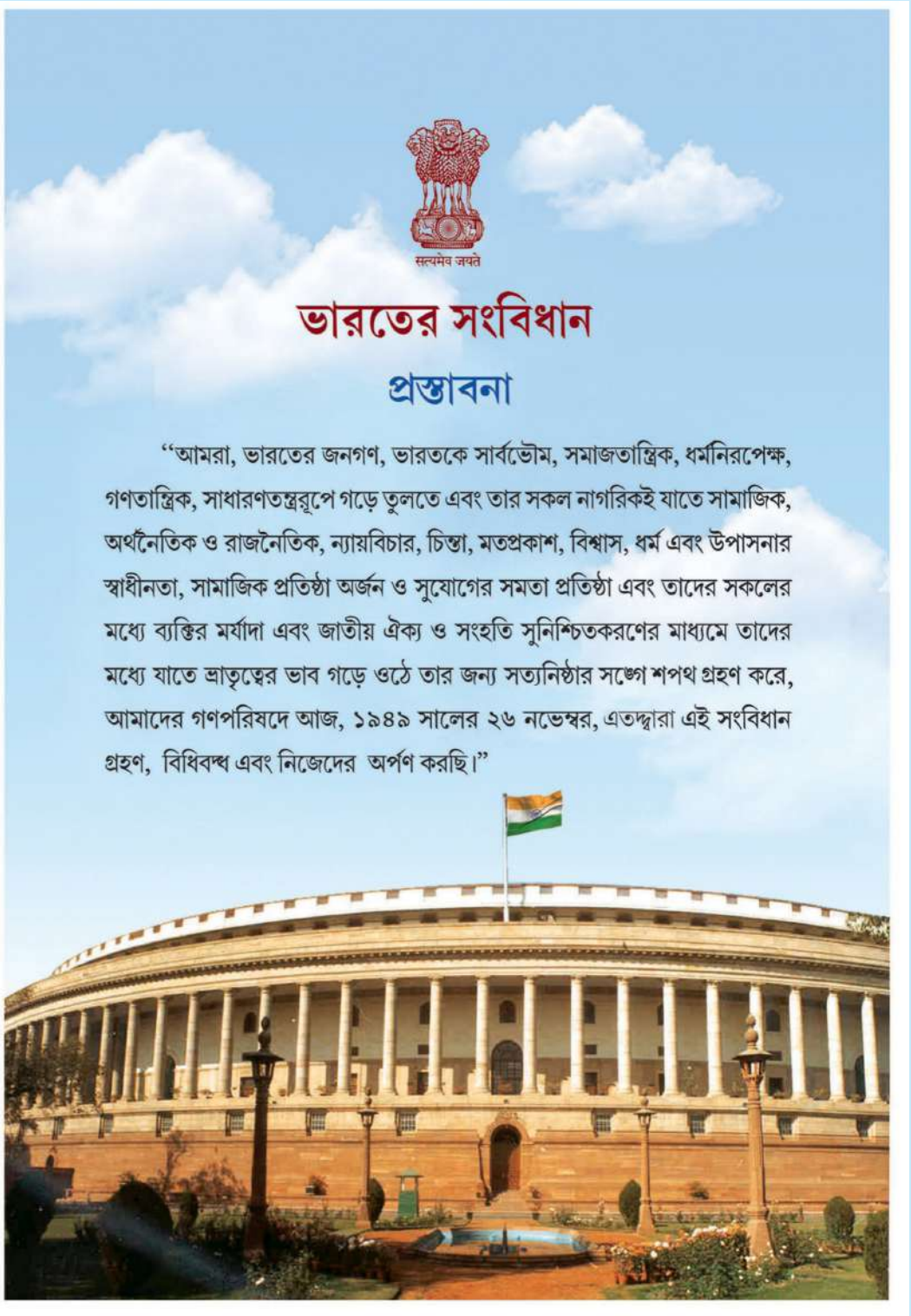
सत्यमेव जयते
ভারতের সংবিধান
প্রস্তাবনা
"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

সমাজ বিজ্ঞান

গণতান্ত্রিক রাজনীতি

নবম শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি ।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সমাজ বিজ্ঞান

গণতান্ত্রিক রাজনীতি

নবম শ্রেণির রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাঠ্যবই

এন সি ই আর টি-র Democratic Politics পাঠ্যপুস্তকের

২০১৭ সালের পুনর্মুদ্রণের অনূদিত সংস্করণ।

এন সি ই আর টি অনুমোদিত প্রথম বাংলা সংস্করণ-
প্রথম প্রকাশ- ডিসেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ- মার্চ, ২০২০

প্রচ্ছদ : এস সি ই আর টি।

অক্ষর বিন্যাস : সমীরণ দেবনাথ, শিক্ষক।

মুদ্রক : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড,
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

মূল্য: ৪০.০০ টাকা

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা।

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

উপদেষ্টা

১। ড. অর্ণব সেন, সহ অধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং

২। ড. অরূপ কুমার সাহা, সহ অধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর

অনুবাদ

১। কিরীটি কুমার সাহা, শিক্ষক

২। কমল কুমার ভৌমিক, শিক্ষক

পরিমার্জনা

১। নিধির রায়, সহ প্রধানশিক্ষক

২। অশোক দেব, শিক্ষক

৩। প্রবুদ্ধসুন্দর কর, শিক্ষক

৪। সাধন মল্লিক, শিক্ষক

প্রাক্‌কথন

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (২০০৫)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, শিশুদের স্কুল জীবন ও স্কুলের বাইরের জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকা খুব প্রয়োজন। তার কারণ, শিশুদের শিক্ষা যদি শুধুমাত্র স্কুল এবং পাঠ্যবইয়ের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে, তাহলে সেইসব শিশুদের স্কুল বাড়ি এবং সম্প্রদায় - এই তিন জায়গার শিক্ষায় একটি বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনা রয়ে যায়। মূলত এই শূন্যস্থানটাকে পূরণ করার লক্ষ্যেই জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যক্রম ও নতুন ধরনের পাঠ্যবই তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে. এর ফলে শিশুদের মুখস্থ করা এবং শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তীব্রভাবে আবদ্ধ করে শিক্ষা করার প্রবণতা বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এটাও আশা করা হচ্ছে যে, এই পরিবর্তন জাতীয় শিক্ষানীতির (১৯৮৬) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্যকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তবে এই ধরনের প্রচেষ্টার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকাদের উপরে, যারা শিশুদের শিখন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এবং বিভিন্ন কাজে নিজেদের কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করবেন। আমাদের এটা মনে রাখা খুব জরুরি, শিশুরা যদি সময়, স্থান এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, তাহলে বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য / জ্ঞান নিয়ে তারা নতুন অনেক কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। একমাত্র পাঠ্যবই পড়েই পরীক্ষায় পাস করা যায় - মূলত এই ধারণার ফলেই শিক্ষার অন্যান্য দিকগুলো সর্বদা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতার বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওদের এই গোটা শিখন প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র গ্রহীতা না ভেবে একটা পূর্ণ অংশীদার মনে করব।

তবে এই লক্ষ্যপূরণ করতে গেলে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যসূচি ও ব্যবস্থাপনায় অনেক ধরনের পরিবর্তন আশা অনিবার্য। স্কুলের দৈনন্দিন সময় সূচি যেমন নমনীয় হওয়া উচিত, ঠিক তেমনই বার্ষিক কার্যসূচি এমনভাবে তৈরি হওয়া প্রয়োজন। যাতে শিক্ষাদানের দিনগুলোর সংখ্যায় যেন কোনো পরিবর্তন না আসে। তবে বাস্তবে এই নতুন পাঠ্যবই শিশুদের কতটুকু কাজে লাগবে। ওদের স্কুলজীবন কতটা সমৃদ্ধ করবে কিংবা ওদের স্কুলজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে না, সবটাই নির্ভর করছে শিক্ষক/শিক্ষিকারা কী পদ্ধতি অবলম্বন করে এই বইটি স্কুলে পড়াবেন এবং কীভাবে সেই পড়ার মূল্যায়ন করবে। বিগত দিনগুলোর ন্যায় শিশুদের যাতে পাঠ্যবইয়ের বোঝা বইতে না হয়, এই নতুন পাঠ্যক্রম তৈরি করার সময় এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তার জন্য শিক্ষাদানের প্রদত্ত সময় এবং শিশুদের মানসিক বিকাশের কথা

মাথায় রেখে প্রতিটি স্তরের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিশুদের নানারকম প্রশ্ন করা, নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, ছোটো ছোটো গ্রুপ বানিয়ে আলোচনা করা এবং হাতে-কলমে শিক্ষা এইসব কিছুর উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই পাঠ্যবইকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলার জন্য গঠিত পাঠ্যবই উন্নয়ন কমিটির প্রতি এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষের বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হচ্ছে। এই কমিটির কার্যকলাপকে সঠিক পথে চালিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং এই পাঠ্য বইয়ের মুখ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক যোগেন্দ্র যাদব এবং অধ্যাপক সুহাস পাল শিক্ষকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পাঠ্যবই পুনর্গঠনের পিছনে বহু শিক্ষক/শিক্ষিকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা সেইসব স্কুলের প্রধান শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পাঠ্যবই তৈরির ক্ষেত্রে যেসব প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন তাঁদের বহুমূল্য সম্পদ, উপাদান এবং লোকবল নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের (এম এইচ আর ডি) চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি এবং অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডের তত্ত্বধানে মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত জাতীয় পর্যবেক্ষণ সমিতির সদস্যদের বহুমূল্য সময় ও অবদানের জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নিজেদের প্রকাশনা এবং ব্যবস্থাপনার গুণগত মান সংস্কারের কাজে নিরন্তর নিয়োজিত থাকা এন সি ই আর টি কর্তৃপক্ষ সর্বদা পাঠকদের মতামত এবং পরামর্শকে স্বাগত জানায়, যাতে ভবিষ্যতে পাঠ্যবই সংশোধনী প্রক্রিয়াগুলো সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

নিউ দিল্লি
২০ ডিসেম্বর ২০০৫

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ
(এন সি ই আর টি)

শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অভিভাবক/অভিভাবিকাদের জন্য একটি নোট

প্রিয় শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অভিভাবক অভিভাবিকাগণ, 'পৌরবিজ্ঞান বিরক্তিকর', হয়ত আপনারা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এবং আপনাদের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে শুনেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই মনে করেছেন যে এরকম বলার পিছনে তাদের যুক্তি আছে। আমাদের দেশে পৌরবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। আমাদের পাঠ্যবইগুলোতে সাংবিধানিক, আইনগত এবং পদ্ধতিগত বিষয়গুলো নীরস এবং দুর্বোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হয়। ছেলেমেয়েরা তত্ত্বগত জ্ঞান যা বই পড়ে অর্জন করে তার সঙ্গে বাস্তব জীবনে ঘটনার বিষয়ের কোন মিল খুঁজে পায় না। এই কারণেই সম্ভবত কচিকাঁচাদের নিকট পৌরবিজ্ঞান বিরক্তিকর মনে হয়।

বর্তমান পাঠ্যবই কচিকাঁচাদের এই ধারণা পরিবর্তনে একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এই প্রেরণা এসেছিল জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো ২০০৫ থেকে যা এই মৌলিক পরিবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছিল। এই বইয়ের মুখবন্ধে এন সি ই আর টি-র অধিকর্তা নতুন পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য (দর্শন) ব্যাখ্যা করেছেন। 'পৌরবিজ্ঞান'-এর জায়গায় 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান'— নামের ক্ষেত্রে এই বদল উদ্দেশ্যগত পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। এই স্তরে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন হওয়া এবং রাজনীতি সম্পর্কে আরও জানা প্রয়োজন বলে নতুন পাঠ্যক্রম স্বীকৃতি দেয়। সেই অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদেরকে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতের একটি ভূমিকা প্রদান করা হবে। গণতন্ত্র একটি জানালা যার মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা তত্ত্ব ও রাজনীতি চর্চার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে।

এই পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে আপনারা ছাত্রছাত্রীদের সমসাময়িক গণতন্ত্রে একটি যাদুঘর ভ্রমণে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা প্রথমত তাদের পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের গল্প বলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবেন। এক সময়ে তারা আগ্রহী হবে এবং গণতন্ত্রকে উপলব্ধি করবে। এবার আপনারা তাদের কিছু চিন্তাশীল প্রশ্ন করুন - যেমন - গণতন্ত্র কী? কী কারণে গণতন্ত্র? এই কৌশলের মাধ্যমে আপনারা তাদেরকে বিভিন্ন সংবিধানের বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন।

সংবিধান কী এবং কীভাবে তৈরি হয়। এই বোঝাপড়া তাদেরকে পরবর্তী তিনটি বিষয় যথা গণতান্ত্রিক রাজনীতি, নির্বাচন, প্রতিষ্ঠান এবং অধিকার সম্পর্কে অবগত হতে সাহায্য করবে। ভ্রমণের সময় অনেক বিতর্কমূলক আলোচনাও তাদের সামনে উত্থাপন করা যেতে পারে। এখানে আমাদের প্রয়াস ছাত্রদের একটি সঠিক মত প্রদান করা নয়, বরং তাদের তাদের নিজের মতো করে ভাবতে সক্ষম করা।

এই পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীদের তাদের ভ্রমণ উপভোগ্য করে তুলতে এবং আপনাদেরকে তাদের সঠিকভাবে পরিচালনায় সাহায্য করবে। এটি শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীদের অবগতই করবে না, এটি তাদেরকে নিজস্ব ভাবনায় উৎসাহিত করবে।

এটি তাদের পারস্পরিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় প্রেরণা যোগাবে, গল্প, ছবি এবং ব্যাঙ্গচিত্রগুলো উৎসাহিত করবে। এটি তাদের কাজকর্ম এবং কাজের অগ্রগতি বিষয়ে আপনাদের সাহায্য করবে। এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে বিষয়গুলোকে আগের থেকে আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে এর সঠিক লক্ষ্য হচ্ছে বইতে প্রত্যেক বোঝা লাঘব করা। অনুগ্রহ করে পড়ুন বইটির পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সফর চলতে থাকবে দশম শ্রেণির পাঠ্যবইতেও এবং গণতন্ত্রের কার্যকারিতার উপর আরও অধিকভাবে আলোকপাত করা হবে। আমরা আশা করব এই ভ্রমণ তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবে রাজনীতিকে আরও আন্তরিকভাবে অনুধাবন করার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করবে সক্রিয় নাগরিক হতে।

আমাদের এই প্রত্যাশা আপনাদের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই এই বই আপনাদের কাছে অনেক দাবি রাখে। আপনাদেরকে নতুন নাম, ঘটনা এবং স্থান সম্পর্কে জানতে হবে। যখনই কোনো ছাত্র আপনাকে এমন প্রশ্ন করবে যা আপনার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন হয় অথবা যখন সে কোনো তথ্য জানতে চাইবে যা সাধারণ মতের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তখন বুঝতে পারবেন শিক্ষক কিংবা অভিভাবক হিসাবে আপনি সফল। আপনারা প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন যা এই পাঠ্যবইতে পাবেন না। আপনারা ছাত্রছাত্রীদের পরিচালিত করবেন সংবেদনশীল এবং আগ্রহী বিতর্কের মধ্য দিয়ে যেগুলি স্বাভাবিকভাবে আমাদের রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে। ঠিক যখনই আপনারা ক্লান্তি অনুভব করবেন অথবা বিরক্তি বোধ করবেন, তখনই একটি ভাবনা উপভোগ করুন। যখনই কোনো ছাত্রের প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুভব করবেন, যখন তার তথ্যসূত্রের অনুসন্ধান মতামতের দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব না হয় শিক্ষক বা পিতামাতা হিসাবে এটাই হবে আপনার সাফল্য। আমরা সকলে জানি, ছাত্র এবং গণতান্ত্রিক নাগরিক হিসাবে শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় ছাত্রের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করানোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটিই এই পাঠ্যবইয়ে অধ্যয়ন করার চেষ্টা হয়েছে।

'সমাজবিদ্যা ক্লান্তিকর' এই অভিধা থেকে মুক্ত করার জন্য ভারতে সম্ভবত এই প্রথমবার বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, বিদ্যালয় শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদকে একত্রে এনে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। XII পৃষ্ঠায় 'Text book Development Committee' বা এই সম্বন্ধে আপনি জানতে পারবেন। এই সকল কর্মী তাঁদের শিক্ষাবর্ষের মূল্যবান সময় ও চিন্তাভাবনা ব্যয় করছেন। এন সি ই আর টি-র ডিরেক্টর অধ্যাপক কৃষ্ণ কুমার আমাদের ক'জনকে এই আনন্দময় কাজে যুক্তই করেননি, প্রতিটি স্তরে আমাদের সাহায্যও করেছেন। অধ্যাপক হরিভূষণ এবং অধ্যাপক গোপাল গুরু আমাদের একাজে যা যা সুরক্ষা দান করা প্রয়োজন, তা দিয়েছেন। অধ্যাপক মৃণাল মিরি, অধ্যাপক জি পি দেশপাণ্ডে 'ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি'র পক্ষে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন সমালোচনা করে সমৃদ্ধ করেছেন। চলার পথে এই কাজ অনেক বন্ধুও পেয়েছে : রাষ্ট্রদূত জর্জ হেইন, অরবিন্দ সারদানা, আদিত্য নিগম, সুমন লতা এবং চান্দনি খান্ডুজা পান্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ পাঠ করে মূল্যবান মতামত জানিয়েছেন। বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক বিষয়াদির প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে, লোকনীতি রিসার্চ প্রোগ্রাম এবং লোকনীতি নেটওয়ার্কের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি, অ্যালেক্স এম. জর্জ, পঙ্কজ পুষ্কর এবং মণীষ জৈন এই তিন তরুণ শিক্ষাবিদ ও বৈপ্লবিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি উৎসাহীগণ আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রতিকূলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছেন। ডিজাইনার ওরুণ দাস, কার্টুনিস্ট ইরফান খান এবং কপি এডিটর দেব্যাণী অনিয়াল এই বইটিকে ধারণা হতে বাস্তব রূপ দিতে সাহায্য করেছেন।

আমরা একান্তভাবে আশা করি, আপনারা এবং শিক্ষার্থীরা এই পুস্তকটিকে উপভোগ করবে। একে তারা মূল্যবান বিবেচনা করবে একে গুরুত্বদান করবে এবং অধ্যয়নযোগ্য বলে গ্রহণ করবে। আমরা আপনাদের মতামত আশা করি।

এই পুস্তকটির ব্যবহার কীভাবে করবেন?

প্রত্যেকটি অধ্যায়ই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। আপনারা প্রত্যেকটি অধ্যায়ের উদ্দেশ্য বোঝার জন্য এবং কীভাবে পুস্তকের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে সম্পর্কিত তা জানার জন্য এই পুস্তকটি ব্যবহার করতে পারবেন। এইভাবে আপনাদের বোঝতে সাহায্য হবে কোন অধ্যায়কে কেন বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যদি আপনাদের কী শেখাতে হবে, কী ব্যাখ্যা করতে হবে এবং কী ধরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে এই নিয়ে কোন সন্দেহ থাকে তাহলে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনার অংশটি পুনরায় অধ্যয়ন করতে হবে।

প্রত্যেকটি অধ্যায় কিছু বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত হওয়ায় আপনি একে একে তা বিশ্লেষণ করতে পারেন। প্রত্যেকটি অধ্যায়কে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে যা আপনি তিনটি পিরিয়ডে শেষ করতে পারবেন। প্রত্যেকটা ভাগের শীর্ষকের সঙ্গে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা শীর্ষক এমন একটা ধারণা দেয় যে নতুন একটা বিষয় শুরু হতে যাচ্ছে। উপবিভাগের শীর্ষকের সাহায্যে আলোচনার এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সহজেই এগিয়ে যাওয়া যায়। বক্স-এর ভেতরে দেওয়া তথ্যগুলি মূল বিষয়ের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। এই তথ্যগুলি মূল বিষয়টির আলোচনার সময় অতিরিক্ত তথ্যও সরবরাহ করে।

প্রত্যেকটি অধ্যায় শুরু হয়েছে এক বা একাধিক বাস্তব জীবন কাহিনী বা কাল্পনিক আলাপচারিতার মাধ্যমে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় এবং বোঝার জন্য এইরকম করা হয়। কখনো কখনো ছোট ছোট গল্প বা উদাহরণের মাধ্যমে এই বিভাগ বা উপবিভাগগুলোর আলোচনা শুরু করা হয়। দয়া করে এই গল্পগুলো ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। যদি সম্ভব হয় আরও অন্যান্য তথ্য দিয়ে এই বিষয়গুলো আলোচনা করবেন। যদি ছাত্রছাত্রীরা গল্পটি উপলব্ধি না করতে পারে বা গল্পটির প্রভাব যদি এদের ওপর না পড়ে তাহলে আপনাদের বিরক্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। গল্পের শুরুটাকে ভিত্তি করে মূর্ত ধারণা থেকে বিমূর্ত ধারণাতে আপনারা অধ্যায়টিকে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু দয়া করে ছাত্রছাত্রীদের বিষয়বস্তু এবং গল্পের অন্যান্য তথ্য যেমন-সাল, ব্যাক্তিত্বের নাম অথবা জায়গার নাম মুখস্থ করার জন্য বলবেন না। পুস্তকের অন্যান্য উদাহরণের ক্ষেত্রেও একইরকম। মুখস্থ বিদ্যা বিদ্যার্থীর আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে এবং গল্প বলার উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হতে পারে। যদি গল্পটি ভাল হয় তাহলে কিছু তথ্য বিদ্যার্থীরা অতি সহজেই মনে রাখতে সক্ষম হবে এবং গল্প বলার উদ্দেশ্যটি সফল হবে।

কার্টুনিস্ট ইরফান খান দ্বারা মুন্নি এবং উন্নি নামে দুটি চরিত্র এই পুস্তকে তুলে ধরা হয়েছে। দুটি চরিত্রই বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু নমুনা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে - কিছু দুষ্টুমিভরা, কিছু প্রাসঙ্গিক, কিছু অপ্রাসঙ্গিক অথবা অসম্ভব প্রশ্নও করেছে। পুস্তকটিতে যে বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়েছে তা এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রশ্নগুলি এই পাঠ্যপুস্তকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই চরিত্র দুটির প্রধান উদ্দেশ্য হল বিদ্যার্থীদের এই ভরসা দেওয়া যে তাদের মনে যে প্রশ্নের উদয় হয় তা নিছক অর্থহীন নয় বা তারা যেন এই ধরণের প্রশ্ন করতে কখনো দ্বিধাবোধ না করে। এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে বিদ্যার্থীরা মূল বিষয় থেকে একটু অন্যভাবে চিন্তা করার সুযোগ পায়। দয়া করে এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে যেন কোন বিদ্যার্থীর শিক্ষাগত বা গুণগত মূল্যায়ন না করা হয়।

এই পুস্তকে আপনারা অনেকগুলি কার্টুন ও চিত্র লক্ষ করেছেন। তার মাধ্যমে কিছু কল্পনা চিত্র ও মজা করার সুযোগও সৃষ্টি করা হয়েছে। এই চিত্রগুলি অন্যান্য তথ্যও আলোচনা করে। এইগুলি শিক্ষাদান ও শিখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেকটি চিত্রেই শিরোনাম দেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে বিদ্যার্থীরা চিত্রে দেওয়া বিষয়টি বুঝতে পারে। মাধ্যমে প্রশ্নাবলিও জিজ্ঞাসা করা হয়। দয়া করে আপনারা প্রত্যেকটা চিত্র বা কার্টুনে একটু থামবেন, এগুলি আলোচনা করার সময় বিদ্যার্থীদের সামিল করবেন। যদি সম্ভব হয় অনুগ্রহ করে আপনারা স্থানীয় ভাষায় আরও কার্টুন তৈরি করার চেষ্টা করুন ও তা ব্যবহার করুন। একইভাবে অনেকগুলি মানচিত্র আছে যা বিদ্যার্থীদের কাছে অজানা। এই পুস্তকটির অন্যতম উদ্দেশ্য হল নিজের দেশ সম্পর্কে জানার সঙ্গে সঙ্গে বহির্দেশ সম্পর্কেও কল্পনার সঞ্চার করা। দয়া করে আপনারা পাঠদানের সময় অবশ্যই একটি বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্র ব্যবহার করবেন।

প্রত্যেকটা বিভাগের আলোচনা শেষে বিদ্যার্থীদের অবস্থান নির্ণায়ক কিছু প্রশ্নাবলি দেওয়া হয়েছে। এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে আপনারা অতি সহজে বিদ্যার্থীদের মূল্যায়ন করার সুযোগ পেয়ে যাবেন। এই প্রশ্নগুলির মাধ্যমে এটাও আপনারা বুঝে যাবেন পরবর্তী বিভাগের আলোচনায় কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর বেশি জোর দিতে হবে। আপনাদের কাছে আরও অনুরোধ আপনারা কিছু অতিরিক্ত প্রশ্নাবলি যোগ করবেন যেন বিদ্যার্থীরা মুখস্থ করার প্রবণতা থেকে দূরে থাকে।

শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে যেন বিদ্যার্থীরা হাতে কলমে শিখতে পারে এই বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। আপনারা দায়িত্ব নিয়ে কিছু কাজ বিদ্যার্থীদের সম্মিলিতভাবে বা ব্যাক্তিগতভাবে করার জন্য দিতে পারেন। এই পুস্তকের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের কার্যাবলি ও তার অবস্থান প্রস্তাবমূলক মাত্র। বিদ্যার্থীকে দেওয়া কাজগুলি যদি বিদ্যার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তাহলে শিখন পদ্ধতি আরও মসৃণ হয়।

ব্যতিক্রমী শব্দগুচ্ছ অথবা ধারণাগুলির আলোচনা অধ্যায়ের শেষে করা হয়েছে। প্রথমবার ব্যবহার করা শব্দটি গোলাপি রঙ দ্বারা দৃশ্যমান করা হয়েছে। শব্দগুচ্ছে দেওয়া প্রত্যেকটা শব্দ অধ্যয়ন করার জন্য বিদ্যার্থীদের আপনারা উৎসাহিত করবেন। কিন্তু তা মুখস্থ করা নিষ্প্রয়োজন।

অনুশীলন

প্রত্যেকটা অধ্যায়ের শেষেই অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে। আপনারা এটাও লক্ষ করেছেন কিছু অতিরিক্ত প্রশ্নও দেওয়া হয়েছে। এই অতিরিক্ত প্রশ্নগুলি বিভিন্ন রকমের। অধ্যায়ের প্রশ্নগুলি বিদ্যার্থীদের মুখস্থ করার ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। NCF (National Curriculum Framework)-এর উদ্দেশ্য মাথায় রেখে বিশ্লেষণমূলক, প্রয়োগমূলক, ব্যাখ্যামূলক ও যুক্তিমূলক প্রশ্নই করা হয়েছে। এই প্রশ্নগুলির জন্যও আপনাদের বিদ্যার্থীদের সঙ্গে সময় ব্যয় করতে হবে। বিদ্যার্থীদের মূল্যায়নের জন্য দয়া করে আপনারা আরও উন্নততর প্রশ্নের পরিকল্পনা করতে পারেন।

চলো খবরের কাগজ পড়ি - অংশটি হল অনুশীলনী এবং পরিকল্পনার অংশ। বিদ্যার্থীকে বর্তমান ঘটনাবলির উদাহরণ দেওয়ার জন্য খবরের কাগজকে উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এইভাবে আপনারা বিদ্যার্থীদের খবরের কাগজ পাঠ করার অভ্যাস গড়ার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন। বর্তমানে যেহেতু প্রত্যেক বিদ্যার্থীর ঘরেই টেলিভিশন দেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়, টেলিভিশনের সংবাদ, অন্যান্য সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ও অনুষ্ঠানকে জ্ঞানের উৎস হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বিদ্যার্থীদের উৎসাহিত করা যেতে পারে। আপনারা যদি মনে করেন প্রসঙ্গক্রমে বা সম্পদের বিভিন্নতার কারণে অন্যরকমের কোনো পরিকল্পনা বিদ্যার্থীদের দেবেন তাহলে এটাও করতে পারেন। আপনারা এগিয়ে যান।

TEXTBOOK DEVELOPMENT COMMITTEE

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks at the Secondary Level
Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata.

Chief Advisors
Yogendra Yadav, *Senior Fellow,* Centre for the Study of Developing Societies, Delhi

Suhas Palshikar, *Professor,* Department of Politics and Public Administration, University of Pune, Maharashtra

Advisor
K.C. Suri, *Professor,* Nagarjuna University, Guntur, Andhra Pradesh

Members

Alex M. George, *Independent Researcher,* Eruvatty, District Kannur, Kerala

Amman Madan, *Assistant Professor,* Department of Humanities and Social Sciences, Indian Institute of Technology, Kanpur, Uttar Pradesh

Malini Ghose, Nirantar, Centre for Gender and Education, New Delhi

Manish Jain, *PGT,* currently doctoral student, Department of Education, University of Delhi, Delhi

Muzaffar Assadi, *Professor,* Department of Political Science, Mysore University, Manasgangothri, Karnataka

Niraja Gopal Jayal, *Professor,* Centre for the Study of Law and Governance, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Pankaj Pushkar, *Lecturer,* Directorate of Higher Education, Government of Uttaranchal, Dehradun

Sabyasachi Basu Roychowdhary, *Professor,* Rabindra Bharati University, Kolkata

Member-Coordinator
Sanjay Dubey, *Reader,* DESSH, NCERT, New Delhi

স্বীকারোক্তি

আমরা উল্লিখিত সদস্যদের অবদান স্বীকার করি — অঞ্জু আনন্দ, পিজিটি, জি.এম. পাবলিক স্কুল, আর কে পুরম সেক্টর VII, নতুন দিল্লি; অমিত, আদর্শিলা স্কুল, গ্রাম সাকাল, ডাকঘর চাতালি, জেলা বদবাণী মধ্যপ্রদেশ; এ.কামাক্ষী, জে এস এস পাবলিক স্কুল বনশংকরী, বেঙালুরু, কর্ণাটক; অরবিন্দ মোহন, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক হিন্দুস্তান। কস্তুরবা গান্ধি মার্গ, নতুন দিল্লি; অনুরাধা সেন, পিজি শিক্ষক, স্প্রিংডেলস স্কুল, দাওলা কুয়ান নতুন দিল্লি; পিজিশা, নোবেল পাবলিক স্কুল, মনজেরি, জেলা মালাপুরম, কেরালা; রামমূর্তি, স্বতন্ত্র গবেষক এবং শিক্ষক, নেঙ্গোল স্লানগ্রি, জেলা ঊনা, হিমাচলপ্রদেশ; মদন সাহানি পিজিটি, সরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, আর কে পুরম সেক্টর VII, নতুন দিল্লি; ঊষারানি ত্রিপাঠী, পিজিটি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বোল্লারাম সেকেন্দ্রাবাদ অন্ধ্রপ্রদেশ; ইয়েম পার্টিন, পিজিটি সরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, দৈমুখ, ইটানগর, অরুণাচলপ্রদেশ। শ্রিমাথী সুব্বারাও, সমাজবিদ্যা শিক্ষক, বিজিএস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, নিত্যানন্দ ব্যাঙ্গালুরু।

ক্যাগলে কার্টুনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি দি কার্টুনস্ অফ এঞ্জেল বলিগন, পেট্রেক চাপাট্টি, স্টিফেন পিরে, এরিয়াস, ইমাদ হাজ্জাজ, নেরিলিকন, জন ট্রিভাব, ইরিক এলি, সিমাকা, এম.ই.কোহেন ইত্যাদি গ্রন্থস্বত্ব বিতরণের জন্য।

আমরা আরও কৃতজ্ঞ - লা নেসিয়ন (চাইল), সাউথ আফ্রিকা হিস্ট্রি অন লাইন, জিসি এম এম এফ ইন্ডিয়া, সাগুন জাত (জব্বলপুর) এবং পি আই বি (ইন্ডিয়া)-র প্রতিরূপ বা ফটোগ্রাফ বিতরণের জন্য।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ শংকর, আর.কে লক্ষ্মণ, মেরিও মিরান্ডা এবং হরিশ চন্দ্র শুক্লা (কাক)'র প্রতি তাঁদের ব্যাঙ্গচিত্র ব্যবহারের অনুমতি দেবার জন্য এবং বিশেষ ধন্যবাদ দিব্যানি অনিয়েলকে তাঁর সরবরাহকৃত অনুলিপির জন্য।

সূ চি প ত্র

প্রাক্‌কথন

শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জন্য একটি নোট

এই পুস্তকটির ব্যবহার কীভাবে করবেন?

সমসাময়িক পৃথিবীর গণতন্ত্র 1

গণতন্ত্র কী? গণতন্ত্র কেন? 21

সাংবিধানিক কাঠামো 39

নির্বাচনি রাজনীতি 55

প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজ 77

গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ 95

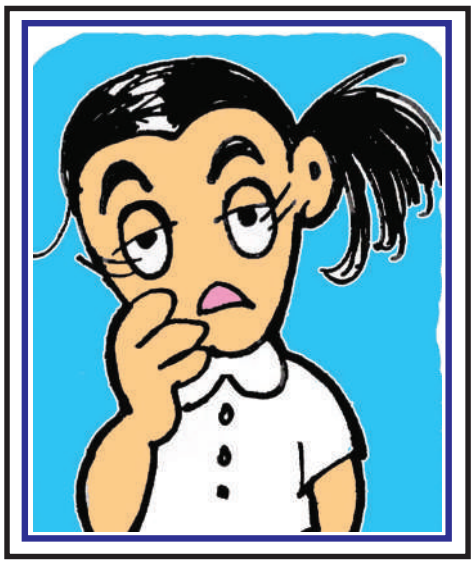

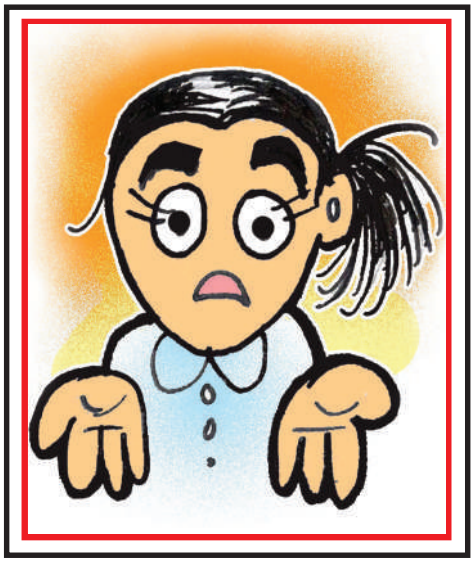

প্রথম অধ্যায়

সমসাময়িক পৃথিবীর গণতন্ত্র

DEMOCRACY IN THE CONTEMPORARY WORLD

ভূমিকা (Introduction)

এই বইতে গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখব গত ১০০ বছরে কীভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছে। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি স্বাধীনদেশ সমূহে বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু গণতন্ত্রের এই যাত্রাপথ খুব সহজ ও সুগম ছিল না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে বহু উত্থানপতন পরিলক্ষিত হয়। বলা যায়, গণতন্ত্রের এই সাফল্য এখনও অস্থিতিশীল এবং অনিশ্চিত।

এই অধ্যায়টি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গণতন্ত্রের উত্থান ও পতনের বিভিন্ন গল্প দিয়ে শুরু হয়েছে। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বর্তমান থাকলে এবং না থাকলে জনগণ কী ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় সেই সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা এই গল্পগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। আমরা প্রথমে সারিবদ্ধ মানচিত্র এবং পরে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রসারের চিত্রটি উত্থাপন করেছি। এই অধ্যায়ে কোনো একটি দেশের গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গণতন্ত্রের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতিতে কী ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা কতকগুলি আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাজও বিশ্লেষণ/নিরীক্ষণ করেছি। এর থেকে আমাদের মনে একটি বড়ো প্রশ্ন জাগে, আমরা কি তাহলে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছি?

© La Nación

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে চিলির রাষ্ট্রপতি ভবন লা মনেডার সামনে নিরাপত্তা রক্ষী বেষ্টিত রাষ্ট্রপতি সালভাদোর অ্যালেন্দে (হেলমেট পরিহিত)। এই চিত্রে তুমি প্রত্যেকের মুখে কীসের ছাপ দেখতে পাচ্ছ?

রাষ্ট্রপতি অ্যালেন্দে কেন শ্রমিক শ্রেণির প্রতি বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন? কেন ধনী ব্যক্তিরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট/বিরক্ত ছিল?

১.১ গণতন্ত্রের দুটি গল্প

"আমার দেশের প্রিয় শ্রমিকগণ, চিলি এবং তার ভবিষ্যৎ এর প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস রয়েছে। বিদ্রোহের দ্বারা ক্ষমতা করায়ত্তের মাধ্যমে অন্যরাও এই অন্ধকার ও তিক্ত মুহূর্তকে অতিক্রম করতে পারবে। মনে রাখবেন বিলম্ব না করে শীঘ্রই আন্দোলন শুরু করতে হবে। এর ফলে এমন সব মহৎ রাস্তা খুলে যাবে যার দ্বারা স্বাধীন জনগণ উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে। চিলি দীর্ঘজীবী হউক। জনগণ দীর্ঘজীবী হউক! শ্রমজীবি মানুষ দীর্ঘজীবী হউক!

এটিই আমার জীবনের শেষ ভাষণ এবং আমি নিশ্চিত যে আমার এ আত্মবলিদান কখনোই ব্যর্থ হবে না। আমার স্থির বিশ্বাস অচিরেই এমন এক নৈতিক বিশ্বাস গড়ে উঠবে যার দ্বারা ভীরু, বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীরা সাজা পাবে।"

এটি রাষ্ট্রপতি সালভাদোর অ্যালেন্দের শেষ ভাষণের মূল বক্তব্য। তিনি তখন দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত চিলি নামক এক দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সকালবেলা সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তিনি এই ভাষণ দেন। অ্যালেন্দে ছিলেন চিলির সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের অন্যতম নেতা এবং ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনপ্রিয় জোটের জয়ের কারিগর। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর অ্যালেন্দে গরিব এবং শ্রমিক শ্রেণির উন্নতির জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন, শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুধ এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ। তিনি বিদেশি কোম্পানি কর্তৃক তামা এবং এজাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের বাইরে রপ্তানি নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। দেশের জমিদার, ধনীকশ্রেণি এবং গির্জার সদস্যগণ তার এই নীতির বিরুদ্ধে ছিল। চিলির অন্যান্য রাজনৈতিক দলও সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে।

১৯৭৩ সালের সামরিক অভ্যুত্থান (Military Coup of 1973)

১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সকালে সামরিক বাহিনী সমুদ্রবন্দর দখল করে। দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তার দপ্তরে এলে সামরিক বাহিনী কর্তৃক বন্দি হন।

সামরিক প্রধান রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি অ্যালেন্দে পদত্যাগ এবং দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। কিন্তু তাঁর নিজের জীবন এবং দেশের সমূহ বিপদ উপলব্ধি করে তিনি রেডিয়োতে জনগণের উদ্দেশে একটি ভাষণ রাখেন, এই অধ্যায়ের শুরুতেই যার অংশ আমরা পড়েছি। তখন সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রপতি ভবন ঘিরে ফেলে এবং বোমা বর্ষণ করতে থাকে। সামরিক বাহিনীর এই আক্রমণে রাষ্ট্রপতি অ্যালেন্দে মৃত্যুবরণ করেন। এই আত্মত্যাগের কথাই তিনি তাঁর শেষ ভাষণে উল্লেখ করেন। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি বৈধ সরকারকে সামরিক বাহিনী গভীর ষড়যন্ত্র ও বলপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করে।

১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে চিলিতে যা ঘটেছিল সেটি একটি সামরিক অভিযান। সামরিক প্রধান জেনারেল পিনোশি এই সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার চিলির অ্যালেন্দে সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং এ কারণে তারা নানাভাবে এই সামরিক অভ্যুত্থানকে সাহায্য ও সহায়তা করেছিলেন। পিনোশি দেশের রাষ্ট্রপতি হন এবং পরবর্তী ১৭ বছর শাসন করেন। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যায় সামরিক বাহিনীর হাতে। তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারত এবং এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারত না। এইভাবে চিলিতে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল নাগরিকগণ অ্যালেন্দেকে সমর্থন করতেন এবং যারা চাইতেন দেশে গণতন্ত্র বজায় থাকুক এরকম বহু জনসাধারণকে পিনোশি সরকার নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন ও হত্যা করেছে। এর মধ্যে ছিল পূর্বতন চিলির বিমান বাহিনীর জেনারেল অ্যালবার্টো ব্যাচিলেত এবং আরো অনেক সামরিক আধিকারিক যারা পিনোশির সামরিক অভ্যুত্থানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। জেনারেল ব্যাচিলেতের স্ত্রী ও কন্যাকে কারাগারে বন্দি করে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। সামরিক বাহিনী তিন হাজারের বেশি জনগণকে হত্যা করে। আরো অনেকে নিখোঁজ হন। কেউ জানে না তাদের ভাগ্যে

দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বন্দি করার আইনসংগত অধিকার সামরিক বাহিনীর ছিল কি ? কোনো নাগরিককে বন্দি করার ক্ষমতা সামরিক বাহিনীকে দেওয়া উচিত কি ?

নিজে করো

❖ মানচিত্রে চিলি দেশটিকে বের কর। রং পেলসিল দিয়ে অঙ্কন করো। আকৃতিগতভাবে চিলির সাথে আমাদের দেশের কোন্ রাজ্যের মিল আছে?

❖ একমাসের খবরের কাগজ থেকে লাতিন আমেরিকার যে-কোনো দেশ সম্পর্কিত খবরাখবর সংগ্রহ কর। সংগৃহীত সংবাদগুলি কি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট ছিল?

২০০৬ এর জানুয়ারী মাসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজয়ী মিসেল ব্যাচিলেথ সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন। এই ছবিতে তুমি কি ভারত ও চিলির নির্বাচনের প্রচারে কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করেছ?

©La Nación, Chile

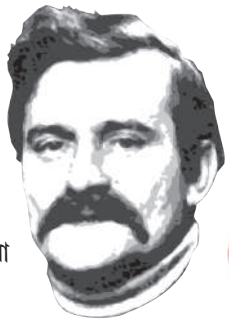

লেচ ওয়ালেসা

পোস্টার শিল্পের জন্য পোল্যান্ড বিখ্যাত। দেশের সংহতিমূলক প্রায় সকল পোস্টারে Solidarnose লেখার এই বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। ভারতীয় রাজনীতিতে কোনো পোস্টার বা দেওয়াল লিখনে এধরনের কোনো উদাহরণ তুমি দেখেছ কি?

গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার
(Restoration of Democracy)

কী ঘটেছে।

১৯৮৮ সালে গণভোট গ্রহণের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে পিনোশির সামরিক একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এই গণভোটের মাধ্যমে জনগণ তার সরকার চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে রায় দেবে। কিন্তু চিলির জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে ভুলেননি। কিন্তু জনগণের রায় পিনোশির বিপক্ষে যায়। এই রায়ের ফলে পিনোশি প্রথমে রাজনৈতিক এবংপরে সামরিক ক্ষমতা হারায়। অ্যালেন্দের শেষ ভাষণে যে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়। ভীরু বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীরা অবশেষে শাস্তি পায় এবং দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃস্থাপন হয়। সেই থেকে চিলিতে চারবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহ অংশগ্রহণ করে। ধীরে ধীরে দেশের সরকারি ব্যবস্থায় সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। নির্বাচিত সরকার পূর্বতন পিনোশী সরকারের দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্তের আদেশ দেন। এই তদন্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিনোশী সামরিক সরকার ছিল অত্যন্ত বর্বর ও দুর্নীতিগ্রস্ত।

মিসেল ব্যাচেলেথ চিলির রাষ্ট্রপতি ছিলেন (২০০৬-২০১০) এবং জাতিসংঘের মহিলা কার্যানির্বাহী অধিকর্তা ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার চিলির রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন।

আলোচনার শুরুতেই জেনারেল ব্যাচেলেটের জেলবন্দী কন্যা ও স্ত্রীর নির্যাতনের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়। তা কি তোমরা মনে করতে পারো? মিশেল ব্যাচেলেথ হলেন সেই মেয়েটি যিনি ২০০৬ সালে জানুয়ারী মাসে চিলির রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন চিকিৎসক ও নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রের সমর্থক। মিশেল লাতিন আমেরিকার প্রথম মহিলা প্রতিরক্ষামন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তিনি চিলির সবচেয়ে ধনী প্রার্থীকে পরাজিত করেন। বিজয়ী ভাষণে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে (ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে) তিনি বলেছেন- "আমি ছিলাম ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার শিকার। সেই বর্বরতা ও প্রতিহিংসাকে আমি পরস্পর বোঝাপড়া ও সহনশীলতা তথা ভালো বাসায় রূপান্তরিত করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছি।"

পোল্যান্ডের গণতন্ত্র
(Democracy in Poland)

চলো এখন আমরা অন্য একটি প্রসঙ্গ অর্থাৎ ১৯৮০ সালের পোল্যান্ডের প্রতি নজর দেই। সে সময় পোল্যান্ডের শাসন ক্ষমতায় ছিল সংযুক্ত পোলিশ শ্রমিকদল (Polish United Worker's Party)। সে সময় পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সকল কমিউনিস্ট দল ক্ষমতায় ছিল এটি তার মধ্যে অন্যতম একটি রাজনৈতিক দল এই সকল দেশে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হত না। জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের নেতা বা সরকারের প্রতিনিধি পছন্দ করতে পারতেন না। যারা দলীয় কর্মী, নেতা বা সরকারের সমালোচনা করতেন তাদের জেলে বন্দি করা হত। সে সময়ের সবচেয়ে বড়ো ও শক্তিশালী কমিউনিস্ট সরকার সোভিয়েত ইউনিয়ন (U.S.S.R) পোল্যান্ড সরকারকে নানাভাবে সমর্থন ও সহায়তা এবং নিয়ন্ত্রণ করেছিল।

ডেন্সক (Gdansk) শহরে অবস্থিত লেনিন জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের শ্রমিকগণ ১৯৮০ সালের ১৪ই আগস্ট ধর্মঘট করেন। জাহাজ নির্মাণকেন্দ্রটি ছিল সরকারী মালিকানাধীন। আসলে সে সময়ে পোল্যান্ডের সকল কারখানা এবং বড়ো বড়ো সম্পত্তির মালিক ছিল সরকার। যে দাবি নিয়ে ধর্মঘট শুরু হয় সেটি ছিল

অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা একজন মহিলা ক্রেন অপারেটরকে পুনরায় কাজে ফেরানোর দাবি নিয়ে। এই ধর্মঘট ছিল বেআইনি। কারণ সে সময় পোল্যান্ডে কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার ছিল না। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে জাহাজ নির্মাণ কারখানার প্রাক্তন বিদ্যুৎকর্মী লেচ ওয়ালেশা আন্দোলনে যোগ দেয়। উচ্চতর বেতনক্রম দাবি করায় তাকে ১৯৭৬ সালে এই কারখানা থেকে বরখাস্ত করা হয়। ওয়ালেশা শীঘ্রই ধর্মঘটী শ্রমিকদের নেতা হন। ধীরে ধীরে এই ধর্মঘট সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মঘটী শ্রমিকরা আরো অনেক বড়ো বড়ো দাবী তুলতে শুরু করে। তারা স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার দাবী করে এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তিসহ সংবাদমাধ্যমের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের অবসান দাবি করতে থাকে।

আন্দোলন এত বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করে যে সরকার শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় বসতে রাজি হয়। ওয়ালেশার নেতৃত্বে সরকারের সাথে শ্রমিক শ্রেণির ২১দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ধর্মঘটের অবসান ঘটে। সরকার শ্রমিক শ্রেণির স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা এবং ধর্মঘট করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হন। ডেন্সক (Gdansk) চুক্তির পর সলিডারিটি নামে একটি নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়। এটাই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির প্রথম স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন। এক বছরের মধ্যেই সলিডারিটির জনপ্রিয়তা সমগ্র পোল্যান্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ছাড়ায়। সরকারের সর্বব্যাপী নৈতিক অবনতি এবং বিশৃঙ্খলতার কারণে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। জেনারেল জারুজেলসকির (Jaruzelski) সরকার আতঙ্কিত হয়ে ১৯৮১ সালে ডিসেম্বর মাসে দেশে সামরিক আইন বলবৎ করে। সলিডারিটির হাজার হাজার সদস্যদের কারাগারে বন্দি করা হয়। শ্রমিকদের সংগঠন করা, প্রতিবাদ করা এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার পুনরায় হরণ করা হয়। ১৯৮৮ সালে সলিডারিটির নেতৃত্বে আরো একটি আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অনিশ্চিত সহযোগিতা এবং ক্রমহ্রাসমান অর্থনীতির কারণে সে সময়ের পোলিশ সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে ওয়ালেশার সাথে সমঝোতায় আসে এবং একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির মধ্যে ছিল সরকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন নির্বাচন। সলিডারিটি সিনেট নির্বাচনের ১০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৯৯টি আসনে বিজয়ী হয়। ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে পোল্যান্ডের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একাধিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। ওয়ালেশা পোল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

নিজে করো

❖ মানচিত্রে পোল্যান্ডে দেশটিকে খুঁজে বের করো। পোল্যান্ডের চারপাশে অবস্থিত দেশসমূহের নাম লিখো।

❖ ১৯৮০ এর দশকে পূর্ব ইউরোপের আর কোন্ কোন্ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির শাসন ছিল? মানচিত্রে সেই দেশগুলি চিহ্নিত করো।

❖ যে সকল রাজনৈতিক কার্যাবলি তুমি বর্তমানে আমাদের দেশে করতে পারো অথচ ১৯৮০ দশকে পোল্যাণ্ড দেশে করতে পারত না তার একটি তালিকা তৈরি করো।

গণতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য
(Two Features of Democracy)

আমরা বাস্তব জীবনের দুটি ভিন্ন ধর্মী গল্প পড়লাম। চিলির ঘটনাটি ছিল অ্যালেন্দের গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে পিনোশির নেতৃত্বে সর্বাধিক সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং তারপর পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গল্প। অন্যদিকে পোল্যান্ডে অ-গণতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

এখন চলো এই গল্পে উল্লেখিত দুটি অ-গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করি। চিলির পিনোশির (Pinochet) শাসন এবং পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট শাসনের মধ্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামরিক একনায়কতন্ত্র কর্তৃক চিলি শাসিত হতো আর পোল্যান্ডের শাসন পরিচালনা করতেন রাজনৈতিক দল। পোল্যান্ডের সরকার দাবী করত যে তারা শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসাবে শাসন পরিচালনা করে। পিনোশি এই ধরনের কোনো দাবি করেনি বরং খোলাখুলিভাবে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজ করেছেন। যদিও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যগত মিল রয়েছে। যেমন-

❖ জনগণ তাদের পছন্দমতো শাসক নির্বাচন

পোল্যান্ডের কেন স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ? ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রয়োজনীয়তা কী?

করতে পারতেন না, বা শাসকদের পরিবর্তন করতে পারতেন না।

❖ মতামত প্রকাশ করা, কোনো রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা, প্রতিবাদী আন্দোলন করা এবং নিজেদের দাবির পক্ষে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর কোনো স্বাধীনতা ছিল না।

উপরে উল্লিখিত তিনটি গণতান্ত্রিক সরকার যথা- চিলির অ্যালেন্দে সরকার, পোল্যান্ডের ওয়ালেশার সরকার এবং চিলির ব্যাচেলেথ সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সরকার দেশের অর্থনীতি এবং বৃহৎ শিল্প কারখানার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিল। ওয়ালেশা চাইতেন সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত বাজার। কিন্তু ব্যাচেলেথ এই সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। যদিও এই তিনটি সরকারের মধ্যে কতগুলি বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এ সকল দেশে সামরিক শক্তি অনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ অথবা অন্য কোনো বহিঃশক্তির পরিবর্তে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকারই শাসন পরিচালনা করেছেন। জনগণ কতগুলি বিশেষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারতেন।

এখন চলো এই দুটি গল্প থেকে গণতন্ত্র চিহ্নিতকরণের একটি প্রাথমিক খসড়া অঙ্কন করি। **গণতন্ত্র হল সরকারের একটি ধরন বা কাঠামো যেখানে জনগণের পছন্দমতো শাসক নির্বাচনের অধিকার থাকে।** গণতন্ত্রের মধ্যে ঃ

❖ শুধুমাত্র জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই দেশ শাসনের ভার ন্যস্ত থাকা উচিত।

❖ এরূপ শাসন ব্যবস্থায় জনগণের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, সংগঠন করার অধিকার থাকবে এবং অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা থাকবে।

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ে গণতন্ত্রের অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনায় ফিরে আসব। আমরা গণতন্ত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানতে পারব।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

অনীতা এই অধ্যায়ে উল্লিখিত পাঁচটি সরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমূহের একটি তালিকা তৈরি করে। কিন্তু এগুলি কোনো কারণে একত্রে মিশে যায়। এখন তার হাতে বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তালিকা রয়েছে কিন্তু এগুলি নির্দিষ্ট কোনো সরকারের বৈশিষ্ট্য তা সে মনে করতে পারছে না। নিচের টেবিলে উল্লিখিত বিভিন্ন সরকারের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রযোজ্য সেগুলি লেখার জন্য তুমি কি তাকে সাহায্য করতে পারো? মনে রাখবে, বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি একাধিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এগুলি অবশ্যই প্রতিটি সরকারের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে লিখতে হবে।

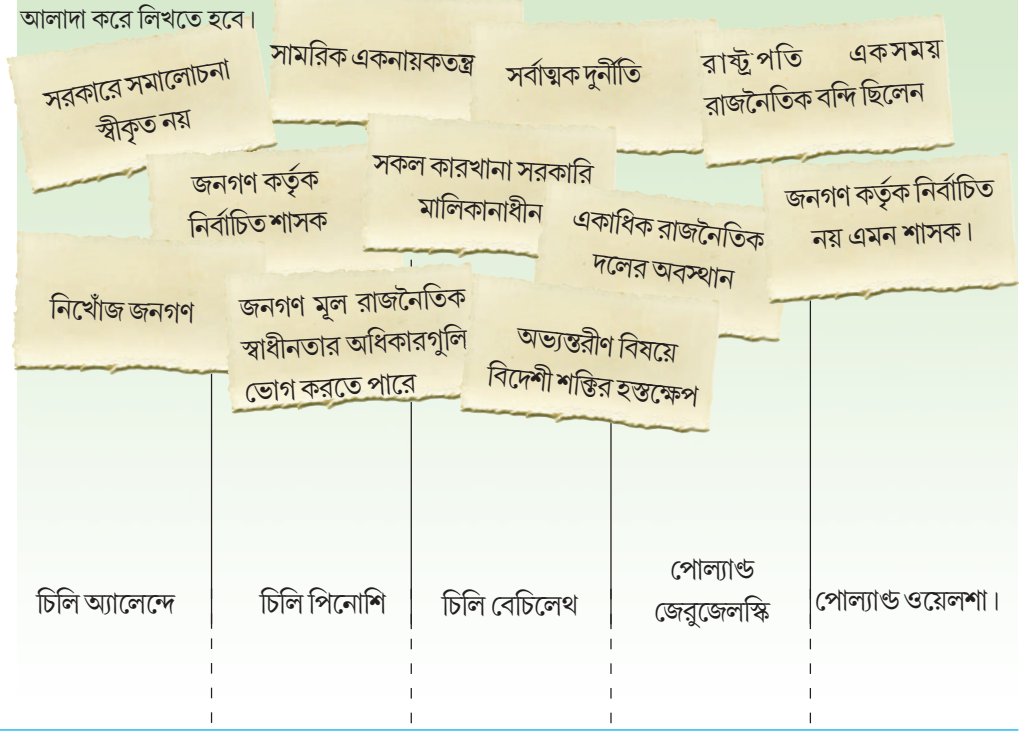

১.২ গণতন্ত্র পরিবর্তনের চিত্র
(The Changing map of Democracy)

বিংশ শতাব্দী এ ধরনের বহু ঘটনার সাক্ষী। যেমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উত্তরণের গল্প, গণতন্ত্রের পথে বাধাসমূহ, সামরিক অভ্যুত্থান এবং পুনরায় গণতন্ত্রে ফিরে আসার সংগ্রাম, গণতন্ত্রের অগ্রগমন এবং নিষ্ক্রমণের সুনির্দিষ্ট কোনো নমুনা এই গল্পগুলিতে উল্লেখিত হয়েছে কি ? পূর্বে উল্লেখিত গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসরণ করে চলো আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করি।

এ কারণে এখানে তিনটি মানচিত্র দেখানো হয়েছে। এ তিনটি মানচিত্র ভালোভাবে লক্ষ করো এবং দেখো বিংশ শতাব্দীতে এই দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসারের চিত্রটি কীরূপ ? প্রথম মানচিত্রে সেই সব দেশের উল্লেখ রয়েছে যেগুলিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছরপরে ১৯৫০ সালে গণতন্ত্র বর্তমান ছিল। এই মানচিত্রে আরো দেখা যায় যে এমন কিছু দেশ রয়েছে যেগুলি ১৯০০ সালের মধ্যেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় মানচিত্রটি ১৯৭৫ সালের গণতন্ত্র বিজয়ের ছবিটি উপস্থাপন করেছে। সে সময় পৃথিবীর বেশিরভাগ উপনিবেশগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। সবশেষে আমরা একুশ শতকের প্রারম্ভে এসে ২০০০ সালের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করছি।

এই মানচিত্রের দিকে লক্ষ রেখে চলো আমরা নিজেদেরকে কতগুলি প্রশ্ন করি। বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের যাত্রাপথ কীরূপ ছিল ? এর সম্প্রসারণের পথ কি খুব সহজ ও সুনির্দিষ্ট ছিল ? কখন গণতন্ত্র প্রসার লাভ করে ? কোন্ অঞ্চলে ?

মানচিত্র ১.১ঃ ১৯০০-১৯৫০ সালের গণতান্ত্রিক সরকাব

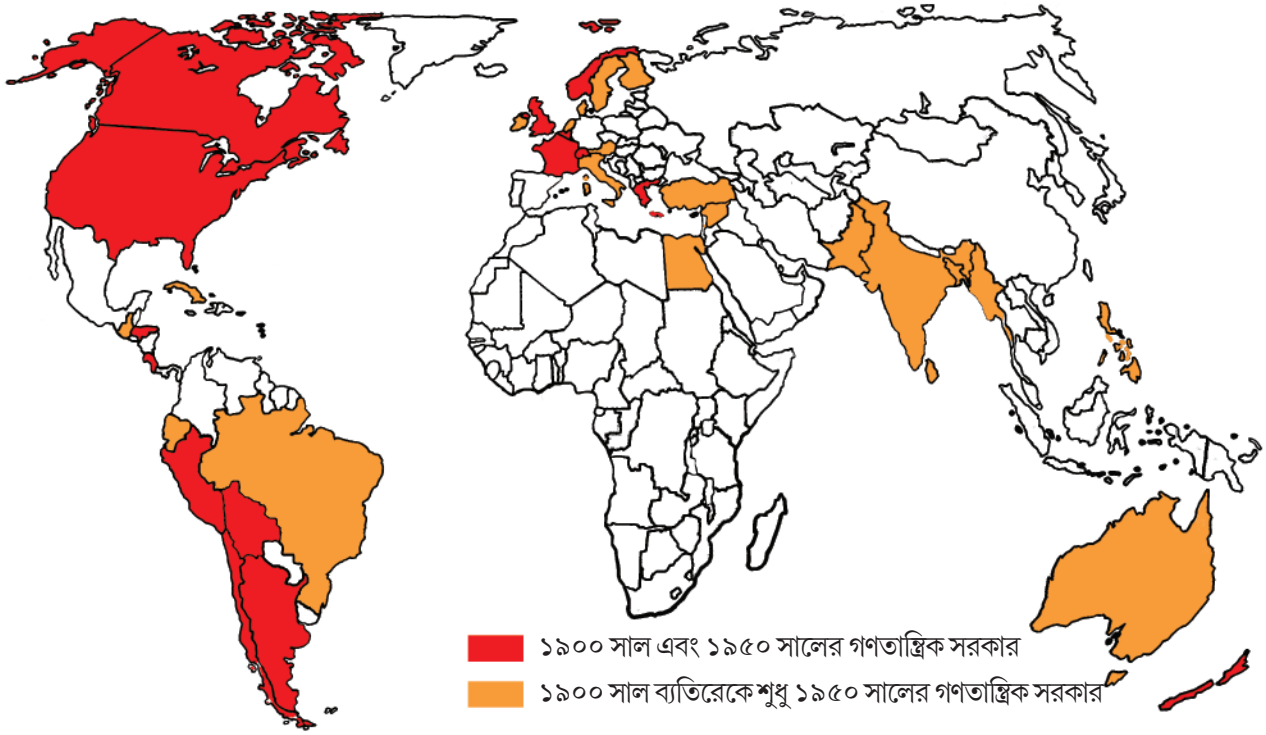

১.২ ঃ ১৯৭৫ সালের গণতান্ত্রিক সরকার সমূহ

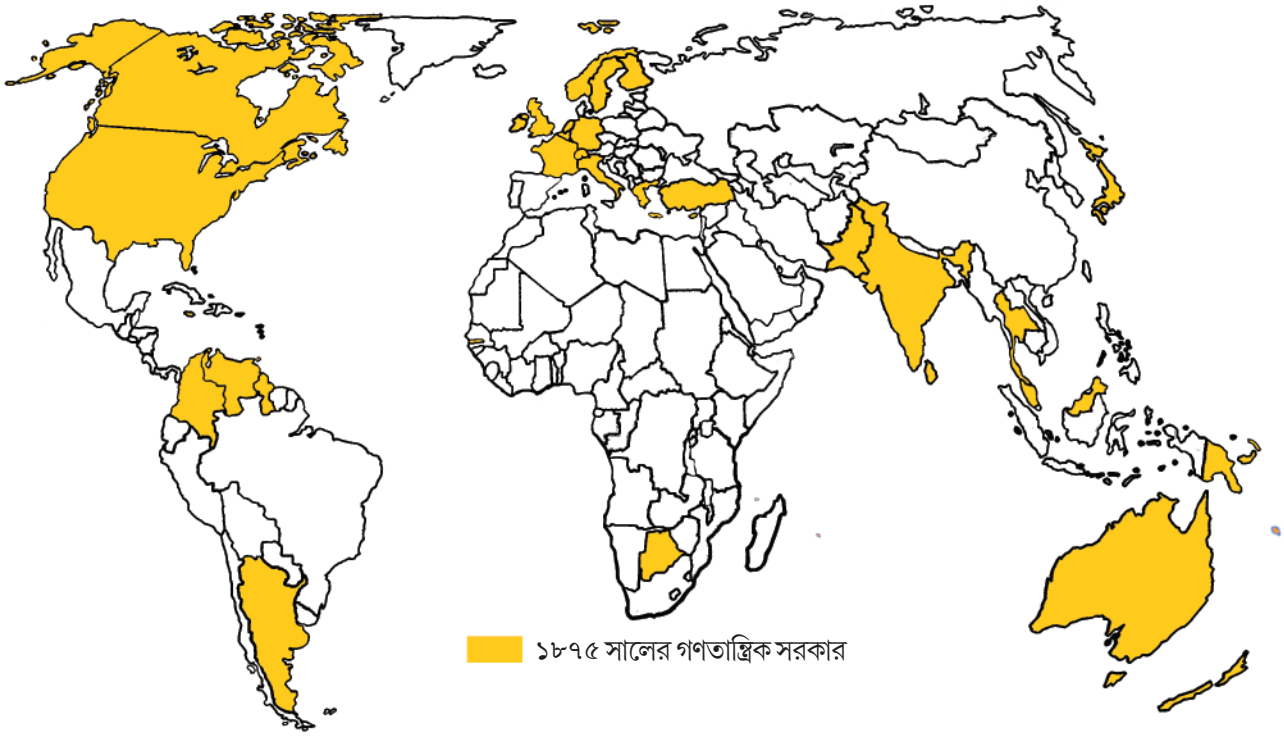

মানচিত্র ১.৩ ঃ ২০০০ সালের গণতান্ত্রিক সরকার

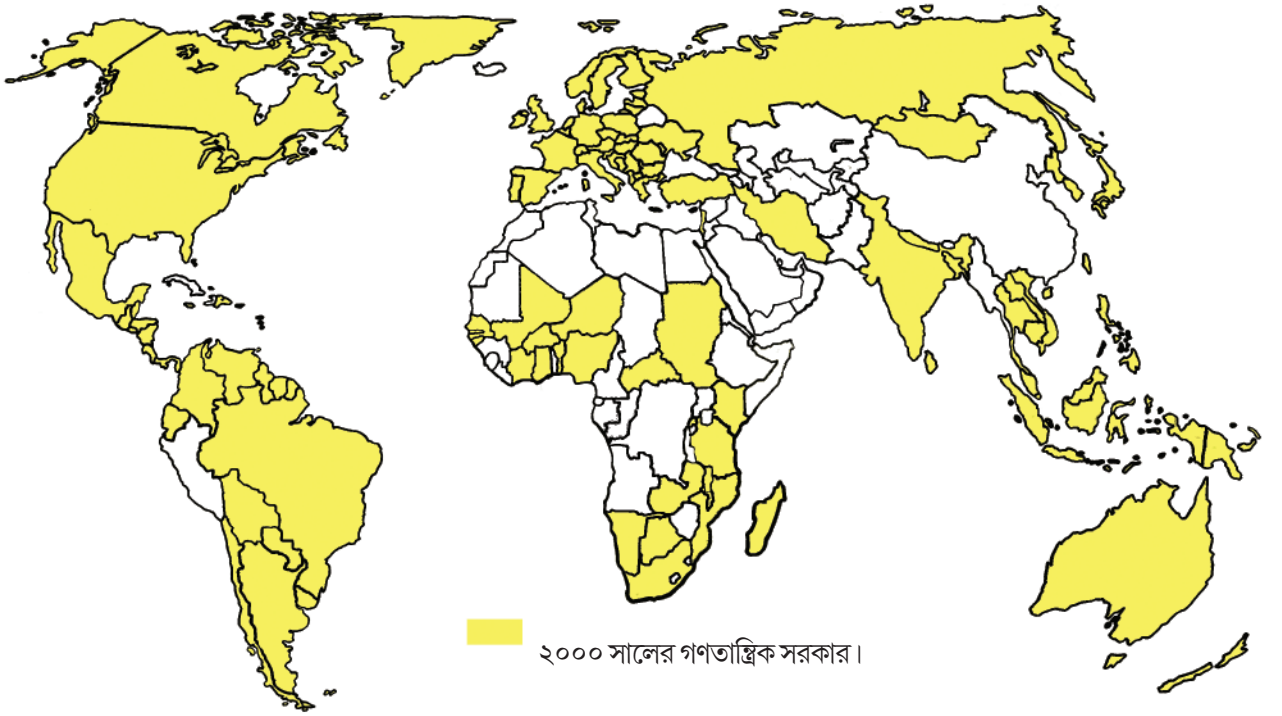

উৎস ঃ এই মানচিত্রগুলির ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Pality iv Project dataset থেকে নেওয়া হয়েছে। এই ডাটাসেট অনুযায়ী গণতন্ত্র হল পছন্দ অনুযায়ী নেতা ও নীতি নির্ধারণের স্বাধীনতা। নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং নাগরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। বিস্তারিত জানার জন্য দেখ ঃ http:/www.cidcm.umd.edu

এই মানচিত্র অনুসরণ করে অন্তত তিনটি দেশের নাম সাল এবং মহাদেশ অনুযায়ী নিচের টেবিলে উল্লেখ করো।

সাল	আফ্রিকা	এশিয়া	ইউরোপ	লাতিন আমেরিকা
১৯৫০				
১৯৭৫				
২০০০				

❖ ১.১ মানচিত্র সেইসব দেশগুলিকে চিহ্নিত করো যেগুলি ১৯০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়।

❖ ১.১ এবং ১.২ মানচিত্র থেকে সেই সব দেশ সমূহ চিহ্নিত করো যে সকল দেশে ১৯৫০ এবং ১৯৭৫ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

❖ ১.২ এবং ১.৩ থেকে ইউরোপের সেইসব দেশসমূহ চিহ্নিত করো যেগুলি ১৯৭৫ এবং ২০০০ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়।

❖ লাতিন আমেরিকার সেইসব দেশগুলি খুঁজে বের করো যেগুলি ১৯৭৫ সালের পরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে হয়।

❖ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির একটি তালিকা তৈরি করো যেগুলিতে ২০০০ সালেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

মানচিত্রে ভালো করে লক্ষ করে বলো তো পৃথিবীতে গণতন্ত্র সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কোন্ সময়কাল বেশী গুরুত্বপূর্ণ? কেন?

এই মানচিত্র থেকে আমাদের যে ধারণা হয়েছে চলো তার একটি সারাংশ তৈরি করি। ক্রমতালিকায় প্রতিটি বিন্দুর উপর যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে তার উত্তর দিতে গেলে তোমাকে অবশ্যই পুনরায় মানচিত্রের দিকে নজর দিতে হবে।

❖ সমগ্র বিংশ শতাব্দী ধরেই গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটেছে। এটা বলা কি সঠিক হবে যে, মানচিত্রে উল্লেখিত গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের অবস্থান পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি।

❖ পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ঘটেনি। এটি প্রথমে কিছু অঞ্চলে তার পর ধীরে ধীরে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর কোন্ মহাদেশগুলিতে ১৯০০ সাল এবং ১৯৫০ সালে বেশি পরিমাণে গণতান্ত্রিক দেশের অবস্থান ছিল এবং কোন্ মহাদেশে গণতন্ত্রের অবস্থান ঐ সময়ে প্রায় ছিলই না।

❖ বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় বেশিরভাগ দেশেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও পৃথিবীর একটা বড়ো অংশে এখনো গণতন্ত্র পৌঁছায়নি। ২০০০ সালে পৃথিবীর কোন্ অঞ্চলসমূহে বেশিরভাগ দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

১.৩ গণতন্ত্র প্রসারের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর
(Phases in the Expansion of Democracy)

সূচনা ঃ বিংশ শতাব্দীর আগে পৃথিবীতে কী ঘটেছে সে বিষয়ে এই মানচিত্র থেকে আমরা খুব বেশি জানতে পারি না। প্রায় ২০০ বছর আগে আধুনিক গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। তোমরা ইতিহাস বইতে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের কথা পড়েছ নিশ্চয়ই। ফরাসি দেশের এই জনপ্রিয় উত্তরণ ও গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করতে পারেনি। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই ফরাসি দেশে বহুবার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উচ্ছেদ হয়েছে। অবশ্য ফরাসি বিপ্লবের এই গৌরব কাহিনি সমগ্র ইউরোপের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছে।

ফরাসি বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই বৃটেনে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু অত্যন্ত ধীর ছিল সেই অগ্রগতি। সমগ্র অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী ধরে বৃটেনে বহু রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসকের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। আরো বেশি বেশি মানুষের ভোটাধিকার বিস্তৃত হয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের সমসাময়িক ১৭৭৬ সালে উত্তর আমেরিকার একটি উপনিবেশ নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে এই উপনিবেশগুলি একত্রিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামক দেশের প্রতিষ্ঠা করে এবং সে দেশে ১৭৮৭ সালে

পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে কেন পুরুষদের অনেক পরে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়? ভারতবর্ষে কেন এরূপ হয়নি?

একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয়। কিন্তু এখানেও সীমিত সংখ্যক জনগণের ভোটাধিকার ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনগণের রাজনৈতিক সাম্য, স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচারকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এরমধ্যে একটি অন্যতম দাবি ছিল দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। ইউরোপের অনেক দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রথমদিকে সকল নাগরিকের ভোটাধিকার ছিল না। কোনো কোনো দেশে শুধুমাত্র সম্পত্তির মালিকদেরই ভোটাধিকার ছিল। এমনকি মহিলাদেরও কোনো ভোটের অধিকার ছিল না। সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অশ্বেতাঙ্গরা ভোটাধিকার পায়নি। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলিতে দাবি ওঠে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকার। একেই বলে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার।

কখন সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়?

১৮৯৩ — নিউজিল্যান্ড।
১৯১৭ — রাশিয়া
১৯১৮ — জার্মানি
১৯১৯— নেদারল্যান্ড
১৯২৮ — ব্রিটেন
১৯৩১ — শ্রীলঙ্কা
১৯৩৪ — তুরস্ক
১৯৪৪ — ফ্রান্স
১৯৪৫ — জাপান
১৯৫০ — ভারত
১৯৫১ — আর্জেন্টিনা
১৯৫২ — গ্রিস
১৯৫৫ — মালেশিয়া
১৯৬২ — অস্ট্রেলিয়া
১৯৬৫ — ইউ. এস আমেরিকা
১৯৭৪ — স্পেন
১৯৯৪ — দক্ষিণ আফ্রিকা

টীকা ঃ এটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের একটি সুস্পষ্ট তালিকা। বিভিন্ন দেশে উল্লিখিত সালগুলিতে একব্যক্তি এক ভোটের নীতিকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যে সকল দেশে পরবর্তীকালে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয় সেসব দেশের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

তুমি দেখতে পাচ্ছ যে একমাত্র নিউজিল্যান্ডেই ১৯০০ সালে দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ছিল। কিন্তু তুমি যদি পুনরায় মানচিত্রে নজর দাও দেখবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভের চিত্র চিহ্নিত হয়েছে। এইসব দেশসমূহে নির্দিষ্ট কিছু জনগণ বিশেষ করে পুরুষদের ভোটেই সরকার নির্বাচিত হত এবং খুব স্বল্প পরিমাণে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হত। ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং লাতিন আমেরিকাতে গণতন্ত্রের প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়।

উপনিবেশিকতার অবসান
(End of Colonialism)

সুদীর্ঘকাল ধরে ইউরোপীয় জাতিসমূহের অধীনে অনেক উপনিবেশ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে ছিল। এই সকল উপনিবেশগুলির জনগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য বহু আন্দোলন সংগঠিত করে। তারা শুধু উপনিবেশিক শাসকদেরই তাড়াতে চায়নি সেই সাথে তারা দেশের ভবিষ্যত শাসক নির্বাচনের আশাও প্রকাশ করে। আমাদের দেশটিও এরকম একটি উপনিবেশিক রাষ্ট্র ছিল যেখানে জনগণ স্বাধীনতা লাভের জন্য বহু স্বদেশী আন্দোলন সংগঠিত করে। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এরকম বহু উপনিবেশিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে এবং পরাধীনতার গ্লানি মুক্ত করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়। ওই প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বহু উপনিবেশিক রাষ্ট্রে এধরনের ভালো অভিজ্ঞতার ইতিহাস নেই। পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত ঘানার ঘটনা থেকে আমরা পূর্বতন উপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের অনেক সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা জানতে পারি। ঘানা মূলত 'গোল্ড কোস্ট' (Gold Coast) নামে একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। এটি ১৯৫৭ সালে স্বাধীন হয়। আফ্রিকার যে সকল দেশ স্বাধীনতা লাভ করে এটি ছিল প্রথম। এই দেশটি আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলিকে স্বাধীনতা লাভে অনুপ্রাণিত করে। কেউমি এনক্রোমা (Nkrumah) ছিলেন একজন স্বর্ণকারের ছেলে এবং

তিনি শিক্ষকতা করতেন। তিনি এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতার পর এনক্রোমা (Nkrumah) হন ঘানার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তীকালে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। তিনি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বন্ধু ছিলেন এবং অবশ্যই আফ্রিকায় গণতন্ত্রের সমর্থকদের ছিলেন অনুপ্রেরণা। নেহেরুর মতো না হয়েও তিনি ঘানার আজীবন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু অচিরেই ১৯৬৬ সালে সামরিক বাহিনী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ঘানার মতো আফ্রিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভের পর গণতন্ত্রে উন্নীত হলেও সেসব দেশের ছিল এক ধরনের মিশ্র অভিজ্ঞতা। সেখানে গণতন্ত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

নিজে করো

❖ তোমার অ্যাটলাস (Atlas) বইতে ঘানা দেশটিকে চিহ্নিত করো এবং পূর্বে উল্লিখিত তিনটি মানচিত্রে এঁকে দেখাও। ২০০০ সালে কি ঘানায় গণতন্ত্র ছিল?

❖ তুমি কি মনে কর কাউকে সারা জীবনের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা দেশের জন্য ভালো? অথবা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত নির্বাচন করা ভালো?

বর্তমান অবস্থা
(Recent Phase)

১৯৮০ সালের পরে গণতন্ত্রে বড়ো সাফল্য আসে। লাতিন আমেরিকার বহু দেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়? সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভাজন এ প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করে। পোল্যান্ডের ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়ন পার্শ্ববর্তী বহু কমিউনিষ্টি দেশ সমূহকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৪৯-৯০ সালে পোল্যান্ড এবং আরো অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয় । তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে পছন্দ করে। অবশেষে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৫টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। সেই দেশগুলি গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যায়। ঐ সব দেশগুলির বেশির ভাগই গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করে। এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ার ফলে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে।

এই সময়ে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রে উন্নীত হয়। নেপালের রাজা রাজতন্ত্রের অনেক ক্ষমতা খর্ব করে শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেন। যদিও এই পরিবর্তন স্থায়ী ছিল না। ১৯৯৯ সালে জেনারেল মুশারফ পাকিস্তানে পুনরায় সামরিক শাসন ফিরিয়ে আনেন। ১৯০৫ সালে নতুন রাজা ক্ষমতা দখল করেই নির্বাচিত সরকার ভেঙে দেয় এবং আগের দশকে প্রাপ্ত জনগণের রাজনৈতিক অধিকারগুলি হরণ করেন।

যদিও সার্বিকভাবে এই সময়ে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের মধ্যে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই অবস্থা এখনো চলছে।২০০৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ১৪০টি দেশে বহু দলীয় নির্বাচন সংগঠিত হয়। আগের তুলনায় এই সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৮০ সালের মধ্যে ৮০-এর বেশি অ-গণতান্ত্রিক দেশ উল্লেখযোগ্যভাবে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর এমন বহু দেশ আছে যেখানে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে না।

ঘানার রাজধানী আক্রায় অবস্থিত কোয়ামি এনক্রোমার স্মৃতি উদ্যান। এনক্রোমার মৃত্যুর ২০ বছর পরে ১৯৯২ সালে এটি অনুমোদন লাভ করে। এই বিলম্বের কারণ কী হতে পারে?

ব্যঙ্গ চিত্রটি লক্ষ করো

©Stephane Peray, Thailand, *Cagle Cartoons Inc.*

শুভ জন্মদিন ৬০ বছর বয়স্ক আং সাং সুকি ১৯০৫ সালে আং, সাং সুকির ৬০ বছর পূর্ণ হলে এই ব্যঙ্গ চিত্রটি প্রকাশিত হয়। চিত্র শিল্পী এখানে কী বোঝাতে চেয়েছেন? সামরিক শাসকবর্গ কি এই ব্যঙ্গচিত্র দেখে খুশি হবেন?

তারা এখনো তাদের নেতাদের নির্বাচন করতে পারে না। এমনকি তারা নিজেদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কোনো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

মায়ানমার হল এরূপ একটি দেশ যেটি বার্মা নামে পূর্বে পরিচিত ছিল। দেশটি ১৯৪৮ সালে উপনিবেশিক শাসন মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৬২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান হয়। প্রায় ৩০ বছর পরে ১৯৯০ সালে এদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। আং সাং সুকির নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ন্যাশনাল লিগ দল (National League for Democracy) নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু মায়ানমারের সামরিক শাসক নির্বাচনের এই ফলাফলকে অস্বীকার করে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি প্রত্যাখ্যান করে। পরিবর্তে সামরিক শাসকগণ সুকিসহ অন্যান্য নির্বাচিত গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দকে গৃহবন্দী করে রাখে। অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীদের সাধারণ অপরাধেও জেলবন্দি (কারারুদ্ধ) করে রাখে। প্রকাশ্যে কেউ নিজের মতামত প্রকাশ করলে কিংবা সরকারী অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা মূলক মন্তব্য করার অপরাধে ধরা পড়লে ২০ বৎসরের জন্য জেলে বন্দি করা হত। মায়ানমারের সামরিক শাসনের এই ভয়ঙ্কর নির্যাতনের ফলে প্রায় ৬ থেকে ১০ লক্ষ মায়ানমারবাসী নিজেদের বাড়িঘর থেকে উৎখাত হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

গৃহবন্দি থাকা সত্ত্বেও সুকি গণতন্ত্রের পক্ষে প্রচার চালিয়ে যায়। তাঁর মতে, "বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হল বার্মার জনগণ যাতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতোই সমান মর্যাদা, স্বাধীনতা, সদর্থক এবং সর্বাত্মক জীবন যাপনের অধিকার লাভ করে।" তাঁর সংগ্রাম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে, তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। যদিও এখনো মায়ানমারের জনগণ সে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

মায়ানমারের সামরিক সরকারের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কী ধরনের নীতি গ্রহণ করা উচিত ?

নিজে করো

- অ্যাটলাস বইতে মায়ানমার দেশকে চিহ্নিত করো। ভারতের কোন্ রাজ্যটি মায়ানমারের সীমানা সংলগ্ন?
- আং সাং সুকির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখো।
- মায়ানমারের গণতান্ত্রিক সরকারের উপর খবরের কাগজে লিখিত প্রতিবেদনগুলি সংগ্রহ করো।

১.৪ - আন্তর্জাতিক স্তরে গণতন্ত্র (Democracy at the Global Level)

গণতন্ত্রের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর পাঠের পর শিক্ষক শ্রীযুক্ত সিং শিক্ষার্থীদের বললেন তোমরা যা শিখেছ তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করো। ছাত্র শিক্ষকের কথোপকথন।

ফরিদা : আমরা জানলাম যে পৃথিবীর প্রায় বেশিরভাগ অঞ্চলে গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।

রাজেশ : সত্যি আমরা আগের তুলনায় অনেক উন্নত পৃথিবীতে বাস করছি। আমার মনে হয় আমরা গণতান্ত্রিক পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছি।

সুস্মিতা : গণতান্ত্রিক পৃথিবী! তুমি কীভাবে একথা বললে? আমি টেলিভিশনে দেখলাম আমেরিকাবাসীরা ইরাক দখল করে নিয়েছে। ইরাকের জনগণ এ বিষয়ে কখনোই তাদের সাথে পরামর্শ করেনি। তাহলে তুমি কিভাবে বিশ্ব গণতন্ত্রের কথা বলতে পারো?

ফরিদা : আমি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের কথা বলছি না। আমি শুধু বলছি পৃথিবীর বেশির ভাগ রাষ্ট্রগণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে।

রাজেশ : কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য কী ? যদি বেশির ভাগ দেশসমূহ গণতান্ত্রিক হয় তবে একথা কি বলা যায় না পৃথিবীর আরো বেশি গণতান্ত্রিক হচ্ছে? ইরাক যুদ্ধের শেষে সবাই ইরাকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলছে।

সুস্মিতা : না! এটা আমার বোধগম্য হয়নি।

শিক্ষক : আমি মনে করি আমরা দুটি পৃথক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। ফরিদা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কথা বলছে কিন্তু সুস্মিতা ও রাজেশের মধ্যে অন্য একটা বিষয় নিয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে। তাদের মতপার্থক্যটি মূলত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়। এটা সম্ভব। দেশের শাসকবর্গ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েও অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে।

সুস্মিতা : হ্যাঁ মহাশয়। এটাই সঠিক। যে ঘটনাটি ইরাক যুদ্ধে হয়েছে।

সুরিন্দর : আমি দ্বিধাগ্রস্ত, আমরা কীভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে গণতন্ত্র সম্পর্কে কথা বলতে পারি। সমগ্র বিশ্বের কি কোনো সরকার আছে? কে এই সরকারের রাষ্ট্রপতি? যদি কোনো সরকার নাই থাকে তবে কীভাবে এটি গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক হয়?

আন্তর্জাতিক সংগঠন (International Organisation)

কথোপকথন থেকে যে প্রশ্নটি উঠে এসেছে তাহল সমগ্র পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গণতন্ত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা কি স্বাভাবিক ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে আমরা সুরিন্দরের উত্থাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করি। ভারতবর্ষের সরকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবং এরকম আরো অনেক সরকার আছে। কিন্তু বিশ্বের কোনো সরকার নাই। এমন কোনো সরকার নাই যার আইন সমগ্র পৃথিবীর সকল নাগরিকের উপর প্রযোজ্য। যদি এমন কোনো সরকার না থাকে, যদি এমন কোনো শাসক ও শাসন না থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে গণতন্ত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য এখানে উপস্থাপন করব। তুমি মনে করে দেখো এই দুটি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সে দেশের শাসকবর্গ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া উচিত এবং সেই সব জনগণের কিছু প্রাথমিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকা উচিত।

একটি আন্তর্জাতিক সরকার থাকা কি উচিত ? যদি হ্যাঁ হয়, তবে সে সরকার কি নির্বাচিত হওয়া উচিত এবং তার কী ধরনের ক্ষমতা থাকা উচিত?

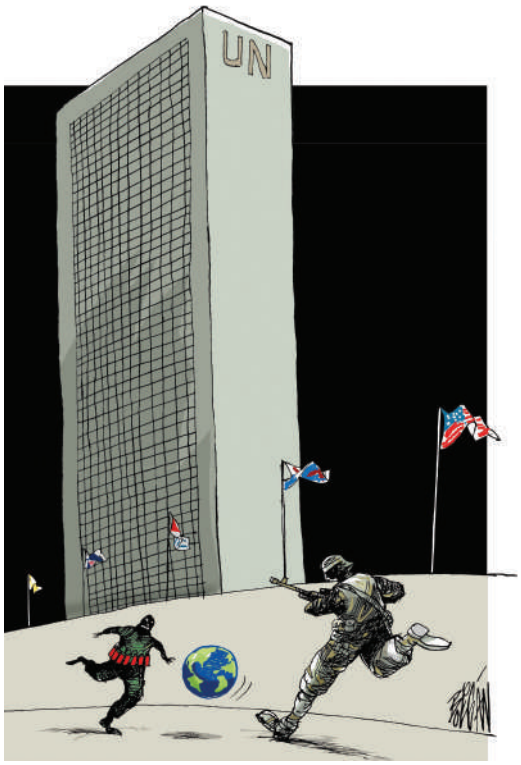

এই ব্যঙ্গচিত্রটি ১৯০৫ সালে মেক্সিকোতে প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম ছিল আন্তর্জাতিক খেলা। চিত্র শিল্পী এখানে কোন খেলার কথা বলেছেন? গোলাকার বলটি এখানে কীসের প্রতীক ? এখানে খেলোয়াড় কারা?

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্থায়ী সদস্যদের হাতে ভেটো ক্ষমতা দেওয়া উচিত কি?

সাধারণভাবে সুরিন্দরের বক্তব্য সঠিক। একথা বলা যায় না যে, গণতন্ত্র সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। সমগ্র বিশ্বের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট সরকার নেই, কিন্তু পৃথিবীর এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলি আংশিকভাবে আন্তর্জাতিক সরকারের মতো কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশ এবং নাগরিকের উপর সরকারের মতো সর্বাত্মক কর্তৃত্ব করতে না পারলেও এমন কিছু কিছু আইন তৈরি করতে পারে যার দ্বারা রাষ্ট্র সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় একথা মনে রাখবে।

❖ সাগর/মহাসাগরগুলি কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের সীমানা সংলগ্ন হয়না। তবে কারা সাগর/মহাসাগরগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন তৈরি করে। অথবা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের কাছে হুমকি স্বরূপ ক্রমবর্দ্ধমান পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কারা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO) এই প্রশ্নে এমন কিছু সর্বজনগ্রাহ্য চিরন্তন রীতিনীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সেগুলি বর্তমান পৃথিবীর বেশির ভাগ রাষ্ট্র মেনে চলে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হল পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যেটি সকল রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে, বিশ্বের নিরাপত্তা বিধান করে আন্তর্জাতিক আইন তৈরি করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। জাতি পুঞ্জের প্রশাসনিক প্রধান হলেন 'মহাসচিব'।

❖ যদি অন্যায়ভাবে কোনো একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে তবে কী পরিস্থিতির উদ্ভব হয়? জাতিপুঞ্জের অন্যতম সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজ করে। নিরাপত্তা পরিষদ এরূপ পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সামরিক বাহিনী প্রেরণ করতে পারে।

❖ কোনো দেশের টাকার প্রয়োজন পরলে কারা সেই টাকা ধার দেয়? আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) এই কাজ করে। বিশ্বব্যাঙ্ক ও কোনো রাষ্ট্রকে টাকা ধার দিয়ে থাকে। ধার দেওয়ার আগে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে তাদের আয় ব্যয়ের হিসাব দেখাতে বলে এবং কখনো কখনো এই সকল দেশসমূহের অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তনের শর্তও আরোপ করে।

এই সিদ্ধান্তগুলি কি গণতান্ত্রিক ?
(Are these decisions democratic?)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান পৃথিবীতে এমন অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা বিশ্ব সরকারের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। কিন্তু আমাদের জানা প্রয়োজন এই সংগঠনগুলি কতটা গণতান্ত্রিক। যেখানে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই স্বাধীন এবং সমানভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেখানে এই সকল আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির সাফল্য অনেক ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। এই বক্তব্যের নিরিখে এবার চলো আমরা বিশ্বসংগঠনগুলির কাজের পর্যালোচনা করি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার ১৯৩টি দেশের প্রত্যেকের (১ সেপ্টেম্বর ২০১২ইং) একটি করে ভোট দেবার অধিকার আছে। সদস্যরাষ্ট্র থেকে নির্বাচিত সভাপতির নেতৃত্বে সাধারণ সভায় প্রতিবছর নিয়মিত অধিবেশন বসে। সাধারণ সভা মূলত আইনসভার মতো যেখানে সকল প্রকার আলোচনা হয়ে থাকে। এই অর্থে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অবশ্যই একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে উদ্ভূত মত বিরোধ/সংঘর্ষ সমাধানে কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, সে বিষয়ে সাধারণ সভা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরা হল— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চিন। অন্যান্য দশটি সদস্যদেশ সাধারণসভা কর্তৃক দুবছরের জন্য অস্থায়ী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়। তবে সত্যিকারের ক্ষমতা থাকে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের হাতে। স্থায়ী প্রকৃত সদস্যরাষ্ট্র বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই জাতিপুঞ্জের যাবতীয় খরচ বহন করে। প্রতিটি স্থায়ী সদস্যের হাতে ভেটো (Veto) প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। এর অর্থ স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে কোনো এক সদস্য রাষ্ট্রের অমতে নিরাপত্তা পরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। এরূপ পরিস্থিতিতে জাতিপুঞ্জকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক করে গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র আরও বেশী সংখ্যক জনগণ ও রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রতিবাদের প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF) পৃথিবীর

সর্ববৃহৎ অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানের ১৮৮ সদস্য রাষ্ট্রের (১ সেপ্টেম্বর ২০১২ইং) সকলের সমান ভোটের অধিকার নেই। সদস্যরাষ্ট্রগুলি এই প্রতিষ্ঠানে যে পরিমাণ অর্থদান করে তার নিরিখেই ভোটের মূল্য নিরূপিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, চিন, ইতালি, সৌদি আরব, কানাডা এবং রাশিয়া এই ১০টি দেশের হাতেই ৫২ শতাংশের বেশি ভোটের ক্ষমতা অর্পিত। বাকি ১৭৮টি সদস্য রাষ্ট্রের হাতে অতি অল্প পরিমাণ ক্ষমতা ন্যস্ত থাকায় কীভাবে এই আন্তর্জাতিক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে? বিশ্বব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও একই রকম ভোট পদ্ধতি প্রচলিত। প্রথা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রীর দ্বারা মনোনীত সেদেশের নাগরিকগণই সর্বদা বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি পদ অলংকৃত করেন।

নিজে করো

❖ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাস ও অন্যান্য সংগঠন সম্পর্কে আরো তথ্য খুঁজে বের করো।

❖ বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বলিত খবরাখবর সংগ্রহ করো।

এই অধ্যায়ে উল্লেখিত গণতন্ত্রের এই দুই ধরণের কার্যপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করো। যদি কোনো রাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার কয়েকজন স্থায়ী মন্ত্রীর হাতে সমগ্র আইনসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করার ক্ষমতা থাকে তবে কী পরিস্থিতির উদ্ভব হবে? অথবা এমন এক আইনসভা যেখানে শুধুমাত্র পাঁচ শতাংশ সদস্যের হাতেই বেশির ভাগ ভোটের ক্ষমতা ন্যাস্ত। এগুলিকে কি তুমি গণতান্ত্রিক বলবে? গণতন্ত্রের প্রশ্নে জাতীয় সরকারগুলি যে ধরনের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে বেশীরভাগ আন্তর্জাতিক সংগঠনে তা অনুপস্থিতি।

বিশ্ব সংগঠনগুলি পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নয়, তবে কি বলা যায় পূর্বের তুলনায় এগুলি আরো বেশি গণতান্ত্রিক হওয়ার চেষ্টা করছে? এক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি খুব বেশি উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। বাস্তবে জাতীয়সরকারগুলি যখন বেশি পরিমাণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করছে সে সময় আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি বিপরীত পথে হাঁটছে। কুড়ি বছর পূর্বে পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ শক্তিধর দুটি রাষ্ট্র ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই শক্তিধর রাষ্ট্র এবং তাদের মিত্র শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য, সংঘর্ষ এবং নানা প্রতিযোগিতার ফলে বিশ্ব সংগঠনগুলি নানাভাবে প্রভাবিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র চরম ক্ষমতাধারীরাষ্ট্র (Super Power)। আমেরিকার এই প্রভুত্ব বিশ্বসংগঠনগুলির গণতান্ত্রিক কার্যকলাপকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে।

তবে একথা বলা যায় না যে গণতন্ত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কোনো প্রচেষ্টা বা আন্দোলন নেই। যে সকল জনগণ অন্যদের সংস্পর্শে আসার বেশি সুযোগ পেয়েছে তাদের মধ্যেই গণতন্ত্র সম্পর্কে বেশি আগ্রহ দেখা যায়। বিগত কয়েকবছর ধরে সরকারী সহযোগিতা ছাড়াই বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনগণ পরস্পর পরস্পরের আরো বেশি কাছে এসেছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এবং বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের লক্ষ্যে তারা বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এই উদ্যোগ ঠিক যেমন জাতীয় স্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণ যে আন্দোলন করে তার মতো।

ওলফোহিজ ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের (পেন্টাগন) একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের সমর্থক ছিলেন। বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি হওয়ার পর তার সম্পর্কে এধরনের ব্যাঙ্গচিত্র প্রচারিত হয়। এই ব্যঙ্গচিত্রে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আমেরিকার মধ্যে কী ধরণের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে?

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়?

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

বিশ্বগণতন্ত্র সম্পর্কে এখানে কিছু মতামতের উল্লেখ আছে। তুমি কি এই পরিবর্তনগুলি সমর্থন কর? এই পরিবর্তনগুলি কি বাস্তবায়িত হবে? প্রতিটি মন্তব্যের জন্য কারণ দর্শাও —

- নিরাপত্তা পরিষদে আরো বেশি সংখ্যক রাষ্ট্রের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়া উচিত।
- রাষ্ট্রসমূহের জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিরূপিত প্রতিনিধি সদস্য সংখ্যা নিয়ে সাধারণসভা হয়ে উঠুক বিশ্বআইনসভা। এই প্রতিনিধিদের দ্বারাই বিশ্ব সরকার গঠন করা উচিত।
- কোনো রাষ্ট্রেরই সৈন্যবাহিনী থাকা উচিত নয়। রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হলে তা নিরসনে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘই শান্তিবাহিনী ব্যবহার করবে।
- জাতিপুঞ্জের মহাসচিব নির্বাচিত হওয়া উচিত সমগ্র বিশ্বের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে।

গণতন্ত্রের অগ্রগতি (Democracy Promotion)

এই পৃষ্ঠা এবং পরের পৃষ্ঠার ব্যঙ্গ চিত্রের দিকে ভালো করে নজর দাও। এই ব্যঙ্গচিত্রগুলি বিশ্বগণতন্ত্র সম্পর্কে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। সম্প্রতি বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ বিশেষ করে আমেরিকা পৃথিবীর সকল প্রান্তে গণতন্ত্র প্রসারের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাদের মতে, শুধু গণতন্ত্রের মূল্য ও গুরুত্ব প্রচারের মাধ্যমে এই সাফল্য আসবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের উচিত গণতন্ত্র সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনে গণতন্ত্রহীন রাষ্ট্রসমূহের উপর চাপ সৃষ্টি করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ অ-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর সামরিক অভিযান চালায়। এই বিষয়টিই সুস্মিতা বলেছিল।

চলো দেখি ইরাকে কী ঘটেছিল। ইরাক পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত একটি দেশ। এদেশ ১৯৩২ সালে বৃটিশ শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। তিন দশক পরে সেখানে পর পর অনেকগুলি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৬৮ সাল থেকে আরবের সমাজতান্ত্রিক বার্থ পার্টি (Ba'th Party) ইরাক শাসন করে আসছে। (আরবি ভাষায় বার্থ কথার অর্থ নবজাগরণ) ইরাকের বিশিষ্ট নেতা সাদ্দাম হোসেনের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বার্থ পার্টি ক্ষমতা দখল করে। এই সরকার সে দেশে পরম্পরাগত ইসলামিক আইন বাতিল করে মহিলাদের ভোটাধিকার দান করে এবং নাগরিকদের অনেক স্বাধীনতা দান করে যা সে সময় পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে ছিলনা। ১৯৭৯ সালে ইরাকের রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণের পর সাদ্দাম হোসেন সেখানে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং বিরোধী মতপোষণকারী ও বিদ্রোহীদের উপর অনেক দমন পীড়ন চালায়। তিনি অনেক বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং অসংখ্য সংখ্যালঘু জনগণকে নৃশংস নির্যাতন, অপহরণ, বিতাড়ন ও হত্যার নায়ক হিসাবে পরিচিত।

২০০৪ সালে গণতন্ত্রের ক্যাকটাস নামক ব্যঙ্গ চিত্রটি প্রকাশিত হয়। এখানে ক্যাকটাসটি কী রকম দেখতে? কে কাকে এই উপহারটি দিচ্ছে? বার্তাটি কী?

ব্যাঙ্গচিত্রটি পড়?

©Stephane Peray, Thailand, Cagle Cartoons Inc.

আমেরিকা ও মিত্রশক্তি ব্রিটেন অভিযোগ করে বলে ইরাকের হাতে অনেক গোপন পারমাণবিক অস্ত্র এবং অনেক ভয়ংকর শক্তিশালী মারণাস্ত্র রয়েছে, যা পৃথিবীর কাছে হুমকিস্বরূপ। কিন্তু জাতিপুঞ্জের বিশেষজ্ঞ দল ইরাকে অনুসন্ধান করে কোথাও এধরনের কোনো অস্ত্র খুঁজে পায়নি। ২০০৩ সালে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করে আমেরিকা ও ব্রিটেন এখন পর্যন্ত ইরাকের ক্ষমতা দখল করে আছে। আমেরিকা তাদের পছন্দমতো একটি সামরিক সরকার সেখানে গঠন করে। ইরাকের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত নয়। জাতিপুঞ্জের মহাসচিব কফি আন্নান বলেন, ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার এই যুদ্ধ বেআইনি।

নিজে করো

আমেরিকা ও ব্রিটেন কর্তৃক ইরাকের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই যুদ্ধ সম্পর্কে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার জন্য তথ্য সংগ্রহ করো। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এই যুদ্ধের স্বপক্ষে কী কী কারণ উল্লেখ করেছেন? যুদ্ধের পরে অন্যান্য আর কী কী কারণ প্রচারিত হয়?

ইরাকের এই উদাহরণ কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে সে বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

- গণতন্ত্র সম্প্রসারণে এটা কি সঠিক পথ? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো রাষ্ট্রের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া বা ক্ষমতা দখল করা কি উচিত?
- বহিঃশক্তির সাহায্য কি সর্বক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে? নাকি এই বাইরের সাহায্যে তখন কার্যকরী হয় যখন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বেশিরভাগ জনগণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন শুরু করে?
- বহিশক্তির সাহায্যে কোনো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তা কি দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে? এটা কি জনগণের সমর্থন লাভ করে?
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বহি:শক্তির ব্যবহারের মধ্যে গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য কি বজায় থাকে?

এই অধ্যায়ে যা পড়েছ তার ভিত্তিতে এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে চিন্তা করো।

ব্যঙ্গ চিত্রটি পড়ো

গণতন্ত্রকে সাহায্য করা ইরাকের যুদ্ধ সম্পর্কে এই শিরোনামে ব্যাঙ্গচিত্রটিতে মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তুমি কি মনে কর এই ব্যঙ্গচিত্রটি অন্য কোনো পরিস্থিতিতেও প্রযোজ্য? এই অধ্যায়ে উল্লিখিত এমন উদাহরণ চিহ্নিত করো যা বোঝার জন্য এই ব্যাঙ্গচিত্রটি সাহায্য করতে পারে।

©Ares, Caglecartoons.com, Cagle Cartoons Inc.

সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা **(Censorship) :** এটি এমন এক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে। এই অবস্থায় জনগণকে মতপ্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়।

জোট সরকার **(Coaliton) :** এ ধরনের সমঝোতা দেশ, দল, সংগঠন বা কিছু জনগণের মধ্যে হতে পারে। এই জোট সাময়িক বা বিষয়ভিত্তিকও হতে পারে।

উপনিবেশ **(Colony) :** অন্য রাষ্ট্রের অধীন কোনো অঞ্চল অথবা দেশ।

সাম্যবাদী রাষ্ট্র **(Communist State) :** এটি এমন এক ধরনের রাষ্ট্র যেখানে সাম্যবাদী দল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় অন্য দল থাকে না। এখানে রাষ্ট্রই সকল বৃহৎ সম্পত্তি বা কারখানা নিয়ন্ত্রণ করে।

অভ্যুত্থান **(Coup):** আকস্মিক আক্রমণ ইত্যাদি। এটি রক্তপাতযুক্ত বা রক্তপাতহীন হতে পারে। এটি একটি ফরাসি শব্দ, যার অর্থ হঠাৎ আক্রমণ।

সামরিক আইন **(Martial Law) :** এটি একপ্রকার শাসননীতি। সামরিক কর্তৃপক্ষ দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করলে এধরণের সামরিক আইন বলবৎ হয়।

রাজনৈতিক বন্দি **(Political Prisoners) :** কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ সরকারের অপছন্দ হলে তাকে গৃহবন্দি বা কারাগারে বন্দি করা হয়। দেশের প্রচলিত আইনকে লঙ্ঘন করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাদেরকে আটক করা হয়।

গণভোট **(Referendum) :** এটি হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধমে কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে সমগ্র ভোটারগন সরাসরি ভোটদান করে। একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ, আইন বা কোনো সুনির্দিষ্ট সরকারি নীতিগ্রহণের বিষয় এরকম হতে পারে।

State : এটি এমন একটি রাজনৈতিক সংগঠন যার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে, সুসংগঠিত সরকার থাকে এবং যে সরকারের দেশীয় ও বৈদেশিক নীতি গঠনের ক্ষমতা থাকে। সরকার পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র সচল থাকে। সাধারণ ভাষায়, দেশ, জাতি এবং রাষ্ট্র এই শব্দগুলিকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ধর্মঘট **(Strike) :** কোনো দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন। যা সাধারণ শ্রমিক বা কর্মচারীদের দ্বারা সংগঠিত হয়। বেশির ভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই এই ধর্মঘটের অধিকার হল আইনগত অধিকার।

শ্রমিক সংঘ **(Trade Union) :** শ্রমিক স্বার্থে এ ধরনের সংগঠন গড়ে ওঠে।

ভেটো **(Veto) :** এটি একপ্রকার ভোটদান পদ্ধতি, যার দ্বারা সংখ্যা লঘিষ্ঠের অসম্মতিতে সংখ্যাগুরুর/গরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব বাতিল হয়। এই শব্দটি লাতিন শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে- 'আমি নিষেধ করছি।' এই ভেটো ক্ষমতাটি হল কোনো সিদ্ধান্তকে বাতিল করার চূড়ান্ত ক্ষমতা কিন্তু গ্রহণ করার নয়।

অনুশীলন

১। নীচের কোন্ বক্তব্যটি গণতন্ত্র সম্প্রসারণের সহায়ক নয় ?
ক) জনগণের সংগ্রাম
খ) অন্যরাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষমতা দখল
গ) ঔপনিবেশিকতার অবসান
ঘ) গণতন্ত্রের জন্য জনগণের আকাঙ্খা।

২। নীচের কোন্ বক্তব্যটি বর্তমান পৃথিবীর জন্য সঠিক ?
ক) সরকারি ব্যবস্থা হিসাবে রাজতন্ত্রের অবসান।
খ) পূর্বের তুলনায় বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক অনেক বেশি গণতান্ত্রিক।
গ) বেশি বেশি রাষ্ট্রের শাসকগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত।
ঘ) পৃথিবীতে বর্তমানে কোনো সামরিক শাসক নাই।

৩। নীচের বক্তব্য থেকে সঠিক বক্তব্যটি বেছে নিয়ে উদ্ধৃত লাইনটি পূর্ণ করো—

আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন ...

ক) ধনী রাষ্ট্রগুলির প্রভাব বেশি থাকা উচিত

খ) সামরিক শক্তির নিরিখে রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতা থাকা উচিত

গ) জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলিকে ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত।

ঘ) পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সমান মর্যাদা থাকা উচিত।

৪। নীচে উল্লেখিত রাষ্ট্র ও সে সকল রাষ্ট্রে কীভাবে গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে তা মেলাও :

ক) চিলি	ক) ব্রিটিশ উপনিবেশের শাসন থেকে মুক্তি
খ) নেপাল	খ) সামরিক একনায়কতন্ত্রের অবসান
গ) পোল্যান্ড	গ) একদলীয় শাসনের অবসান
ঘ) ঘানা	ঘ) ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজার সম্মতি।

৫। অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ কী ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয় এই অধ্যায়ে উল্লেখিত উদাহরণের সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।

৬। সামরিক শক্তি কর্তৃক গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাত হলে জনগণের কোনো কোনো স্বাধীনতা হরণ করা হয়?

৭। নীচের কোনো অবস্থানগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে পারে? প্রতিটি উত্তরের ক্ষেত্রে তোমার নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করো।

ক) যেহেতু আমার দেশ আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিকে বেশি বেশি অর্থ সাহায্য করে, তাই আমরা অধিক মর্যাদা ও ক্ষমতা দাবি করি।

খ) আমার দেশ ছোট ও দরিদ্র হলেও সমান মর্যাদা দাবি করি, কারণ যে-কোনো সিদ্ধান্ত আমার দেশকেও প্রভাবিত করে।

গ) আন্তর্জাতিক বিষয়ে ধনী রাষ্ট্রসমূহের প্রভাব বেশি থাকা উচিত। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলির জন্য তারা তাদের স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারে না।

ঘ) আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলির উপর ভারতের মতো বৃহৎরাষ্ট্রের প্রভাব বেশি থাকা উচিত।

৮। নেপালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে দূরদর্শনের পর্দায় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনটি মতামত পাওয়া যায়। এরমধ্যে কোনো দুটি মতামত সম্পর্কে তুমি একমত ? কেন?

অতিথি- ১ : ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সুতরাং ভারতীয় সরকার গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত নেপালের জনগণের অবশ্যই সমর্থন জানাবে।

অতিথি - ২ : এটা তাহলে একটি বিপজ্জনক ব্যাপার হবে। তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার আক্রমণকে সমর্থন করতে হয়। মনে রাখবে কোনো বহিঃশক্তি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উন্নততর করতে পারে না।

অতিথি-৩ : তাহলে কেন আমরা অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব? এরকম অবস্থা হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নয়নের পরিবর্তে আমরা শুধু নিজেদের স্বার্থের কথাই বেশি করে ভাবব।

৯ । সুখী দেশ নামে একটি কাল্পনিক রাষ্ট্রের জনগণ নিজেদের দেশ থেকে বিদেশি শক্তিকে বিতাড়িত করে রাজপরিবারকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে। তারা বলে যে, বিদেশি শাসক আসার আগে এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের অনেক রাজা আমাদের শাসন করেছেন। এই শাসন ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল, এ কারণে যে এটি এমন এক শক্তিশালী সরকার ছিল যা আমাদেরকে ধনী এবং শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। যখন কেউ গণতন্ত্র সম্পর্কে কথা বলে তখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে যে এটি একটি বিদেশি তত্ত্ব। তারা সংগ্রাম করেছে বিদেশি শক্তি এবং তাদের রাজনৈতিক তত্ত্বকে দেশ থেকে বিতাড়নের জন্য। কেউ গণমাধ্যমের অধিক স্বাধীনতা দাবি করলে প্রাচীন ব্যক্তিরা মনে করেন যে, শাসকের বিরুদ্ধে অধিক সমালোচনা তাদের জীবনের মান উন্নত করতে সাহায্য করবে না। "পরিশেষে বলা যায়, রাজা অবশ্যই সকল জনগণের সর্বপ্রকার স্বার্থরক্ষা করবে। তাহলে কেন শুধু শুধু সমস্যা সৃষ্টি করা, আমরা কি সবাই সুখী হতে চাই না?"

উপরের রচনাটি পাঠ করে চমন, চম্পা এবং চন্দু নিজেদের মন্তব্য পেশ করে।

চমন : সুখী দেশ হল একটি গণতান্ত্রিক দেশ। কারণ সেখানে জনগণ বিদেশি শক্তিকে বিতাড়িত করে রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখে।

চম্পা : সুখী দেশ অবশ্যই গণতান্ত্রিক নয়। কারণ জনগণ সে দেশের সরকারকে সমালোচনা করতে পারে না। রাজা খুব ভালো হতে পারেন, তিনি অনেক অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করতে পারেন, কিন্তু রাজা কখনোই গণতান্ত্রিক শাসন দিতে পারেন না।

চন্দ্রু : আসলে জনগণ চায় সন্তুষ্টি সুতরাং তারা চায় নতুন সরকারও যেন তাদের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাজার শাসনে যদি জনগণ সন্তুষ্ট হয় তবে অবশ্যই এটি গণতান্ত্রিক।

এই মন্তব্যগুলি সম্পর্কে তোমার মতামত কী? এই দেশের সরকার সম্পর্কে তুমি কী ভাবছ?

বিভিন্ন দলে বিভিক্ত হয়ে শ্রেণিকক্ষের ছাত্রছাত্রীরা এমন একটি গণতান্ত্রিক দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংবাদসমূহ সংগ্রহ করো, যেটি বর্তমানে গণতান্ত্রিক নয়। নীচের প্রশ্নগুলির প্রতি নজর দাও।

- ❖ কী কী ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়?
- ❖ ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের প্রধান অভিযোগ ও দাবিগুলি কী কী ?
- ❖ বর্তমান সরকার জনগণের দাবীর প্রতি কতটা সহানুভূতিশীল?
- ❖ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অন্যতম প্রধান নেতৃবৃন্দ কারা?

তোমরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন দেওয়াল পত্রিকা, প্রতিবেদন, ছবি এবং কোলাজের মাধ্যমে এই সংগ্রামগুলি উপস্থাপন করতে পারো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণতন্ত্র কী ? গণতন্ত্র কেন ?

What is Democracy ?
Why Democracy ?

ভূমিকা (Introduction) :

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের গল্প এবং আলোচনা থেকে গণতন্ত্রের রূপ সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা লাভ করি। সেখানে কয়েকটি গণতান্ত্রিক সরকার এবং অগণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি এই দেশগুলির মধ্যে কীভাবে কোনো কোনো রাষ্ট্রের সরকার ভিন্ন প্রকৃতির শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে। এই সকল গল্প থেকে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তার ভিত্তিতে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন- গণতন্ত্র কী? গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কী কী ? এই অধ্যায়ে গণতন্ত্র একটি সাধারণ ধারণার উপর গড়ে উঠেছে। ধাপে ধাপে আমরা এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করব। এর প্রধান লক্ষ্য হল একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উপলব্ধি করা। এই অধ্যায় পাঠ করে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের সাথে অগণতান্ত্রিক সরকারের কী কী পার্থক্য রয়েছে সে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব। এই অধ্যায়ের শেষে সাধারণ গণতান্ত্রিক ধারণা অতিক্রম করে আমরা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ধারণার পথে অগ্রসর হব।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের অগ্রগতি এবং বর্তমানে এটি আরো বহু দেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু কেন এরূপ ঘটনা ঘটছে? কোন্ বিষয়গুলি গণতান্ত্রিক সরকারকে অন্যান্য সরকারের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে? এটাই এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

২.১ : গণতন্ত্র কী ? (What is Democracy ?)

প্রথম অধ্যায়ে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গল্প পড়েছি। এই গল্পগুলিতে বিভিন্ন সংগঠন ও সরকার সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে, এদের মধ্যে কোনোটি গণতান্ত্রিক এবং আবার কোনোটিকে অগণতান্ত্রিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে যে সকল সরকারকে গণতান্ত্রিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের বিষয়ে তুমি কি কিছু মনে করতে পারছ ?

- ❖ পিনোসির (Pinochet) শাসন ক্ষমতার আগের ও পরের চিলি।
- ❖ কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পর পোল্যান্ড।
- ❖ এনক্রোমা (Nkrumah) সরকারের প্রথম দিকে ঘানার চিত্র।

ভাবছ এ বিষয়গুলি কি সব একই রকম ? কেন আমরা গণতন্ত্রের নামে এসকল দেশগুলিকে একই পর্যায়ে ভাবব ? কোন্ বিষয়গুলি পিনোসি (Pinochet) শাসিত চিলির সাথে, পোল্যান্ডের কমিউনিস্ট শাসন অথবা ঘানার এনক্রোমা (Nkrumah) সরকারের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে ? এই সরকারগুলির সাথে মায়ানমারের সামরিক সরকারের কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল আছে ? কেন আমরা বলব যে, এ সরকারগুলি গণতান্ত্রিক নয় ?

এই প্রশ্নগুলি বিশ্লেষণ করে নীচের বিষয়গুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করো।

- ❖ গণতান্ত্রিক সরকার।
- ❖ অগণতান্ত্রিক সরকার।

কেন গণতন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করব ? (Why define democracy ?)

চলো, এখন পরবর্তী আলোচনার পূর্বে মেরির উত্থাপিত আপত্তির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। গণতন্ত্রকে এভাবে ব্যাখ্যা করার বিষয়টিকে সে পছন্দ করে না এবং এবিষয়ে তার কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন আছে।

Palestinians' democratic choice must be respected

The excuses given for refusing to deal with Hamas will not wash. This is a chance for Europe to have an independent role.

INTERNATIONAL

First Afghanistan Parliament in three decades to open amid tight security

Major step on an internationally sponsored path to democracy and stability

Why wait for a revolution, asks Bhutan's King

Country scheduled to hold general elections in 2008

Jigme Singye Wangchuk

Nepal King invents 'democracy', promotes it

कुवैत में संसद ने किया अमीर का चुनाव

সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদসমূহ তারা কি সবাই গণতন্ত্র শব্দটিকে একই অর্থে ব্যবহার করছে ?

শ্রেণিকক্ষের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করায় শিক্ষিকা শিখাদেবী তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

মেরি (Merry) : মহাশয়া, এবিষয়ে আমার আপত্তি আছে । আমি প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার পর তার অর্থ জানতে চাইছি। এটা কি যুক্তিসংগত? এবিষয়ে কি অন্য কোনো উপায় গ্রহণ করা উচিত ছিল না? প্রথমে অর্থ পরে উদাহরণ উল্লেখ করা কি উচিত নয়?

শিক্ষিকা শিখাদেবী : তোমার বক্তব্য আমি শুনলাম কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি যেভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি সেটা সেরূপ হবে না। আমরা কলম, বৃষ্টি বা ভালোবাসা শব্দগুলি প্রায়ই ব্যবহার করি কিন্তু আমরা কি এই শব্দগুলি ব্যবহারের আগে এর অর্থ বা সংজ্ঞা জানার জন্য অপেক্ষা করে থাকি? একটু ভাবতে চেষ্টা করো যে এই শব্দগুলির কি সঠিক সংজ্ঞা আমাদের কাছে পরিষ্কার? আসলে ব্যবহার করতে করতেই কোনো শব্দের অর্থ বোঝা যায়।

মেরি : তাহলে কেন সকল বিষয়ের সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন?

শিক্ষিকা শিখাদেবী : যখন কোনো শব্দের ব্যবহার করার সময় অসুবিধার সম্মুখীন হই তখন তার সংজ্ঞা জানার প্রয়োজন হয়। গুড়ি গুড়ি বা মুষলধারে বর্ষার সাথে বৃষ্টি শব্দের পার্থক্য বোঝানোর সময়ই আমাদের বৃষ্টি শব্দের সত্যিকারের অর্থ ও সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। আমরা গণতন্ত্রের একটা পরিষ্কার ধারণা পেতে চাই এই কারণে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জনগণ গণতন্ত্রকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন ধরনের সরকার নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক সরকার হিসাবে আখ্যায়িত করে।

রবি : সংজ্ঞা সম্পর্কে কেন আমাদের এত সময় ব্যয় করা প্রয়োজন? আগেরদিন আপনি এবিষয়ে আব্রাহাম লিঙ্কনের উক্তিটি এভাবে উল্লেখ করেছেন — "গণতন্ত্র হল জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন।" ত্রিপুরায় আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে শাসন করি। এটা সর্বজনগ্রাহ্য। কেন এই অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজন?

শিক্ষিকা শিখাদেবী : আমি বলছি না যে এ অবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন। তবে কোনো শাসন ব্যবস্থা কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করলে বা কিছু লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই এটা সর্বোত্তম পথ হবে এ কথা আমি মনে করি না।

যশোদা : মহাশয়া, আমি কি অন্য কিছু বিষয় উল্লেখ করতে পারি? আমাদের অন্য কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমি দেখেছি গণতন্ত্র শব্দটি একটি গ্রিক শব্দ ডিমাক্রেটিয়া (Demokratia) শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রীকশব্দ 'ডেমোস'(Demos) শব্দের অর্থ জনগণ এবং ক্রেটিয়া (Kratia) শব্দের অর্থ শাসন। সুতরাং গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন। এটাই সঠিক অর্থ। এবিষয়ে বিতর্কের আর কি প্রয়োজন?

শিক্ষিকা শিখাদেবী : এটা এ বিষয় উপলব্ধির একটি উত্তম পথ। আমি শুধু বলতে চাই এই পদ্ধতি সর্বদা সমানভাবে ফলপ্রসূ হয় না। একটি শব্দ তার মূল ভিত্তির উপর সর্বদা একই রকমভাবে অবস্থান করতে পারেনা। কম্পিউটারের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ভাবো। শুরুতে কম্পিউটার ছিল কেবলমাত্র হিসাব নিকাশের একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। যা খুব জটিল অংকের হিসাব-নিকাশ করতে পারত। বর্তমানে এটি লেখা, ছবি আঁকা, গান শোনা ও সিনেমা প্রদর্শনের কাজও করে। সময়ের প্রেক্ষিতে শব্দ এক হলেও অর্থ কিন্তু পরিবর্তন হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে বুৎপত্তিগত অর্থের সাথে পরিবর্তিত অর্থের সাদৃশ্য নাও থাকতে পারে।

মেরি : মহাশয়া, বস্তুগতভাবে বলা যায় যে, আমাদের স্বার্থ বিষয়ে চিন্তা করার ক্ষেত্রে কোনো সংক্ষিপ্ত পথ নেই। গণতন্ত্রের অর্থ এবং তার সংজ্ঞা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন।

শিক্ষিকা শিখাদেবী : তুমি আমাকে ঠিক বুঝেছ। চলো, এখন আমরা হাতে কলমে কাজগুলি করি।

নিজে করো

শিক্ষিকা শিখাদেবীর উপদেশ অনুসরণ করে চলো আমরা সর্বদা ব্যবহার করি এমন কয়েকটি শব্দ যেমন, কলম, বৃষ্টি বা ভালবাসার প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কিছু লিখি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কলম সম্পর্কে আলোচনা করার সময় কাঠ পেনসিল, ব্রাশ, চক অথবা রঙিন পেন্সিল এর সাথে কলমের পার্থক্যগুলি পরিস্কারভাবে উল্লেখ করো।

❖ এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তুমি কী শিখলে?

❖ গণতন্ত্রের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি আমাদের কতটা সাহায্য করে?

একটি সহজ সংজ্ঞা
(A Simple Definition)

চলো আমরা সেই আলোচনায় ফিরে যাই, যেখানে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি আলোচিত হয়েছে। পূর্বতন অধ্যায়ে

আমি গণতন্ত্রের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যাও শুনেছি। গণতন্ত্র হল, জনগণহীন, জনগণ থেকে অনেক দূরে এবং জনগণকে ক্রয় করা একটি সরকার। কেন আমরা এই সংজ্ঞা গ্রহণ করব না?

আমরা এমন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছি যা সকল গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেটি হল, সরকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত। সুতরাং গণতন্ত্রের একটি সহজ সংজ্ঞা হতে পারে, "গণতন্ত্র হল সরকারের একটি ধরন যেখানে শাসকগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।"

এটা অবশ্যই একটি ফলপ্রসূ সূচনা। এই ব্যাখ্যা আমাদেরকে গণতন্ত্র এবং যথাযথভাবে গণতান্ত্রিক নয় এমন সরকারের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য নিরূপণ করতে সাহায্য করে। মায়ানমারের সামরিক শাসক জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নয়, সামরিক নিয়ন্ত্রণে গঠিত।

সরকারের ক্ষেত্রে জনগণের কোনো মতামত থাকে না। পিনোসির মতো একনায়কতান্ত্রিক শাসকও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নয়। এটিও জনগণের উপর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেয়। নেপাল কিংবা সৌদি আরবের রাজা জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত না হয়েও উত্তরাধিকারসূত্রে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

এই সাধারণ ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যদি আমরা যুক্তিহীনভাবে গ্রহণ করি তবে বলতে হয়, যে সকল সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয় সেগুলি সব গণতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখব যে, বর্তমান পৃথিবীর সকল সরকারই নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক সরকার বলে ঘোষণা করে, যদিও এদের মধ্যে অনেক সরকারই তা নয়। একারণেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার এবং নকল গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে পার্থক্যগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে আমাদের জানা প্রয়োজন। এই সংজ্ঞায় উল্লেখিত প্রত্যেকটি শব্দ এবং গণতান্ত্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলি ভালো করে উপলব্ধি করতে পারলেই আমরা এই কাজটি করতে পারব।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

বাড়িতে ফিরে রবি গণতন্ত্র সম্পর্কে আরো কয়েকটি বিখ্যাত ব্যক্তির উক্তি সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে কারএই উক্তিগুলি তা সে উল্লেখ করেনি। এই উক্তিগুলি পড়ে এর ভালোমন্দ দিক সম্পর্কে তোমাদের মতামত জানাও।

- গণতন্ত্র প্রত্যেক মানুষকে নিজেদের সপক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দান করে।
- স্বৈরাচারী শাসকের নির্দেশ মতো তাদের মনোনীত করাই হল গণতন্ত্র।
- মানুষের ন্যায় বিচারের ক্ষমতাই গণতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করে। কিন্তু মানুষের অন্যায় করার প্রবণতা গণতন্ত্রকে প্রয়োজনীয় করে তোলে।
- গণতন্ত্র হল এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা আমাদের চাওয়া থেকে বেশি কিছু দিতে পারে না।

ব্যঙ্গ চিত্রটি পড়ো

আমেরিকা ও বিদেশি শক্তির উপস্থিতিতে ইরাকে নির্বাচনের সময় এই ব্যঙ্গচিত্রটি প্রকাশিত হয়। এই ব্যঙ্গচিত্রের বক্তব্য সম্পর্কে তুমি কী ভাবছ? কেন 'Democracy' কথাটি এভাবে লেখা হল?

©Stephane Peray, Thailand, Cagle Cartoons Inc.

২.২ : গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Features of Democracy)

❖ গণতন্ত্রের অধিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলি মুক্ত করা যায়।

গণতন্ত্র হল সরকারের এমন এক ধরন যেখানে শাসকগণ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। আমরা গণতন্ত্রের এই সহজ সংজ্ঞা দ্বারা আলোচনা শুরু করেছি। এই সংজ্ঞা অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করে।

❖ এই সংজ্ঞা অনুযায়ী শাসকবর্গ কারা? গণতন্ত্র হতে গেলে সরকারের কোন্ কর্মচারীদের অবশ্যই নির্বাচিত হওয়া উচিত? গণতন্ত্রে সরকারের অনির্বাচিত কর্মচারীরা কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

❖ নির্বাচনের কোন্ পদ্ধতি গণতান্ত্রিক নির্বাচন সংগঠিত করতে পারে? গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য কোন কোন শর্ত অবশ্যই পূরণ করা উচিত?

❖ জনগণের কোন্ অংশ দেশের শাসকশ্রেণি নির্বাচন করতে পারে? অথবা নিজেরা শাসক হিসাবে নির্বাচিত হতে পারে? এই অধিকার কি সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত? গণতন্ত্র কি কিছু নাগরিককে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে?

❖ সর্বশেষে কী ধরনের সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলা যায়? গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচিত সরকার কি যা খুশি তাই করতে পারে? অথবা একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে অবশ্যই কি কিছু বিধিনিষেধের মধ্যে কাজ করতে হয়? জনগণের কিছু অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কি জরুরি?

কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে চলো আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তসমূহ (Major decisions by elected leaders)

১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল পারভেজ মোশারফের নেতৃত্বে পাকিস্তানে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারকে বিতাড়িত করে নিজেকে দেশের প্রধান শাসক হিসাবে ঘোষণা করেন। পরে পদবি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করেন এবং ২০০২ সালে গণভোটের মাধ্যমে তার শাসনক্ষমতা আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করেন। পাকিস্তানের গণমাধ্যম, মানবাধিকার সংগঠন সমূহ এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদরা বলেন যে, মোশারফের এই গণভোট মূলত প্রতারণা,

©Emad Hajjaj, Jordan, Cagle Cartoons Inc.

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

সিরিয়া পশ্চিম এশিয়ার একটি ছোটো দেশ। শাসক 'বার্থ পার্টি' এবং তার সমর্থিত জোটের কয়েকটি রাজনৈতিক দল এদেশে স্বীকৃত। তুমি কি মনে কর এই ব্যঙ্গ চিত্রটির বক্তব্য চিন কিংবা মেক্সিকোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? গণতন্ত্রে এই পাতার মুকুট কী অর্থ প্রকাশ করে?

চিত্রটি পড়ো

লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক পটভূমিকায় এই চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে। তুমি কি মনে কর পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে এটি একই রকমভাবে প্রযোজ্য? এখন কিছু দেশের কথা চিন্তা কর যেখানে এটি প্রয়োগ করা যায়। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও কি কখনো কখনো এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়?

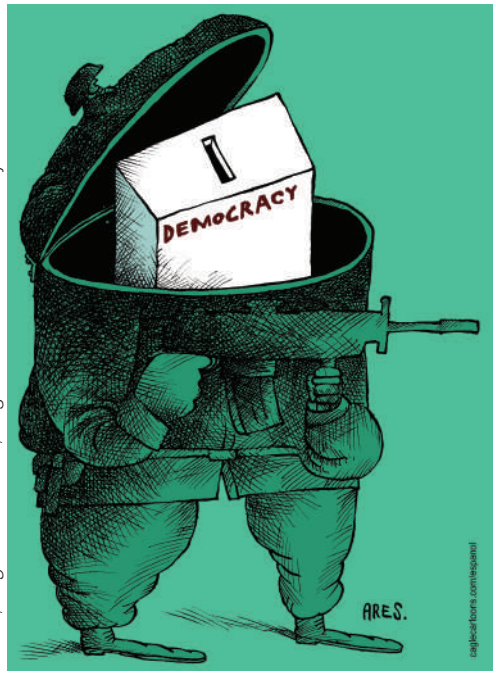

©Ares, *Caglecartoon.com*, Cagle Cartoons Inc. 22 January 2005

অসদাচরণ এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে।

২০০২ সালে এক আইনি আদেশবলে পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধিত হয়। এই আদেশ মূলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির হাতে জাতীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলি ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। সামরিক আধিকারিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের নির্দেশেই নাগরিক আইনসভা সরকারের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করত। এই আইন পাশের পরেই জাতীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, পাকিস্তানের নির্বাচন আছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কিছু ক্ষমতাও আছে। কিন্তু বাস্তবে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত ছিল সামরিক আধিকারিক এবং জেনারেল মোশারফের হাতে।

জেনারেল মোশারফের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সরকারকে অগণতান্ত্রিক বলার পক্ষে অনেক কারণ রয়েছে। চলো এরূপ একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করি। আমরা কি বলতে পারি পাকিস্তানের শাসকগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত? অবশ্যই না। জনগণ জাতীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে পারলেও বাস্তবে এই প্রতিনিধিগণ প্রকৃত শাসক ছিলেন না। তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল সামরিক আধিকারিক ও জেনারেল মোশারফের হাতে, যাদের কেউ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নন। এধরণের ঘটনা অনেক একনায়কতন্ত্রে এবং রাজতন্ত্রে ঘটে থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে সরকার এবং আইনসভা নির্বাচিত হয়, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে অনির্বাচিত নেতৃবর্গের হাতে। পূর্বের অধ্যায়ে আমরা কমিউনিস্ট দল পরিচালিত পোল্যান্ডে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইরাকের ক্ষেত্রে আমেরিকার ভূমিকাও লক্ষ করেছি। সেখানে দেশের প্রকৃত ক্ষমতা স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির পরিবর্তে কিছু বহি:শক্তির হাতে ন্যস্ত ছিল। এটাকে অবশ্যই জনগণের শাসন বলা যায় না।

এই আলোচনা থেকে আমরা গণতন্ত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই— "গণতন্ত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অবশ্যই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে থাকা উচিত।"

এইসব কিছুই আমার কাছ থেকে বহু দূরে। গণতন্ত্র কি শুধু শাসক এবং সরকার সম্পর্কে কথা বলে? আমরা কি গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি? অথবা কোনো গণতান্ত্রিক পরিবার?

স্বাধীন এবং দূর্নীতিমুক্ত নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা
(Free and Fair electoral Competiton)

চিনে রাষ্ট্রীয় আইনসভার (National People's Congress) নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই রাষ্ট্রীয় আইনসভার (NPC) হাতে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষমতা ন্যস্ত। এই আইনসভার প্রায় ৩০০০ সদস্য চিনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত হয়ে আসে। কয়েকজন সদস্য সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত হন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্বে একজন প্রার্থীকে অবশ্যই চিনের কমিউনিস্ট পার্টির অনুমোদন নিতে হয়। ২০০২-০৩ সালের নির্বাচনে শুধুমাত্র চিনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ এবং জোটসঙ্গী ৮টি দলের সদস্যরাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পেরেছে। চিনের কমিউনিস্ট দলই সর্বদা সরকার গঠন করে।

১৯৩০ সালের স্বাধীনতার পর থেকে মেক্সিকোতে প্রতি ৬ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে কখনোই সামরিক বাহিনী বা একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ২০০০

সাল পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে মেক্সিকোর রাজনৈতিক দল PRI (Institutional Revolutionary Party) শাসন ক্ষমতা দখল করে। বিরোধী দলগুলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কখনোই জয়লাভ করতে পারেনি। জনগণ মনে করতেন PRI দল নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অনেক নোংরা কৌশল ও অন্যায় পথ অবলম্বন করে থাকে। প্রতিটি সরকারি কর্মচারীকেই দলীয়সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করতে হত। এমনকি সরকারি স্কুলের শিক্ষকগণ PRI দলের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের বাধ্য করতেন। সংবাদমাধ্যমগুলিও বিরোধী দলগুলির কার্যাবলিকে উপেক্ষা করে শুধু তাদের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকত। কখনো কখনো ভোটারদের অসুবিধায় ফেলে শেষ মুহূর্তে ভোট কেন্দ্রগুলিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করত। PRI দল তাদের প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করত।

উপরের উদাহরণগুলিতে নির্বাচনের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা কি গ্রহণযোগ্য ? এই উদাহরণগুলি পড়ে আমাদের মনে হয়েছে যে, নির্বাচনের এই ব্যবস্থাকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। এরূপ নির্বাচনী ব্যবস্থা অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। চিনের নির্বাচনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের মতামতের কোনো মূল্য নেই। তারা শুধু শাসকদল এবং দলের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রার্থীদেরই নির্বাচন করতে পারে। এ ব্যবস্থাকে কি আমরা স্বাধীন নির্বাচন বলে অভিহিত করব? মেক্সিকোয়ের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, জনগণের স্বাধীন মতামতের মূল্য রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, তাদের কোনো স্বাধীন মতামতের মূল্য নেই। জনগণ মনে করলেও সরকারি দলকে পরাজিত করার কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেই। এ নির্বাচনগুলিকে কখনোই দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন বলা যাবে না।

গণতন্ত্রকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য আমরা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি। শুধু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বিকল্প প্রার্থীকে পছন্দ করার স্বাধীনতা সেইসব নির্বাচনে থাকা উচিত এবং এটা তখনই সম্ভব হবে যখন জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী বর্তমান সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিকল্প সরকার গঠনের স্বাধীনতা থাকবে। সুতরাং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে স্বাধীন এবং দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

গণতন্ত্রের গঠন (Building Democracy) এই শিরোনামে লাতিন আমেরিকার একটি প্রকাশক সংস্থা কর্তৃক এই ব্যঙ্গচিত্রটি প্রচারিত হয়। টাকার থলিগুলি এখানে কী অর্থ প্রকাশ করছে? এই ব্যাঙ্গ চিত্রটি কি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

মাধ্যমে, যেখানে সরকারি দলকেও ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার থাকবে। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানব।

এক ব্যক্তি, এক ভোট ও সমমূল্য (One Person, One Vote, One Value)

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের কতটা সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পড়েছি। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রই গ্রহণ করেছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে সকল সমান ভোটাধিকারের প্রশ্নটি এখনো উপেক্ষিত।

- সৌদি আরবে মহিলাদের ভোটাধিকার নেই।
- ইস্টোনিয়ার (Estonia) নাগরিক আইন এমনভাবে তৈরি হয়েছে যেখানে রাশিয়ার সংখ্যালঘু নাগরিকগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না।
- ফিজির নির্বাচনী আইনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফিজিয়ান নাগরিকের তুলনায় স্বদেশী ফিজিয়ানদের ভোটের মূল্য অনেক বেশি।

রাজনৈতিক সমমর্যাদার নীতির উপর ভিত্তি

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ইরাকে এই চিত্রটি প্রকাশিত হয়। তাকে কারান্তরালে দেখানো হয়েছে। শিল্পী এখানে কী বলতে চেয়েছেন? প্রথম চিত্রের বক্তব্যের সাথে এই চিত্রের বক্তব্যের তুলনা করো।

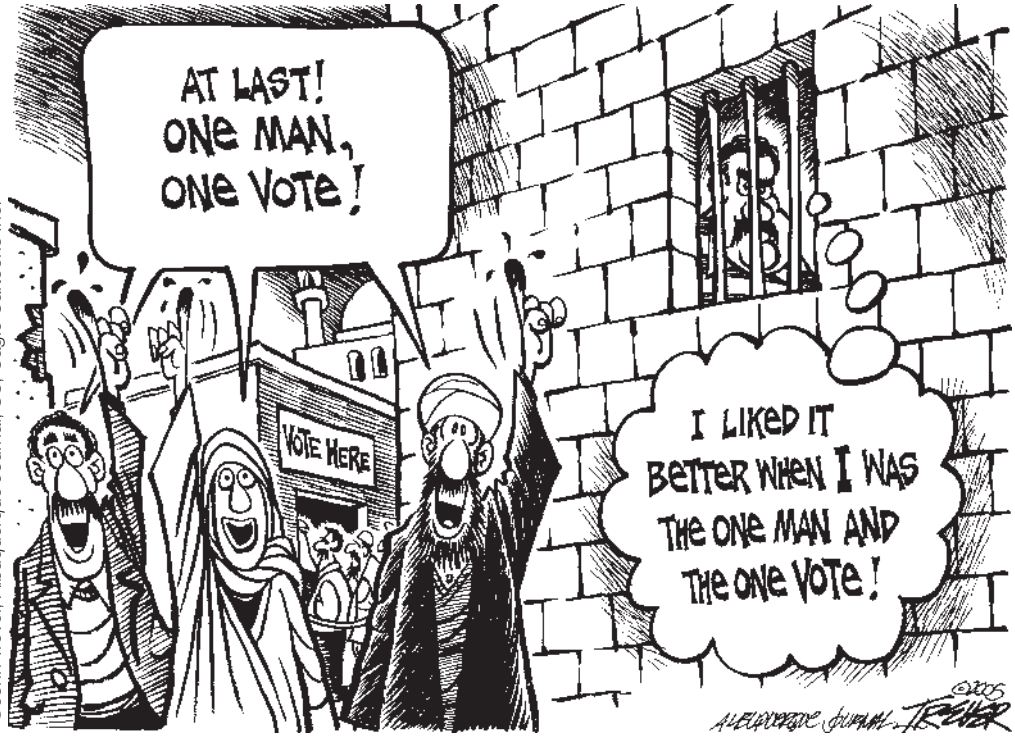

©John Trever, *Albuquerque Journal*, US, Cagle Cartoons Inc.

করেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এটি গণতন্ত্রের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্রে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের একটি ভোট থাকবে এবং প্রতিটি ভোটের মূল্য মর্যাদাসম্পন্ন হবে। আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানব।

আমরা কেন জিম্বাবোয়ের সম্পর্কে আলোচনা করব? আমাদের নিজের দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রচারিত এ ধরনের সংবাদ আমি পড়েছি। আমরা কেন এ বিষয়ে আলোচনা করব না?

আইনের শাসন এবং অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন

(Rule of law and respect for right)

১৯৮০ সালে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসকের হাত থেকে জিম্বাবোয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। সেই থেকে সে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনাকারীদল জানু-পিফ (ZANU-PF) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। নিয়মিত নির্বাচন হয় এবং সর্বদা এই জানুদলই জয়লাভ করে। রাষ্ট্রপতি মোগাবে (Mugabe) জনপ্রিয় হলেও নির্বাচনে তিনি অনেক অনৈতিক উপায় অবলম্বন করতেন। বছরের পর বছর ধরে বহু সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি করেছেন এবং জনগণের প্রতি রাষ্ট্রপতির দায়বদ্ধতা হ্রাস করেছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নানাভাবে নির্যাতন করা এবং তাদের রাজনৈতিক সভার কার্য সম্পাদনে বাধা দেওয়া হত। সরকারের বিরুদ্ধে যে-কোনো প্রকার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আন্দোলন বেআইনি ঘোষিত হয়। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করার অধিকার আইনের মাধ্যমে সীমিত করা হয়। রেডিয়ো এবং টেলিভিশন সরকারি নিয়ন্ত্রণে কেবলমাত্র সরকারের বক্তব্যই পরিবেশন করতো। স্বাধীন সংবাদপত্র থাকলেও যে সকল সাংবাদিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন পরিবেশন করতেন তারা নানাভাবে নির্যাতিত হতেন। সরকার কখনো কখনো আদালতের আদেশ অমান্য করতেন, এমনকি প্রয়োজনে বিচারকদের উপর সরকারের পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য বলপ্রয়োগ করতেন।

জিম্বাবোয়ের উদাহরণ প্রমাণ করে যে, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য শাসকবর্গের অনুমোদন প্রয়োজন কিন্তু তা অবশ্যই যথেষ্ট নয়। জনপ্রিয় সরকার অগণতান্ত্রিক হতে পারে, জনপ্রিয় নেতৃবর্গও স্বৈরাচারী হতে পারে। গণতন্ত্রের সাফল্যে নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে নির্বাচনের আগে এবং পরের ব্যবস্থাপনার প্রতি লক্ষ রাখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

©Eric Allie, *Pioneer Press*, US, Cagle Cartoons Inc.

নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলসহ সকলের স্বাধীন এবং স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালানোর পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সকলের উচিত নাগরিকের কতগুলি মৌলিকঅধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা। মুক্ত চিন্তা, স্বাধীন মতামত প্রদর্শন, রাজনৈতিক সংস্থা গঠন এবং সরকার বিরোধী প্রতিবাদী আন্দোলন করার অধিকার জনগণের থাকা প্রয়োজন। আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নাগরিক সমানমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া উচিত। নাগরিকের এই অধিকার স্বাধীন এবং সর্বজনগ্রাহ্য বিচারব্যবস্থা দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা আরো বেশি জানব। একইরকম ভাবে নির্বাচনের পর সরকার কীভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে কতগুলি শর্ত আরোপিত থাকে। একটি গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না। এই ধরনের সরকারকে কতগুলি নির্দিষ্ট আইন মেনে চলতে হয়, বিশেষ করে সংখ্যালঘু জনগণের স্বার্থের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হয়। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনেক আলাপ আলোচনা করতে হয়। প্রত্যেক কর্মকর্তার সাংবিধানিক আইন অনুসারে কতগুলি নির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্য তিনি শুধু জনগণের প্রতি নয়, অন্যান্য স্বাধীন সংস্থার প্রতি ও দায়বদ্ধ থাকেন। পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয় সম্পর্কে আমরা আরো বেশি জানব।

এই আলোচনা থেকে আমরা গণতন্ত্রের চতুর্থ এবং চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। সাংবিধানিক আইন এবং নাগরিক অধিকারের সীমারেখার মধ্যে থেকে গণতান্ত্রিক সরকারকে দেশ শাসন করতে হয়।

সংজ্ঞার সংক্ষিপ্তসার (Summary Definition)

চলো আমরা আলোচনার উপসংহারে যাই। আমরা শুরু করেছিলাম গণতন্ত্রের একটি সহজ সংজ্ঞা দিয়ে। এটি ছিল, "গণতন্ত্র হল সরকারের একটি ধরন, যেখানে শাসকগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন।" এই সংজ্ঞাটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন এ বিষয় সম্পর্কিত কিছু শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা করা। অনেকগুলি উদাহরণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, গণতন্ত্র হল সরকারের একটি ধরণ বা রূপ। যেখানে—

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

চিন সরকার কতগুলি প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে গুগুল ও ইয়াহু ওয়েবসাইটে স্বাধীন ও ধারাবাহিক মতপ্রকাশ বন্ধ করে দেয়। নিরস্ত্র ছাত্র ও কামানের ছবিগুলি আমাদের চিনের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয়। এই ঘটনাটি খুঁজে বের কর।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

নীচে গণতন্ত্রের সপক্ষে ও বিপক্ষে পাঁচটি উদাহরণ উল্লেখ করা আছে। উপরে উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি মেলাও।

উদাহরণ	বৈশিষ্ট্য
ভুটানের রাজা ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্দেশ অনুসরণ করে চলবেন।	আইনের শাসন
ভারত থেকে আগত তামিল শ্রমিকদের শ্রীলঙ্কা সরকার ভোটাধিকার দেয়নি।	অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন
রাজনৈতিক জনসভা, মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের উপর নেপালের রাজা নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।	একব্যক্তি এক ভোট সমমূল্য
ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে যে, বিহারের নির্বাচিত বিধানসভা ভেঙ্গে দেওয়া ছিল অসাংবিধানিক।	স্বাধীন এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা
একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া উচিত বলে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলি সহমত পোষণ করে।	গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা।

❖ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকার দেশের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নিতে পারে।

❖ নির্বাচন হবে স্বাধীন ও স্বচ্ছ বাছাইয়ের সুযোগ যার মাধ্যমে জনগণ বর্তমান সরকারকে পরিবর্তন করার অধিকার ভোগ করবে।

❖ এই বাছাই বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সুযোগ সকল নাগরিকের সমানভাবে থাকা উচিত ।

❖ জনগণের এই স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষমতা সরকারকে সাংবিধানিক আইন ও নাগরিক অধিকারের প্রতি দায়বদ্ধ করে।

২.৩ গণতন্ত্র কেন? (Why Democracy)

শ্রেণিকক্ষে গণতন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর শিক্ষিকা শিখাদেবী যখন ছাত্রদের বললেন সরকারের সর্বোত্তম রূপ হল গণতন্ত্র তখনই এবিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি বিতর্ক শুরু হয়।

আমি শিখা দিদিমণির শ্রেণিকক্ষে থাকতে চাই। এটিকে গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষ বলে মনে হয়। তাই নয় কী?

গণতন্ত্রে বিতর্কের সুবিধা (Debating merits of Democracy)

যশোদা ঃ আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা পড়েছি যে, পৃথিবীর সর্বত্র জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাম্য। যে সকল রাষ্ট্রে আগে গণতন্ত্র ছিল না সেগুলি ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। পৃথিবীর সকল বিখ্যাত ব্যক্তিগণই জনগণের সপক্ষে কথা বলেছেন। তাহলে কি বলা যায় না যে, গণতন্ত্রই সর্বোত্তম? এ বিষয়ে বিতর্কের কি কোনো প্রয়োজন আছে?

তামিনা ঃ কিন্তু আমাদের শিক্ষিকা শিখাদেবী বলেছেন কোনো কিছু বিখ্যাত হলেও বিনা বিচারে তাকে গ্রহণ করা উচিত নয়। এমনকি প্রত্যেকে এটি গ্রহণযোগ্য মনে করলেও এটা কি সম্ভব নয় যে সকলে ভুল পথ অনুসরণ করছেন?

জলি ঃ ঠিক! এটা সত্যি সত্যি ভুল পথ। গণতন্ত্র আমাদের দেশের কি উন্নতি করেছে? অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে গণতন্ত্র এদেশকে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে এখনো মুক্ত করতে পারেনি।

রবিনা ঃ কিন্তু গণতন্ত্র এখানে কী করবে? আমাদের এই দারিদ্রতা কি গণতন্ত্রের কারণে? অথবা গণতান্ত্রিক হলেই কি দারিদ্রতা থাকে?

জলি ঃ যাইহোক এটা কতটা পার্থক্য তৈরি করে? মূল বিষয় হল এই ব্যবস্থায় সর্বোত্তম সরকার হতে পারেনি। গণতন্ত্র হল শুধু বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি এবং ভণ্ডামী। রাজনীতিবিদরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে। দেশের কথা কে ভাবে?

পবন ঃ তাহলে এর পরিবর্তে আর কী হওয়া উচিত? ব্রিটিশ শাসনের দিকে কি ফিরে চলা? নাকি আমাদের দেশ শাসন করার জন্য কয়েকজন রাজাকে আমন্ত্রণ জানানো?

রোজি ঃ আমি ঠিক জানি না, এই মুহূর্তে একজন শক্তিশালী নেতার প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। যিনি

আইনসভা এবং নির্বাচনকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো করে কাজ করবে। একজন নেতার হাতেই সকল ক্ষমতা থাকা উচিত। দেশের স্বার্থে যা প্রয়োজন তা করার ক্ষমতা তার থাকা দরকার। এটাই একমাত্র এদেশ থেকে দুর্নীতি ও দারিদ্রতা দূর করতে পারবে।

কেউ চিৎকার করে বলল : এটাকে স্বৈরতন্ত্র বলে।

হেনা : যদি ওই ব্যক্তি নিজের এবং নিজ পরিবারের স্বার্থে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে? তিনি যদি নিজে দুর্নীতিগ্রস্ত হন?

রোজি : আমি একজন সৎ, একনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ এবং শক্তিশালী নেতার কথা বলছি।

হেনা : কিন্তু সেটাও সঠিক নয়। তুমি একটি আদর্শ স্বৈরতন্ত্রের সাথে প্রকৃত গণতন্ত্রের তুলনা করছ। আমাদের উচিত একটি আদর্শের সাথে অন্য একটি আদর্শের, একটি প্রকৃত ব্যবস্থার সাথে অন্য একটি প্রকৃত ব্যবস্থার তুলনা করা। বাস্তব জীবনে স্বৈরশাসকের কার্যকলাপগুলি লক্ষ করো। তারা খুব দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বার্থপর এবং নৃশংস হয়। আসলে আমরা এ বিষয়ে বেশি জানি না বলেই বলছ। যতই খারাপ হোক না কেন তুমি তাদের পরিত্যাগ করতে পারবে না।

শিক্ষিকা শিখাদেবী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাদের আলোচনা শুনছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন তোমরা সবাই অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বিতর্ক করছ এটা দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। আমি জানিনা কে ঠিক এবং কে ভুল, এটি তোমরা ঠিক করবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তোমরা সবাই এ বিষয়ে নিজেদের মতামত জানাতে চাও। যদি কেউ তোমাদের কথা বলতে নিষেধ করে অথবা কথা বলার জন্য তোমাদের কেউ শাস্তি প্রদান করে তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের মনে দুঃখ হবে। দেশের ক্ষেত্রে এরকম হলে তোমরা কি বলবে না যে এটি গণতান্ত্রিক? গণতন্ত্রের পক্ষে এটা কি ভালো যুক্তি?

গণতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি
(Arguments against Democracy)

গণতন্ত্রের বিপক্ষে আলোচনার সময় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সকল যুক্তি শুনে থাকি। চলো এই যুক্তিগুলির দিকে দৃষ্টি দিই।

- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকদের ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে দেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।
- গণতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শক্তি প্রদর্শনের খেলা। এখানে নৈতিকতার কোনো স্থান নেই।
- বহু মানুষের মতামত নিতে হয় বলে গণতন্ত্রে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গেলে অযথা বিলম্ব হয়।
- নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জানে না জনগণের প্রকৃত স্বার্থ কী? তারা নিম্ন মানের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়।
- নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে এখানে দুর্নীতি ভীষণভাবে জাঁকিয়ে বসে।
- সাধারণ জনগণ জানে না তাদের জন্য কোন্‌টি সঠিক।

গণতন্ত্রের বিপক্ষে আর কোন্ কোন্ যুক্তি সম্পর্কে তোমরা ভাবছ? এই বিতর্কগুলির মধ্যে কোনগুলি প্রধানত গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? আর কোনো যুক্তিগুলি সরকারের অপব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? কোন্ যুক্তিগুলির সাথে তুমি একমত?

এটা পরিষ্কার যে, গণতন্ত্রের হাতে এমন কোনো যাদুকাঠি নেই যার দ্বারা দেশের সকল সমস্যার সমাধান একসাথে করে নিতে পারে। এটা আমাদের দেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের দারিদ্র্যের এখনো অবসান ঘটাতে পারেনি। গণতন্ত্র সরকারের এমন একটি ধরন

২০০৪ সালে কানাডার পার্লামেন্টের নির্বাচনের পূর্বে এই চিত্রটি প্রচারিত হয়। শিল্পীসহ প্রত্যেকে চাইতেন যে, এই নির্বাচনে লিবারেল পার্টি পুনরায় বিজয়ী হউক। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল লিবারেল পার্টির বিপক্ষে যায়। এই চিত্রটি তবে কি গণতন্ত্রের পক্ষে অথবা বিপক্ষের যুক্তি হিসাবে প্রচারিত?

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

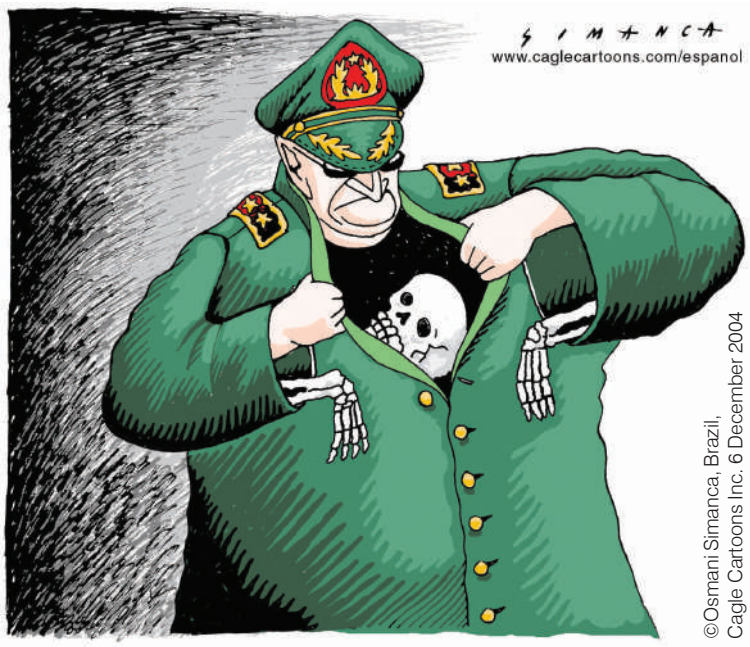

©Osmani Simanca, Brazil, Cagle Cartoons Inc. 6 December 2004

যেখানে জনগণ নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারে। তাদের সিদ্ধান্ত সর্বদা ভালো হবে তা নিশ্চিত নয়। জনগণও ভুল করতে পারে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে অযথা বিলম্ব ঘটে। এটাও সত্যি যে গণতন্ত্রে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। ফলে কখনো কখনো দেশের স্বার্থে ভালো সিদ্ধান্ত ফাইল চাপা পড়ে থাকে এবং সরকারি দক্ষতা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এই বিতর্ক প্রমাণ করে যে, গণতন্ত্র কোনো সরকারের আদর্শ রূপ হতে পারে না। কিন্তু বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা মূল প্রশ্ন নয়। মূল প্রশ্ন হল গণতান্ত্রিক সরকার কি অন্য ধরনের সরকারের তুলনায় ভালো?

গণতন্ত্রের সপক্ষে যুক্তি
(Arguments for Democracy)

১৯৫৮-১৯৬১ সালে ঘটে যাওয়া চিনের দুর্ভিক্ষ ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। প্রায় তিন কোটি মানুষ এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতিও চিনের চেয়ে খুব বেশি উন্নত ছিল না। তথাপিও ভারতবর্ষকে চিনের মতো ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হয়নি। অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে এই দুটি দেশের সরকারি পরিকল্পনার পার্থক্যের ফলস্বরূপ এটা সম্ভব হয়েছে।

এই চিত্রটি ব্রাজিলের ঃ যার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই চিত্রে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা রয়েছে। স্বৈরতন্ত্রের কোন্ গোপন বক্তব্যকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে? প্রত্যেক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এরূপ গোপনীয়তা কি জরুরি? যদি সম্ভব হয় তাহলে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত নাইজেরিয়ার সানি আভাছা এবং ফিলিপিন্স এর ফার্দিনান্দ মার্কোস এর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে এটা খুঁজে বের করো। ভারতবর্ষের বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দেশের খাদ্যের অভাব দূরীকরণে সরকারকে দায়বদ্ধ করে। যা চিনের সরকারের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এই কারণেই কোনো স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশেই এখন পর্যন্ত বড়ো ধরনের দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি। চিনে যদি বহুদলীয় রাজনৈতিক নির্বাচন থাকত, যদি শক্তিশালী বিরোধীদল এবং সংবাদ মাধ্যমের সরকারের সমালোচনা করার স্বাধীনতা থাকত তবে দুর্ভিক্ষের কারণে সেখানে এত বেশি সংখ্যক লোকের মৃত্যু হত না।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কেন অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আমরা এই উদাহরণ থেকে পাই। জনগণের চাহিদার প্রতি দায়বদ্ধ থাকে বলেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অন্যান্য শাসনব্যবস্থা থেকে উৎকৃষ্ট। একটি অগণতান্ত্রিক সরকার জনগণের চাহিদা পূরণ করতে পারেন। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ সেই শাসকবর্গের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা না করলে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী কাজ নাও করতে পারেন। কিন্তু গণতন্ত্রে সরকার সর্বদা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। সুতরাং বলা যায়, একটি গণতান্ত্রিক সরকার অন্যান্য সরকার থেকে উৎকৃষ্ট এই কারণে যে, এরূপ শাসনব্যবস্থা জনগণের প্রতি অধিক দায়বদ্ধ থাকে।

অগণতান্ত্রিক সরকারের তুলনায় গণতান্ত্রিক সরকারগুলি উন্নততর সিদ্ধান্তগ্রহণ করার পিছনে অন্য আরেকটি কারণ রয়েছে। পরামর্শ ও আলোচনার উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। বহু লোকের সমাবেশ, আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতেই গণতন্ত্রে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়। অনেক লোক একত্রে একটি বিষয়ে ভাবেন এবং তার ভালো, মন্দ দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ফলে একটু বেশি সময় ব্যয় হয়। কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর। এর ফলে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও হঠকারি সিদ্ধান্তগ্রহণের সংখ্যা হ্রাস পায়। এইভাবে গণতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান উন্নত করে।

এটি তৃতীয় যুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। গণতন্ত্র ভিন্নধর্মী মতামত, পার্থক্য ও সংঘর্ষের মধ্যে কাজ করার পদ্ধতি উপস্থাপন করে। সকল সমাজ ব্যবস্থাতেই জনগণকে বিভিন্ন মতাদর্শ ও ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থবাহী মানুষের সাথে বসবাস করতে হয়। ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে এই ধরনের বিভিন্নতা আরো বেশি প্রকট। জনগণ এখানে বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করে, বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত অনুসরণ করে এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর হয়ে থাকে। তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন ভাবে এ জগৎকে দেখে। কোনো একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ অন্য কোনো গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষ

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকলে কি ঘটবে? আমরা কি একজাতি, একরাষ্ট্র হিসাবে থাকতে পারব?

সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের সংঘর্ষের অবসান কীভাবে ঘটবে? পাশবিক শক্তির সাহায্যে এ ধরনের বিরোধ সমাধান করা যায়? শক্তিশালী গোষ্ঠী দুর্বল গোষ্ঠীগুলিকে বাহুবলের দ্বারা নিজেদের শর্ত মানতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু এব্যবস্থা সমাজে অসন্তুষ্টি ও অস্থিরতা সৃষ্টি করবে। এই পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বেশিদিন একসাথে বসবাস করতে পারেনা। গণতন্ত্রই একমাত্র এধরনের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করে থাকে। গণতন্ত্রে কেউ স্থায়ী সৌভাগ্যবান বা হতভাগ্য হতে পারে না। বিভিন্ন গোষ্ঠী শান্তিপূর্ণভাবে একে অপরের সাথে বসবাস করে। গণতন্ত্রই এই বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষকে একত্রিত করে রেখেছে।

এই তিনটি যুক্তি মূলত সমাজজীবন ও সরকারের গুণ বা উৎকর্ষের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কিত । সরকারের উপর গণতন্ত্রের প্রভাব কী, এবিষয়টি গণতন্ত্রের সপক্ষে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুক্তি নয়। গণতন্ত্রের সপক্ষে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি হল যে, এটি জনগণের জন্য কী করছে। এমনকি গণতন্ত্র সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ সরকার উপহার দিতে না পারলেও এ ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত অন্যান্য শাসন ব্যবস্থার তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য। গণতন্ত্র জনগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, গণতন্ত্র রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতোই গরিব ও অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিরাও সমান মর্যাদা লাভ করে। জনগণ এখানে শাসিত বা প্রজা নয়। তারা নিজেরাই নিজেদের শাসক। তারা তাদের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য নিজেরাই নিজেদের কাছে দায়বদ্ধ।

সবশেষে গণতন্ত্র অন্য শাসন ব্যবস্থার তুলনায় উৎকৃষ্ট একারণেই যে এটা ভুল সংশোধন করার সুযোগ দেয়। আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি যে, গণতন্ত্রে ভুল হবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোনো ধরণের সরকারই এবিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সুবিধা হল এই যে, এই ধরনের ত্রুটি বেশিদিন চাপা পড়ে থাকতে পারেনা। কারণ এই

২০০৪ সালে কানাডার পার্লামেন্টের নির্বাচনের পূর্বে এই চিত্রটি প্রচারিত হয়। শিল্পীসহ প্রত্যেকে চাইতেন যে, এই নির্বাচনে লিবারেল পার্টি পুনরায় বিজয়ী হোক। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল লিবারেল পার্টির বিপক্ষে যায়। এই চিত্রটি তবে কি গণতন্ত্রের পক্ষে অথবা বিপক্ষের যুক্তি হিসাবে প্রচারিত?

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

রাজেশ এবং মোজাফ্‌ফর একটি প্রতিবেদন পড়ে। এতে লেখা আছে যে, কখনোই কোনো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অন্য কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। কেবলমাত্র দুটি অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যেই যুদ্ধ সংগঠিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, এটাই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। প্রতিবেদনটি পড়ার পর রাজেশ এবং মোজাফ্‌ফর ভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া জানায়। রাজেশ বলে যে, এটি গণতন্ত্রের সপক্ষে খুব ভালো যুক্তি নয়। এটি একটি আকস্মিক ঘটনামাত্র। ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের মধ্যেও যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মোজাফ্‌ফর বলে এটা কখনোই আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এমন সব সিদ্ধান্ত নেয়, যার ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকে না। এ দুজনের মধ্যে কার সাথে তুমি একমত এবং কেন?

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

এই চিত্রটি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিখ্যাত কার্টুন শিল্পী আর কে লক্ষ্মণ কর্তৃক অঙ্কিত। ছবির কতজনকে তুমি চিনতে পেরেছ? এই চিত্রে সাধারণ ব্যক্তিটি যা অনুভব করছে দেশের বেশিরভাগ জনগণ কী তা ভাবছে?

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

ত্রুটিগুলি সম্পর্কে গণমাধ্যমে আলাপ আলোচনার সুযোগ থাকে এবং সংশোধনেরও সুযোগ থাকে। হয় শাসকবর্গ এই ত্রুটিগুলি সংশোধন করে নেয় নতুবা জনগণের হাতে সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকে। অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এরূপ হতে পারে না।

চলো আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যাক। গণতন্ত্র আমাদের সবকিছু দিতে পারে না। অথবা সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কিন্তু আমরা জানি এ ব্যবস্থা অন্য বিকল্প ব্যবস্থা থেকে উৎকৃষ্ট। এতে উন্নত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকে, এটি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনগণকে একসাথে বসবাস করার পরিবেশ তৈরি করে। এমনকি এই ব্যবস্থা যদি এসকল সুযোগ দিতে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়, তথাপিও জনগণের প্রতি মর্যাদা ও দায়বদ্ধতার কারণে ভুল সিদ্ধান্তগুলি সংশোধন করে নেয়। এই কারণে গণতন্ত্রকে শাসনব্যবস্থার সর্বোৎকৃষ্ট ধরন হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

২.৮ বৃহত্তর অর্থে গণতন্ত্র (Broader Meaning of Democracy)

এই অধ্যায়ে খুব সীমিত এবং বর্ণনামূলক আকারে গণতন্ত্রের অর্থ আলোচিত হয়েছে। আমরা বুঝেছি যে, গণতন্ত্র হল শাসনব্যবস্থার একটি রূপ। এছাড়াও গণতন্ত্রের আবশ্যকীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা আমরা লাভ করি। সাম্প্রতিককালে গণতন্ত্রের একটি সাধারণ রূপ হল প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। পূর্ববর্তী শ্রেণিকক্ষে ইতিমধ্যেই তোমরা এ বিষয়ে পড়েছ। গণতান্ত্রিক দেশ বলে আমরা যাকে জানি সেখানে দেশের সকল জনগণ শাসন করেন না। সকল জনগণের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠরাও সরাসরি শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ

©R.K. Laxman, *The Times of India*

করেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ শাসন করেন। এটি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে একারণে যে —

❖ বিপুল জনসংখ্যা বিশিষ্ট আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল জনগণের একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।

❖ যদি সম্ভবও হয় তথাপিও এবিষয়ে জনগণের সময়ের অভাব, ইচ্ছা এবং পারদর্শিতার অভাবে কোনো বৃহৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব।

এটা গণতন্ত্রকে পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে একটি ক্ষুদ্র ধারণা দেয়। এই ধরনের ব্যাখ্যা আমাদেরকে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পৃথক করে জানতে সাহায্য করে। কিন্তু এর থেকে আমরা গণতন্ত্র এবং উন্নত গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি না। এতে সরকারের বাইরে গণতন্ত্রের কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের কিছু বলেনি। এ কারণে আমাদের বৃহত্তর অর্থে গণতন্ত্রের রূপ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

আমরা কখনো কখনো বেসরকারি সংগঠনের ক্ষেত্রেও গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। নীচের মন্তব্যগুলি পড়ো।

❖ "আমাদের পরিবারটি অত্যন্ত গণতান্ত্রিক। পরিবারে সকলে একসাথে বসে সর্বসম্মতিক্রমে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এক্ষেত্রে আমার পিতার মতামতের মতোই আমার মতামতও গুরুত্বলাভ করে।"

❖ "আমি এমন শিক্ষককে পছন্দ করি না যিনি শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদেরকে কথা বলতে বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুযোগ দেন না। গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষককেই আমি বেশি পছন্দ করি।"

❖ একজন নেতা বা তার পরিবারের সদস্যরাই এই দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা কীভাবে গণতন্ত্রের কথা বলতে পারে?

গণতন্ত্র শব্দের এধরনের ব্যবহার থেকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করি। গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সকলের সমর্থন, আলোচনা এবং এই সিদ্ধান্তটি যাদের স্বার্থের সাথে জড়িত তাদের মতামত গ্রহণ একান্ত জরুরি। এক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মতই দুর্বল ব্যক্তিদের বক্তব্যও সমান গুরুত্বলাভ করবে। এই পদ্ধতি সরকার, পরিবার এমনকি অন্যান্য সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এইভাবে গণতন্ত্র শব্দটি শুধু বর্তমান সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে ব্যবহার না করে আমরা কখনো কখনো একে বৃহত্তর অর্থে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রকৃত লক্ষ্য কী হওয়া উচিত সে বিষয়েও ব্যবহার করে থাকি।

❖ 'যখন কেউ খালি পেটে রাত কাটাবে না তখনই সত্যিকারের গণতন্ত্র এদেশে নেমে আসবে।'

❖ গণতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিক সমান ভূমিকা গ্রহণ করবে। এর জন্য শুধু সমান ভোটাধিকারই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন—মূল শিক্ষা, সমান তথ্যানুসন্ধান, সম্পদের সমবণ্টন এবং অনেক দৃঢ় অঙ্গীকার।

এই আদর্শগুলি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখব যে, পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই সেভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়। তবুও আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্রের এই উপলব্ধি আমাদের মনে করিয়ে দেয় কেন গণতন্ত্রকে আমরা অধিক মূল্য দেব। এটি বর্তমান গণতন্ত্রের কার্যকারিতা এবং তার দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করতে আমাদের সাহায্য করে। এছাড়াও এটি সাধারণ গণতন্ত্র এবং উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়েও আমাদের জানতে সাহায্য করে। এই পুস্তকে গণতন্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা হয়নি। এখানে শুধু সরকারের একটি রূপ হিসাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কতগুলি মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তী শ্রেণিকক্ষে গণতান্ত্রিক সমাজ এবং গণতন্ত্রের বিবর্তনের যাত্রাপথ সম্পর্কে আরো বেশি জানবে। এই পর্যায়ে আমরা শুধু মনে রাখব যে, গণতন্ত্র জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় এবং এটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেক পথ রয়েছে। যেমন— সকলের পরামর্শ গ্রহণ, সকল মতামতের সমান মর্যাদা প্রদর্শন ইত্যাদি। গণতন্ত্র মূল আদর্শ হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য। আজকের পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অতিপরিচিত রূপ হল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ শাসন। চতুর্থ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা আরো বেশি পড়ব। যদি জনসংখ্যা কম হয় তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য রকম গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করতে পারি। এক্ষেত্রে দেশের সকল জনগণ একসাথে বসে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। ঠিক এইভাবেই গ্রামসভাগুলির কাজ করা উচিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তুমি কি অন্য কোনো গণতান্ত্রিক পন্থা সম্পর্কে ভাবছ?

আমার গ্রামে কখনো গ্রামসভা হয় না। এটা কী গণতান্ত্রিক?

নিজে করো

তোমাদের এলাকায় বিধানসভা এবং লোকসভার বৈধ ভোটার সংখ্যা কত তা সংগ্রহ করো। তোমাদের অঞ্চলে সবচেয়ে বড়ো খেলার মাঠে কতজন লোকের জায়গা হবে। মাঠে বিধানসভা অথবা লোকসভার সকল ভোটারদের পক্ষে একত্রে বসে কোনো বিষয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনা করা কি সম্ভব?

এর অর্থ কোনো দেশেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ নয়। এই অধ্যায়ে আমরা গণতন্ত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছি তা মূলত গণতন্ত্রের ন্যূনতম শর্তাবলী। শুধু এই শর্তগুলি পূরণের মাধ্যমেই একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচিত গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করা। যা একবারে সকলের জন্য সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণের মূলনীতিকে রক্ষা করে তাকে আরো বেশি গ্রহণযোগ্য করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সাধনের উপর একটি দেশ কতটা গণতান্ত্রিক হবে কি হবে না তা নির্ভর করে। এটাই গণতন্ত্রের শক্তি কিংবা দুর্বলতা। দেশের ভাগ্য আপাত দৃষ্টিতে সরকারের কার্যাবলীর উপর নির্ভর করলেও আসলে এটি নির্ভর করে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের উপর।

এটাই অন্য সরকারের সাথে গণতন্ত্রকে পৃথক করেছে। রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র অথবা একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় রাজনীতিতে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ স্বীকৃত নয়। বেশির ভাগ অগণতান্ত্রিক সরকার রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ পছন্দ করে না। কিন্তু গণতন্ত্রের সাফল্য রাজনীতিতে সকল নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। এই কারণে গণতন্ত্রের এই আলোচনা গণতান্ত্রিক রাজনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করে।

অনুশীলন

১। নীচের চারটি দেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হল। এগুলি অনুকরণ করে তুমি এই চারটি দেশকে কীভাবে চিহ্নিত করবে, 'গণতান্ত্রিক', 'অগণতান্ত্রিক' অথবা 'নিশ্চিত নয়' এই শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে উল্লেখ কর।

(অ) দেশ : (ক) দেশের সরকারি ধর্মকে জনগণ গ্রহণ করে না। জনগণের ভোটাধিকার নেই।

(আ) দেশ : (খ) গত বিশ বছর ধরে একটি মাত্র দলই নির্বাচনে জয়লাভ করে আসছে।

(ই) দেশ : (গ) গত তিনটি নির্বাচনে শাসক দল পরাজিত হয়েছে।

(ঈ) দেশ : (ঘ) কোনো স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নেই।

২। নীচের চারটি দেশ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হল, এসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে তুমি এই চারটি দেশকে কিভাবে চিহ্নিত করবে। 'গণতান্ত্রিক', 'অগণতান্ত্রিক' অথবা 'নিশ্চিত নয়' এই শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে উল্লেখ করো।

(অ) দেশ : (ক) সামরিক প্রধানের অনুমতি ছাড়া আইনসভাও সেনাবাহিনী সম্পর্কে কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না।

(অ) দেশ : (খ) বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করে আইনসভা কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না।

(ই) দেশ : (গ) প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়া কোনো রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ অন্য কোনো রাষ্ট্রের সাথে কোনো সন্ধি বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারে না।

(ঈ) দেশ : (ঘ) দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধিকারিক কর্তৃক গৃহীত হয়, যা মন্ত্রীরাও পরিবর্তন করতে পারে না।

৩। নীচের কোন্‌টি গণতন্ত্রের সপক্ষে উৎকৃষ্ট যুক্তি নয়? কেন?

(অ) গণতন্ত্রে জনগণ স্বাধীনতা ও সমমর্যাদা লাভ করে।

(আ) গণতন্ত্র অন্য শাসন ব্যবস্থার তুলনায় উন্নত পদ্ধতিতে সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে পারে।

(ই) গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের প্রতি অধিক দায়বদ্ধ।

(ঈ) অন্যদের তুলনায় গণতন্ত্র অনেক বেশি উন্নত।

৪। নীচের প্রতিটি উদ্ধৃতি গণতান্ত্রিক কিংবা অগণতান্ত্রিক উপাদান সম্বলিত। প্রতিটি উদ্ধৃতির জন্য দুটি করে আলাদা উপাদান লেখো।

(অ) মন্ত্রী মহাশয় বললেন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (WTO) নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে আইনসভায় আমরা কয়েকটি আইন প্রণয়ন করব।

(আ) নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগে নির্বাচন কমিশন সেখানে পুন:নির্বাচনের আদেশ দিলেন।

(ই) আইনসভায় মাত্র ১০ শতাংশ মহিলা প্রতিনিধি রয়েছে। নারী সংগঠনগুলির দাবি মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ করা।

৫। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তুলনামূলক ভাবে কম। এই বক্তব্যের সপক্ষে কোন্‌টি সঠিক যুক্তি নয়।

(অ) বিরোধী দলগুলি জনগণের ক্ষুধা ও উপবাসের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

(আ) দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমগুলি স্বাধীন মতপ্রকাশ করতে পারে।

(ই) পরবর্তী নির্বাচনে সরকারের পরাজিত হওয়ার ভয় থেকে।

(ঈ) জনগণ স্বাধীনভাবে নিজস্ব ধর্ম ও বিশ্বাস অনুসরণ করতে পারে।

৬। একটি জেলার ৪০টি গ্রামে সরকার পানীয় জল সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা করেনি। গ্রামবাসীগণ সম্মিলিতভাবে তাদের সমস্যা সমাধানে কীভাবে সরকারকে বাধ্য করা যায় এনিয়ে অনেকগুলি উপায় স্থির করে। নীচের কোন্‌টি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়।

(অ) 'জল জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' এ দাবি নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা।

(আ) সকল রাজনৈতিক দলকে এবিষয়ে সতর্ক করার জন্য পরবর্তী নির্বাচনকে বয়কট করা।

(ই) সরকারি নীতির বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং সংগঠিত করা।

(ঈ) পানীয় জল পাওয়ার জন্য সরকারি আধিকারিকদের অর্থ প্রদান করা।

৭। গণতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তিগুলি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দাও।

(অ) দেশের সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত সংগঠন হল সামরিক বিভাগ। অতএব সেনাবাহিনীর হাতেই রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা অর্পন করা উচিত।

(আ) সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসন হল সংখ্যা গরিষ্ঠ অজ্ঞ লোকের শাসন। সংখ্যায় কম হলেও বিজ্ঞ লোকের শাসন আমাদের প্রয়োজন।

(ই) আমরা যদি মনে করি আধ্যাত্মিক বিষয়ে ধর্মীয় নেতারাই আমাদের পরিচালনা করুক। তবে কেন রাজনৈতিক বিষয়েও তাদের আহ্বান করব না। ধর্মীয় নেতাদের হাতেই দেশ শাসনের ভার থাকা উচিত।

৮। গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে নীচের মন্তব্যগুলি কতটা মূল্যবান ? কেন ?

(অ) কন্যার প্রতি পিতা ঃ বিবাহ সম্পর্কে তোমার মতামত আমি শুনতে চাই না, আমাদের পরিবারের পিতা মাতার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছেলে মেয়েদের বিবাহ হয়।

(আ) ছাত্রদের প্রতি শিক্ষক ঃ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমার মনোসংযোগ নষ্ট করবে না।

(ই) আধিকারিকদের প্রতি কর্মচারীগণ ঃ আইন অনুযায়ী আমাদের কাজের সময় অবশ্যই হ্রাস করা উচিত।

৯। নীচে উল্লেখিত একটি দেশের ঘটনাসমূহ পড়ে এগুলিকে গণতান্ত্রিক বলা যায় কিনা এবিষয়ে তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

অনুশীলনী

অনুশীলন

(অ) দেশের সকল নাগরিকের ভোটাধিকার আছে। সে দেশে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

(আ) রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে অর্থ ধার করে । এই লেনদেনের অন্যতম একটি শর্ত হল সরকার দেশের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাখাতে ব্যয় কমাবে।

(ই) দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক বাস করে, এদের মধ্যে সাতটি ভাষা অন্যতম প্রধান অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মাত্র ভাষা স্বীকৃত। এই ভাষায় দেশের ৫২ শতাংশ জনগণ কথা বলে। বাকী ৪৮ শতাংশের মাতৃভাষা উপেক্ষিত।

(ঈ) সরকারি নীতির প্রতিবাদ করে বিভিন্ন সংগঠন শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল এবং দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়। সরকার এই রাজনৈতিক দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করে।

(উ) দেশের রেডিও ও টেলিভিশন সংস্থা সমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সকল সংস্থায় সরকার সম্পর্কিত কোনো সংবাদ পরিবেশনের জন্য অবশ্যই সরকারের অনুমোদন নিতে হয়।

১০। ২০০৪ সালে আমেরিকার এক সংবাদ প্রতিবেদনে সেদেশের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রতিআলোকপাত করে, আয়ের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য গণতান্ত্রিক কার্যাবলির ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে। সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ধীরে ধীরে যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে শুরু করে। প্রতিবেদনে বলা হয়—

- সে দেশের যখন একটি শ্বেতাঙ্গ পরিবার গড়ে ১৬২ ডলার আয় করে তখন কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের আয় ১০০ ডলার। দেখাগেছে কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের তুলনায় শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলির সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১২গুণ বেশি।
- বার্ষিক ৭৫০০০ হাজার ডলার আয় করে এমন ১০টির মধ্যে ৯টি পরিবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানে অংশ গ্রহণ করে, সর্বোচ্চ আয়ের ক্ষেত্রে এরা মোট জনগণের ২০শতাংশ । অন্যদিকে বছরে ১৫০০০ হাজার ডলারের কম আয় করে, এমন দশটি পরিবারের মধ্যে মাত্র ৫টি পরিবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদান করে সর্বনিম্ন আয়ের ক্ষেত্রে এরা মোট জনগণের ২০ শতাংশ।
- রাজনৈতিক দলগুলি প্রায় ৯৫ শতাংশ অনুদান ধনীদের কাছ থেকে পায়। বিনিময়ে তারা নিজেদের মত প্রকাশের সুযোগ পায়, প্রভাব খাটাতে পারে। অথচ এই ক্ষমতা দেশের অধিকাংশ জনগণ পায়না।
- রাজনীতিতে দরিদ্র জনগণের অংশ গ্রহণ কম, একারণে তাদের অভাব অভিযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরি এবং বাসস্থানের ক্ষেত্রে সরকার খুব বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করেনা। রাজনীতিবিদ্‌রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধনী এবং ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

উপরের আলোচনা অনুসরণ করে 'গণতন্ত্র এবং দারিদ্র' এবিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করো। এক্ষেত্রে ভারতের উদাহরণ অধিক কাম্য।

বেশির ভাগ সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় কলমে থাকে সংবাদপত্রের নিজস্ব মতামত । এছাড়াও সংবাদপত্রে অন্যান্য লেখকের প্রতিবেদন এবং বিশেষজ্ঞের মতামত বিভিন্ন জনমতেও পরিবেশিত হয়। এ ধরনের যে কোনো একটি পত্রিকা বেছে নিয়ে গত ১মাসের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং গণতন্ত্র সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিবেদন ও জনমতগুলি সংগ্রহ কর। নিম্নোক্ত উপায়ে শ্রেণি বিভাগ করো।

- গণতন্ত্রের আইনগত এবং সাংবিধানিক বিষয়সমূহ।
- নাগরিকের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।
- দলীয় রাজনীতি এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।
- গণতন্ত্রের সমালোচনা সম্পর্কিত আলোচনাসমূহ।

তৃতীয় অধ্যায়

সাংবিধানিক কাঠামো
CONSTITUTIONAL DESIGN

ভূমিকা (Introduction)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকগণের হাতে ইচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতা থাকে না। জনগণ এবং সরকারকে কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয়। এই সকল নিয়মকানুনগুলিই হল সংবিধান। দেশের সর্বোচ্চ আইনের উৎস হিসাবে সংবিধানই জনগণের অধিকার, সরকারের ক্ষমতা এবং সরকার কীভাবে কাজ করবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

এই অধ্যায়ে গণতন্ত্রে সংবিধানের কাঠামো সম্পর্কে কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে। সংবিধান কেন প্রয়োজন? কীভাবে সংবিধান রচিত হয়? কারা, কীভাবে সংবিধান রচনা করে? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন্ আদর্শগুলি সংবিধান রচনায় সাহায্য করে? একবার গৃহীত হওয়ার পর সেই সংবিধানকে কি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদা অনুযায়ী সংশোধন করা যায়?

সাম্প্রতিককালে এরূপ একটি সংবিধান রচনার উদাহরণ হল গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকা। এই অধ্যায়টি শুধু করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার জন্য জনগণ কি ভূমিকা পালন করেছে তা উল্লেখের মাধ্যমে। এরপরে ভারতবর্ষে কীভাবে সংবিধান রচিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে মূল আদর্শগুলি কী কী ? কীভাবে জনগণের স্বার্থে একটি উপযুক্ত সংবিধান রচনা করা যায় এবং সরকারকে কীভাবে জনমুখী করা যায় সে বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছে।

নেলসন মেন্ডেলা

৩.১ দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিক সংবিধান
(Democratic Constitution In South Africa)

"আমি শ্বেতাঙ্গ শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি এবং কৃষ্ণাঙ্গ শাসকের বিরুদ্ধেও আমি লড়াই করেছি। আমি এমন এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতাম যেখানে সমাজ হবে সংস্কারমুক্ত এবং সেখানে সকল জনগণ মিলে মিশে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ও সমান মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারবে। এটা এমন একটি আদর্শ যাকে বাস্তবায়িত করার আশায় আমি বেঁচে আছি। প্রয়োজনে এই আদর্শের জন্য আমি মৃত্যুবরণও করতে প্রস্তুত।"

রাজদ্রোহের অভিযোগে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হওয়ার সময় নেলসন ম্যান্ডেলা এই উক্তিটি করেন। ১৯৬৪ সালে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অপরাধে আরো সাতজন বর্ণবাদবিদ্বেষী নেতাসহ নেলসন ম্যান্ডেলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রবেন দ্বীপে দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কারাগারে তিনি দীর্ঘ ২৮ বছর বন্দি ছিলেন।

1

সাইনবোর্ডটি বর্ণবাদ যুগের (১৯৫৩) প্রতীক

South Africa History Online

2

ইংল্যান্ডের ডারবান সমুদ্র তীরে একটি সাইনবোর্ডের ছবি। সেখানে বসবাসকারী জুলু এবং আফ্রিকানদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপণটি দেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা আছে ডারবান নগরের ৩৭নং ধারা অনুসারে এই স্নানের ঘাটটি শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের জন্যই সংরক্ষিত।

বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
(Struggle against apartheid)

দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রথাকে বর্ণবৈষম্য বা জাতিগত বৈষম্য বলে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ শাসকরাই এই প্রথা চালু করে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে ইউরোপের বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা অস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বলপ্রয়োগ করে এই সকল উপনিবেশগুলি দখল করে। এইভাবে ভারতবর্ষকেও তারা দখল করেছিল। একটা বিরাটসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ জনগণ ভারতবর্ষ ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং কালক্রমে সেখানকার শাসকে পরিণত হয়। এই বর্ণ বৈষম্যবাদ গায়ের চামড়ার রঙের ভিত্তিতে স্থানীয় জনগণকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থানীয় জনগণের গায়ের রং কালো। মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ জনগণই কালো চামড়ার অধিকারী, এ কারণেই তাদের কৃষ্ণাঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ এই দুই গোষ্ঠীর পাশাপাশি একটি মিশ্র জনগোষ্ঠীও সেখানে ছিল যারা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। তাদেরকে 'কালার্ড' বলা হত। শ্বেতাঙ্গ জনগণ সকল অশ্বেতাঙ্গদের ঘৃণার চোখে দেখত। সে সময় অশ্বেতাঙ্গদের ভোটাধিকার ছিল না।

এই বর্ণবিদ্বেষ প্রথা কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে ছিল ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক। শ্বেতাঙ্গ এলাকায় কৃষ্ণাঙ্গদের বসবাস নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত অঞ্চলে

2

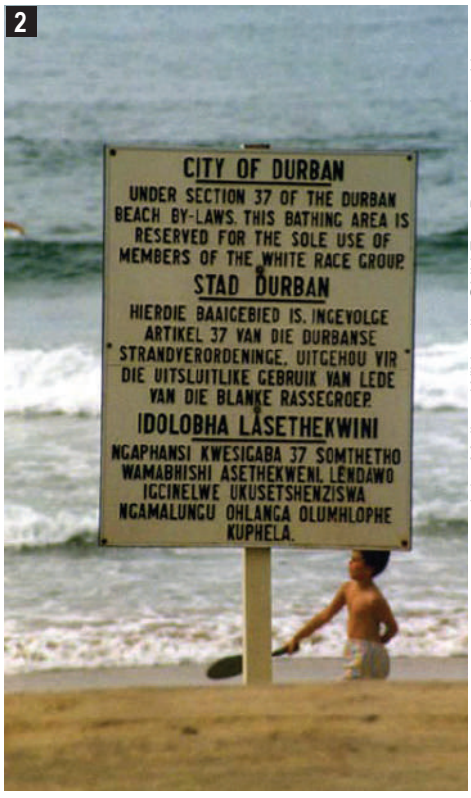

John Mullen, *Wikipedia*, GNU Free Documentation License

অনুমতি ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গারা কাজ করতে পারত না। সেসময় রেলগাড়ি, বাস, ট্যাক্সি -হোটেল, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, লাইব্রেরি, সিনেমা হল, নাট্যশালা, সমুদ্রতীর, শৌচালয় প্রভৃতি সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই সাদা ও কালোদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় পৃথক্করণের ব্যবস্থা। এমনকি যে সকল গির্জায় শ্বেতাঙ্গারা প্রার্থনা করতে যেতেন সেখানে কৃষ্ণাঙ্গাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণাঙ্গারা কোনো সংগঠন করতে পারত না। অথবা ভয়ঙ্কর কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারত না।

১৯৫০ সাল থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গা জনগণসহ ভারতীয় এবং মিশ্র জাতিগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে এই বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালায়। তারা মিছিল, মিটিং করে ধর্না দেয় এবং বহু ধর্মঘট সংগঠিত করে। বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বে ছিল আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস (ANC) । অনেক শ্রমিক সংগঠন এবং কমিউনিস্ট দলও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি অনেক সহানুভূতিশীল শ্বেতাঙ্গা জনগণও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা করে এই সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র এধরণের বর্ণবাদ বিদ্বেষী প্রথাকে বাতিল করে। কিন্তু আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গা সরকার আন্দোলনকারীদের কারাগারে বন্দি করে, শারীরিকভাবে নির্যাতন করে, এবং এমনকি হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গাদের হত্যা করে এই কুপ্রথাকে চালু রাখার চেষ্টা করে।

নিজে করো

❖ নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন এবং সংগ্রাম সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি করো।

❖ যদি সম্ভব হয় তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলার আত্মজীবনীর (The long walk of Freedom) কিছুটা অংশ শ্রেণিকক্ষে পাঠ করো।

নতুন সংবিধানের পথে
(Towards a new Constitution)

বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে সরকার উপলব্ধি করে যে, এভাবে বলপ্রয়োগ ও নিপীড়ন করে খুব বেশিদিন কৃষ্ণাঙ্গাদের আর শাসন করা যাবে না। শ্বেতাঙ্গা সরকার নিজেদের নীতি ও পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটায়। বৈষম্যমূলক আইনগুলি প্রত্যাহার করে। রাজনৈতিক দলগুলির উপর আরোপিত প্রতিবন্ধকতাগুলি প্রত্যাহার করে এবং সংবাদমাধ্যমের উপর থেকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ তুলে নেয়। দীর্ঘ ২৮ বছর বন্দিদশা থেকে নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করা হয়। পরিশেষে ১৯৯৪ সালের ২৬ এপ্রিল মধ্যরাতে স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকার পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পৃথিবীতে আরো একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বহুজাতিভিত্তিক সরকার গঠনের মাধ্যমে বর্ণবৈষম্যবাদী শ্বেতাঙ্গা শাসনের অবসান ঘটে।

কীভাবে এটা সম্ভব হল? চলো নবতম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি নেলসন ম্যান্ডেলার ভাষণটি পড়ি।

"বর্ণবাদ বিদ্বেষ থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ঐতিহাসিক শত্রুদের সাথে আলাপ আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই বিশাল কর্মকাণ্ড সম্ভব হয়েছে কারণ আমাদের মধ্যে অন্যের ভালো করার এক স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। আমার বিশ্বাস দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ কখনোই সকলের মঙ্গাল কামনা থেকে দূরে সরে যাবেনা, সমগ্র মানব জাতির উপর অগাধ বিশ্বাসই হল আমাদের গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় নতুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই কৃষ্ণাঙ্গা নেতৃবর্গ তাদের দলীয় সদস্যদের কাছে শ্বেতাঙ্গাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ না হবার আবেদন জানায়। তারা বলেন, চলুন আমরা এমন একটি নতুন দক্ষিণ আফ্রিকা তৈরি করি যার ভিত্তি হবে সকল জাতির সাম্য, নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায় বিচার এবং মানবাধিকার। বর্ণ বিদ্বেষবাদে বিশ্বাসী শ্বেতাঙ্গা দল এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক কৃষ্ণাঙ্গা দল একত্রে বসে একটি নতুন সংবিধান রচনার জন্য খসড়া পরিকল্পনা করে।

সুদীর্ঘ দুই বছর ধরে বহু বিতর্ক ও আলাপ আলোচনার পর এমন একটি উন্নত সংবিধান রচিত হল যা পৃথিবীতে আগে আর কোথাও ছিলনা। সংবিধান নাগরিকদের ব্যাপক অধিকার দান করে, তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কাউকে বাইরে রাখা হবে না, শত্রু হিসাবেও চিহ্নিত করা যাবে না। তারা

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গা শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গা জনগণ যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় তবে কী ঘটবে?

Wikipedia, GNU Free Documentation License

একমত হয় এই মর্মে যে, দেশের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সকল শ্রেণির নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের প্রস্তাবনায় (৫০ পৃষ্ঠায় দেখো) এই বক্তব্যের মূল নির্যাস নিহিত রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান পৃথিবীর সকল শ্রেণির গণতন্ত্র প্রিয় জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। যে দেশ একসময় সর্বাপেক্ষা অগণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল সে দেশ বর্তমানে গণতন্ত্রের আদর্শ হিসাবে স্বীকৃত। এটা সম্ভব হয়েছে সেখানকার জনগণের দৃঢ় বিশ্বাস, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, একত্রে কাজ করার অঙ্গীকার এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়ে রামধনুর সাতরঙের এক উজ্জ্বল দেশ গঠনের স্বপ্নের মধ্যে। সংবিধান প্রসঙ্গে ম্যান্ডেলা বলেন —

" দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান অতীত এবং ভবিষ্যৎ এর কথা বলে। একদিকে এটি হল এমন এক পবিত্র চুক্তি যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে, তারা আর কখনোই এদেশে অতীতের বর্ণবৈষম্যবাদ, হিংসা ও নির্যাতনকে ফিরিয়ে আনবে না। কিন্তু এর মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে। এই সংবিধান এমন এক দলিল যার দ্বারা শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ, নারী এবং পুরুষ সকলেই সম্পূর্ণভাবে এদেশকে নিজের দেশ বলে মনে করতে পারবে।"

এই ছবির মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণ নিজেদেরকে রামধনুর জাতি হিসাবে (Rainbow nation) অভিহিত করে। তুমি কি অনুমান করতে পারো কেন?

নিজের অগ্রগতি যাচাই কর

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের এই গল্প তোমাকে কি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ঘটনাগুলিকে মনে করিয়ে দেয়?

নিম্নলিখিত পয়েন্ট-এর ভিত্তিতে এ দুটি দেশের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলির একটি তালিকা তৈরি কর।

- উপনিবেশবাদের প্রকৃতি।
- বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক।
- নেতৃত্ব : গান্ধি/ম্যান্ডেলা
- স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনাকারী দল : আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস/ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।
- সংগ্রামের পদ্ধতি।

৩.২ সংবিধান আমাদের প্রয়োজন কেন? (Why do we need a Constitution?)

দক্ষিণ আফ্রিকার এই উদাহরণ থেকে আমরা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে, সংবিধান কেন প্রয়োজন এবং সংবিধান কী কাজ করে? এক্ষেত্রে নির্যাতনকারী এবং নির্যাতিত উভয়ই একসাথে বসে পরিকল্পনা গ্রহণে সমান ভূমিকা পালন করেছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে একে অপরকে বিশ্বাস করা খুব সহজ ছিল না। উভয় উভয়কে ভয় পেত। তারা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে চেয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ নিশ্চিত ছিল যে, গণতান্ত্রিক সরকার কখনো অন্যায় ও দুর্নীতির সাথে আপোস করবেনা। তারা প্রচুর পরিমাণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার পেতে চেয়েছে। আর শ্বেতাঙ্গ নাগরিকরা চেয়েছে

তাদের সম্পত্তি এবং প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাগুলি বজায় রাখার জন্য।

সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর উভয় দল একটি সমঝোতার মধ্যে আসে। শ্বেতাঙ্গারা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন এবং একব্যক্তি এক ভোটের অধিকার মেনে নেয়। তারা দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণির কতকগুলি বিশেষ অধিকারও মেনে নিতে সম্মত হয়। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের মতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নয়। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসক কর্তৃক সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ জনগণের বিষয় সম্পত্তি ফিরিয়ে না নেওয়ার বিষয়ে একমত হয়। এই সমঝোতার বিষয়টি কীভাবে বাস্তবায়িত হয়? যদি একে অপরের উপর আস্থা রাখে তথাপিও তারা যে ভবিষ্যতে বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা তার কি নিশ্চয়তা আছে?

এটা সম্ভব হবে এমন এক বিশ্বাসযোগ্য পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে যেখানে সকলের জন্য কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন থাকবে এবং সকলে তা মেনে চলবে। এতে ভবিষ্যতে কীভাবে শাসকবর্গ নির্বাচন করা হবে তার নিয়ম কানুন থাকবে। এই আইনে আরো থাকবে নির্বাচিত সরকার কী কী করতে পারবে এবং কী কী করতে পারবে না। সর্বশেষে এই আইনে থাকবে নাগরিকের অধিকারসমূহ। সরকার পক্ষ নিজের ইচ্ছামতো সহজে এই নিয়মকানুনগুলি পরিবর্তন করতে না পারলেই এগুলি বিশেষ কার্যকর হয়। এই ব্যবস্থাই দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে। তারা কতকগুলি মৌলিক নিয়ম কানুন মেনে নিতে সম্মত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ নিয়ম কানুনগুলি হবে চূড়ান্ত এবং কোনো সরকারই এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারবেনা। এই নির্দিষ্ট মৌল নিয়মকানুনগুলিই হল সংবিধান।

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান রচনার এই প্রচেষ্টা অসাধারণ কিছু নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বাস করে। হয়তো সে সকল রাষ্ট্রে জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মতো এতটা খারাপ নয়। কিন্তু সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন মত ও স্বার্থ বিরাজমান। গণতান্ত্রিক হউক বা না হউক বেশিরভাগ রাষ্ট্রের এ ধরণের অনেকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি অনুসরণের প্রয়োজন। এটা শুধু সরকারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এমন নয়। যে-কোনো সংগঠনের একটি নির্দিষ্ট সংবিধান থাকা আবশ্যক। এলাকার ক্লাব, সমবায় সংস্থা, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি সকলেরই এধরণের সংবিধান প্রয়োজন।

নিজে করো

তোমার এলাকার কোনো ক্লাব, সমবায় সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন কিংবা রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ করে তাদের সংবিধানের একটি কপি সংগ্রহ করে পড়। এগুলি কি গণতন্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত? তারা কি বৈষম্য না করে যে-কোনো ব্যক্তিকে তাদের সদস্যপদ দান করে?

এইভাবে কোনো একটি রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত আকারে রচিত হয় এবং তা সে দেশে বসবাসকারী সকল জনগণ কর্তৃক গৃহীত হয়। সংবিধান হল দেশের চূড়ান্ত আইনের উৎস যা জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে। সংবিধান যে সকল কাজ করে —

❖ প্রথমত : এটা দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ভিত্তি নিশ্চিত করে।

❖ দ্বিতীয়ত : কীভাবে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কার কোন্ ক্ষমতা থাকবে সে বিষয়েও এটি নির্দেশ করে।

❖ তৃতীয়ত : এটি সরকারের উপর কতগুলি বিধি নিষেধ আরোপ করে এবং নাগরিকের অধিকারসমূহ উল্লেখ করে।

❖ চতুর্থত : একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়।

সংবিধান আছে এমন সকল দেশই গণতান্ত্রিক হবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান থাকা আবশ্যক। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর আমেরিকায় সংবিধান রচিত হয়। বিপ্লবের পর ফ্রান্সের জনগণ গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুমোদন করে। সেই থেকে সকল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় লিখিত সংবিধানের আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে।

এটা ন্যায্য নয়। সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ সংবিধানে ইতোমধ্যে গৃহীত হওয়ার পর গণপরিষদে আর কোনো বিষয় কি উত্থাপন করা যায়?

বল্লভ ভাই জাভেরভাই প্যাটেল। (১৮৭৫—১৯৫০) জন্ম: গুজরাট। কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে আইনজীবী, বরদলীর কৃষক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা। ভারতের রাজন্যশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী হন।

আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) জন্মস্থান : সৌদি আরব। শিক্ষাবিদ্, গ্রন্থাগার, ধর্মতত্ত্বে এবং আরবি ভাষায় পণ্ডিত, জাতীয় কংগ্রেসের নেতা এবং স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মুসলিম লিগের দেশভাগ নীতির তীব্র বিরোধী। প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী।

টি টি কৃষ্ণমাচারী (১৮৯৯-১৯৭৪) জন্মস্থান : তামিলনাড়ু। সংবিধানের খসড়া কমিটির সদস্য। কংগ্রেস দলের নেতা এবং স্বদেশী উদ্যোগপতি। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী।

৩.৩ - ভারতীয় সংবিধানের গঠন
(Making of the Indian Constitution)

দক্ষিণ আফ্রিকার মতো ভারতবর্ষেও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সংবিধান রচিত হয়। ভারতবর্ষের মতো এত বৃহৎ এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্বলিত একটি রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। সেই সময়ে ভারতের জনগণ উপনিবেশিক প্রজা থেকে নাগরিক মর্যাদায় উন্নীত হতে থাকে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাজনের মাধ্যমে স্বাধীন ভারতবর্ষের সৃষ্টি হয় । এই ঘটনা ভারত এবং পাকিস্তানের জনগণের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক ছিল।

দেশভাগের ফলে দুই দেশের সীমান্ত এলাকায় দাঙ্গায় কমপক্ষে দশ লক্ষ নিরীহ লোকের মৃত্যু হয়। সেখানে আরো একটি সমস্যা ছিল । ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় রাজন্যশাসিত স্বাধীন রাজ্যগুলিকে নিজেদের পছন্দ মতো ভারত বা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার অথবা স্বাধীন রাজ্য হিসাবে থাকতে পারার অধিকার দিয়ে যান। এই স্বাধীন রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত জটিল ও অনিশ্চিত। সংবিধান লেখার সময় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বর্তমানের মতো অতটা নিরাপদ ছিলনা। সংবিধান রচয়িতাগণ সে সময় দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে যথেষ্ট দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন।

নিজে করো

তোমার ঠাকুরদাদা বা এলাকার কোনো প্রবীণ ব্যক্তির সাথে কথা বলে তাদের কাছ থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন, দেশভাগ এবং সংবিধান রচনার কথা জানতে চাও। সে সময় তারা কতটা আতঙ্কিত ছিলেন কিংবা রাষ্ট্রের কাছে কতটা আশাবাদী ছিলেন? এবিষয়গুলি তুমি শ্রেণিকক্ষে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো।

সংবিধান রচনার ইতিহাস
(The Path to Constitution)

এতসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ভারতের সংবিধান রচনাকারীদের ক্ষেত্রে একটা বড়ো সুবিধা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো এখানে গণতান্ত্রিক ভারতের চেহারা কীরূপ হবে এ বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানোর কোনো প্রয়োজন ছিলনা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ই ভারতের সকল জনগোষ্ঠী এ বিষয়ে তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন শুধুমাত্র বিদেশী শাসকদের বিতাড়নের আন্দোলনই ছিলনা। এই আন্দোলন ছিল সমাজ পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে নবযৌবনে প্রতিষ্ঠিত করা। স্বাধীনতার পর দেশের পক্ষে কোন পথ অনুসরণ করা উচিত এবিষয়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট মতপার্থক্য ছিল। এই মতপার্থক্য এখনো বর্তমান। তথাপিও এমন কতগুলি মৌলিক ধারণা এসেছে যা প্রায় সকলের দ্বারা গ্রহণযোগ্য।

১৯২৮ সালে মতিলাল নেহেরু এবং আরো আটজন কংগ্রেস নেতৃত্ব মিলে ভারতের জন্য সংবিধানের একটি খসড়া পরিকল্পনা করেন। ১৯৩১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের করাচি সম্মেলনে স্বাধীন ভারতের সংবিধান কীরূপ হবে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। এই উভয় খসড়া দলিলে বলা হয় স্বাধীন ভারতের সংবিধানে থাকবে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার এবং সংখ্যালঘু স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার। এইভাবে ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে গণপরিষদ গঠনের অনেক আগে থেকেই সকল শ্রেণির নেতৃবৃন্দ কতগুলি মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন।

উপনিবেশিক শাসনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন সমূহের অভিজ্ঞতাও সংবিধানের খসড়া পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করে। ব্রিটিশ শাসনে স্বল্পসংখ্যক জনগণকে ভোটের অধিকার প্রদান করা হয়। ফলে ব্রিটিশ আইনসভা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ১৯৩৭সালে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রাদেশিক আইনসভা ও মন্ত্রী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এগুলি সম্পূর্ণ রূপে গণতান্ত্রিক সরকারের মতো ছিল। এর মাধ্যমে ভারতীয়রা আইনসভায় কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন

করে এবং কীভাবে দেশের জন্য কার্যকরী নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় সে ধারণা লাভ করে। এ কারণে ভারতের সংবিধানে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক এবং উপনিবেশিক আইনের নানা পদ্ধতি গ্রহণ করে।

সংবিধানের খসড়া রচনার ক্ষেত্রে বছরের পর বছর সুচিন্তিত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের নেতৃবর্গ অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধান থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিজেদের মতো করে গ্রহণ করেছে। আমাদের নেতৃবর্গের অনেকেই ফরাসি বিপ্লব, ব্রিটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আমেরিকার আইনের অধিকার (Bill of Right) ইত্যাদি আদর্শে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বহু ভারতীয়দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। যদিও ভারতের নেতৃবৃন্দ অন্যদের হুবহু নকল করেননি। প্রতিটি ক্ষেত্রে সেইসব আদর্শগুলি আমাদের দেশের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত বিষয়গুলি ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

গণপরিষদ

(The Constituent Assembly)

ভারতের সংবিধান সে সময় কারা রচনা করেন? ভারতের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের সম্পর্কে তুমি এখানে কিছু জানতে পারবে।

নিজে করো

তোমার রাজ্য কিংবা অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে গণপরিষদের সদস্য ছিলেন অথচ এখানে আলোচিত হয়নি সেরকম নেতৃবর্গ সম্পর্কে আরো জানতে চেষ্টা কর। এই নেতৃবর্গের ছবি সংগ্রহ করো বা নিজে অঙ্কন করো। এখানে যেমন লেখা হয়েছে তেমনি তার জীবনী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। যেমন- নাম, জন্ম ও মৃত্যু,সাল, জন্মস্থান। তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ এবং সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা।

নিয়ম কানুনের এই খসড়া দলিলকে সংবিধান বলে। সংবিধান রচনা করে একটি নির্বাচিত পরিষদ। এই নির্বাচিত পরিষদকে গণপরিষদ বলে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই গণপরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। এর ঠিক পরেই এদেশ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশে বিভক্ত হয়। গণপরিষদও ভারতীয় ও পাকিস্তানের গণপরিষদ হিসাবে পৃথক হয়ে যায়। ভারতের সংবিধান রচনাকালে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৯৯। গণপরিষদ ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে সংবিধান গ্রহণ করে কিন্তু এটি কার্যকরী হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০সালে। একারণে ২৬ জানুয়ারি দিনটি আমরা প্রজাতান্ত্রিক দিবস হিসাবে পালন করি।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে গণপরিষদ কর্তৃক রচিত এই সংবিধান কেন আমাদের গ্রহণ করা উচিত? আমরা ইতিমধ্যে এবিষয়ে একটি কারণ লক্ষ করেছি। এই সংবিধানে শুধুমাত্র গণপরিষদের সদস্যদেরই মতামত প্রতিফলিত হয়নি। এতে সেই সময়ের সকলের মতামত স্থান পেয়েছে । পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যে দেশের সংবিধানের আদর্শগুলি পরবর্তীকালে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এবং রাজনৈতিক দলের গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ফলে নতুন করে রচনা করতে হয়েছে। আবার কিছু কিছু রাষ্ট্রের সংবিধান শুধু একটি কাগজের টুকরো হিসাবে অবস্থান করে, কেউ একে অনুসরণ করে না। কিন্তু আমাদের সংবিধানের অভিজ্ঞতা একটু ভিন্ন ধরণের। গত পঞ্চাশ বছর ধরে বিভিন্ন সংগঠন, সংবিধানের কিছু কিছু ধারার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা জাতিগোষ্ঠী সংবিধানের বৈধতা সম্পর্কে কখনোই কোনো প্রশ্ন তুলেননি। কোনো সংবিধানের ক্ষেত্রে এটা অসাধারণ সাফল্য।

দ্বিতীয় কারণ হল, জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে গণপরিষদ এই সংবিধান রচনা করেছে বলে এটি আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সে সময়ে সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ছিলনা। ফলে গণপরিষদের সদস্যদের সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়নি। তৎকালীন আইনসভার সদস্য কর্তৃক এরা নির্বাচিত হন।

এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত থেকে

রাজেন্দ্র প্রসাদ
(১৮৮৪—১৯৬৩)
জন্মস্থান : বিহার
গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন, পেশায় আইনজীবী, চম্পারণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তিনবারের সভাপতি। পরবর্তীকালে তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

জয়নাল সিং
(১৯০৩—১৯৭০)
জন্মস্থান : ঝাড়খন্ড
বিশিষ্ট খেলোয়াড় ও শিক্ষাবিদ। ভারতের প্রথম জাতীয় হকি দলের অধিনায়ক। অধিনায়ক। আদিবাসী মহাসভা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরবর্তীকালে ঝাড়খন্ড দলের প্রতিষ্ঠা করেন।

এইচ সি মুখার্জি
(১৮৮৭—১৯৫৬)
জন্মস্থান : বাংলা
গণপরিষদের সহসভাপতি। বিশিষ্ট গ্রন্থাগার এবং শিক্ষাবিদ। কংগ্রেস দলের নেতা, সর্বভারতীয় খ্রিস্টান কাউন্সিলের এবং বঙ্গ আইনসভার সদস্য। পরে পশ্চিমবাংলা রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত হন।

জি দুর্গাবাঈ দেশমুখ
(১৯০৯—১৯৮১)
জন্মস্থান : অন্ধ্রপ্রদেশ। পেশায় আইনজীবী এবং নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী। অন্ধ্র মহিলা সভার প্রতিষ্ঠাতা। কংগ্রেস দলের নেত্রী। পরবর্তীকালে তিনি কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী হন।

ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে প্রতিনিধি নির্বাচনের একটি যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতি। সে সময় আইনসভা মূলত স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় কংগ্রেস দলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু এই কংগ্রেস দল নিজেই ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও মতামতের সমন্বয়ে গড়ে ওটা একটি রাজনৈতিক সংগঠন। আইনসভার অনেক সদস্য কংগ্রেস দলের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের সাথে একমত ছিল না। সামাজিক দৃষ্টিতেও বিভিন্ন ভাষা, গোষ্ঠী, জাতপাত, শ্রেণি, ধর্ম ও পেশার ভিত্তিতে আইনসভার প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন। সুতরাং বলা যায়, সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদ নির্বাচিত হলেও খুব বেশি পার্থক্য হত না।

সর্বশেষে গণপরিষদের কার্যপদ্ধতি ভারতের সংবিধানকে পরিপূর্ণতা দান করেছে। সদস্যগণ খোলামেলা আলোচনা, পরামর্শ এবং সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সংবিধান রচনার কাজ করেন। প্রথমে কতগুলি মৌলিক নীতি স্থির করে সদস্যগণ এবিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছান। পরে ডঃ বি. আর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে খসড়া কমিটি সংবিধানের একটি খসড়া রচনা করেন এবং তা আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন। এই খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও উপধারা সম্পর্কে বহু আলাপ আলোচনা হয়। আলোচনাকালে খসড়া সংবিধানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দুই হাজারেরও বেশি সংশোধন হয়। সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে সদস্যরা ১১৪দিন আলাপ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। খসড়া কমিটির কাছে প্রস্তাবিত প্রতিটি দলিল, আলাপ আলোচনা বক্তব্য সংশোধন প্রভৃতি গণপরিষদ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করে। এগুলি গণপরিষদের আলোচিত বিতর্ক বিষয় হিসাবে পরিচিত। এই আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়গুলি ১২টি বৃহৎ খণ্ডে ছাপা হয়। এই আলাপ আলোচনা ও বিতর্ক সংবিধানে বিভিন্ন ধারা ও উপধারাগুলিকে অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে। সংবিধানের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষ সহায়ক।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

পাশে উল্লেখিত ভারতীয় সংবিধান রচয়িতাগণ সম্পর্কে পড়ো। এখানে পরিবেশিত তথ্যাবলিগুলি তোমার মনে রাখার প্রয়োজন নেই। শুধু নীচের মন্তব্যগুলির সপক্ষে উদাহরণ উল্লেখ করো।

১। আইনসভায় এমন অনেক প্রতিনিধি ছিল যারা কংগ্রেস দলের সাথে যুক্ত নয়।
২। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যরা আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন।
৩। আইনসভার সদস্যরা ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

বলদেব সিং
(১৯০১—১৯৬১)
জন্মস্থান : হরিয়ানা
সফল স্বরোজগারি এবং পাঞ্জাব বিধানসভার পঁন্থিক অকালী দলের প্রতিনিধি। গণপরিষদে জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত সদস্য। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

৩.৪ ভারতীয় সংবিধানের পথ প্রদর্শক নীতি ও আদর্শসমূহ (Guiding values of the Indian Consitution)

এই পুস্তকে বিভিন্ন বিষয়ে সংবিধানের মূল আদর্শ সম্পর্কে আমরা পড়ব। এই পর্যায়ে আমরা ভারতের সংবিধানের প্রকৃত আদর্শ ও দর্শন কি তা জানার চেষ্টা করি। যা আমরা দুইভাবে করতে পারি। যেমন— সংবিধান সম্পর্কে আমাদের নেতৃবর্গের মন্তব্যগুলি পাঠ করে অথবা নিজের দর্শন সম্পর্কে সংবিধান কী বলেছে তা জানার মাধ্যমে। সংবিধানের প্রস্তাবনা এই কাজটি করে থাকে। চলো আমরা একে একে সেদিকে নজর দিই।

স্বপ্ন এবং অঙ্গীকার (The Dream and the Promise)

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো দেখেছ উল্লেখিত সংবিধান রচয়িতাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধির ছবিটি নেই। তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন না। তবুও গণপরিষদের বহু সদস্য তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতেন। বহু বছর আগে ১৯৩১ সালে 'যুব ভারত' (Young India) নামক সাময়িক পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে আমাদের সংবিধান কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন।

আমি এমন এক সংবিধানের জন্য সংগ্রাম করি যা ভারতবর্ষকে সমস্ত রকম ক্রীতদাসত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার হাত থেকে মুক্ত করবে। ... আমি সেই ভারতের জন্য সংগ্রাম করব যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিও অনুভব করবে এটি তার নিজের দেশ এবং দেশ গঠনের ক্ষেত্রে তাদেরও মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। এমন ভারতবর্ষ আমি চাই যেখানে জনগণের মধ্যে উঁচু নীচু ভেদাভেদ থাকবে না। সকল শ্রেণির জনগণের কাছে প্রকৃত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ থাকবে। সেখানে থাকবে না অস্পৃশ্যতা এবং থাকবে না কোনো মাদকদ্রব্য ব্যবহারের অভিশাপ। মহিলারাও সেখানে পুরুষদের মতো সমান অধিকার ভোগ করবে। আর বেশি কিছু নয়, এতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব।

ভারতবর্ষের বৈষম্য দূরীকরণের এই স্বপ্ন সম্পর্কে ড. আম্বেদকর যিনি সংবিধান রচনায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে ছিলেন, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ে তাঁর পৃথক অভিমত ছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে তীব্র সমালোচনা করেন। গণপরিষদের শেষ ভাষণে পরিষ্কার ভাবে তিনি তার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করেন।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনে আমরা একটি অসংগতিপূর্ণ জীবনের পথে প্রবেশ করেছি। রাজনীতিতে আমাদের সকলের সাম্য আছে কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এখানে বৈষম্য বিদ্যমান। রাজনীতিতে আমরা একব্যক্তি একভোট এবং একভোট এক মূল্যের নীতির দেশ হিসাবে পরিচিত হব। এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দেশ হিসাবে পরিচিত হব। এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠনগত পরিস্থিতির কারণে এক্ষেত্রে একব্যক্তি, একভোট ও একভোট এক মূল্যের নীতি উপেক্ষিত হবে। এধরণের অসংগতিপূর্ণ পরিবেশে আমাদের আর কতকাল থাকতে হবে? আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সাম্যকে উপেক্ষা করে এভাবে আর কতদিন চলবে? যদি আমরা সুদীর্ঘকাল সমমর্যাদার নীতিকে উপেক্ষা করি তাহলে অবশ্যই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত হবে।

সবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাতে গণপরিষদে দেওয়া জওহরলাল নেহেরুর বিখ্যাত বক্তব্য তুলে ধরা হল।

কানাইয়ালাল মানিকলাল মুনশি (১৮৮৭-১৯৭১)।
জন্মস্থান : গুজরাট।
পেশা : আইনজীবী, ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ। গান্ধিবাদী কংগ্রেস নেতা, স্বতন্ত্র দলের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হন।

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর
১৮৯১-১৯৫৬
জন্মস্থান : মধ্যপ্রদেশ।
ভারতের সংবিধান রচনায় গণপরিষদের খসড়া কমিটির সভাপতি। সমাজ সংস্কারক, চিন্তাবিদ্ এবং জাতপাত ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতা। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠাতা।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
১৯০১-১৯৫৩
জন্মস্থান : পশ্চিমবঙ্গ
কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী। শিক্ষাবিদ ও আইনজীবী। হিন্দু মহাসভার সক্রিয় কর্মী। ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

জওহরলাল নেহেরু
১৮৮৯-১৯৬৪
জন্মস্থান : উত্তরপ্রদেশ
অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী। আইনজীবি ও কংগ্রেসদলের নেতা, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আদর্শের সমর্থক। পরে তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হন।

সরোজিনী নাইডু
১৮৭৯-১৯৪৯
জন্মস্থান : অন্ধ্রপ্রদেশ
কবি, লেখক এবং রাজনৈতিক কর্মী, কংগ্রেস দলের মহিলা নেত্রীবর্গের অন্যতম । পরে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল পদে অধিষ্ঠিত হন।

সোমনাথ লাহিড়ি
১৯০১-১৯৮৪
জন্মস্থান : পশ্চিমবাংলা
লেখক এবং সম্পাদক, ভারতের কমিউনিস্ট দলের নেতা, পরে পশ্চিমবাংলা বিধানসভার সদস্য হন।

বহু পূর্বেই আমরা আমাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছি। এখন সেই অঙ্গীকার শুধু সম্পূর্ণরূপে ও পরিপূর্ণ আকারে নয় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বাস্তবায়নের সময় এসেছে। এই গভীর মধ্যরাত্রে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে আছে ভারতবর্ষের জীবন ও স্বাধীনতা তখন জেগে উঠেছে। এই সেই মুহূর্ত যা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম দেখা যায়। যখন আমরা পুরোনো থেকে নতুনের পথে এগিয়ে চলেছি। একটা যুগের অবসান হয়েছে। বহুকাল নিপীড়িত একটি জাতি সরবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। এই স্মরণীয় মুহূর্তে আমরা বৃহত্তর মানবজাতির স্বার্থে ভারতবর্ষও ভারতবাসীর সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করছি।

স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে। এই দায়িত্ব ভারতীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্বাধীন ও সার্বভৌম আইনসভার উপর ন্যস্ত। স্বাধীনতার পূর্বে আমরা সকল প্রকার প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করেছি এবং আমাদের হৃদয় দুঃখের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত কিছু কিছু কষ্ট এখনো বর্তমান। বেদনাদায়ক অতীতের অবসান ঘটেছে, আমাদের লক্ষ্য এখন ভবিষ্যতের দিকে।

আমাদের ভবিষ্যৎ খুব সহজ সাধ্য নয়। অথবা এখন বিশ্রামের সময়ও নয়, অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য আমাদের বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ভারতবর্ষের সেবা করার অর্থ ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ যারা কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে তাদের সেবা করা। এর অর্থ দারিদ্র, অজ্ঞতা, ব্যাধি এবং অবশ্যই সুযোগ সন্ধানী বৈষম্যের অবসান ঘটানো। প্রতিটি মানুষের চোখের জল মোছাই বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্বপ্ন। হয়তো এই সাফল্য এখনো অনেক দূর। কিন্তু যতদিন মানুষের চোখে জল থাকবে, মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা থাকবে ততদিন আমাদের এই চেষ্টার অবসান হবে না।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

উপরের উদ্ধৃতিগুলি যত্নসহকারে পড়ো

- তুমি কি এমন একটি ধারণাকে চিহ্নিত করতে পার যা উপরের তিনটি উদ্ধৃতিতেই বর্তমান?
- এই সাধারণ ধারণা প্রকাশের পদ্ধতিতে কী কী পার্থক্য রয়েছে?

সংবিধানের দর্শন
(Philosophy of the Constitution)

যে সকল মূল্যবোধগুলি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে সেগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। এই মূল্যবোধগুলি ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রতিফলিত হয়। এগুলি সংবিধানের সকল ধারা ও উপধারাগুলি রচনার ক্ষেত্রে পরিচালকের ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের সংবিধান শুরু হয় জাতির মূল্যবোধগুলির উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে। একেই সংবিধানের প্রস্তাবনা বলে। আমেরিকার সংবিধান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বর্তমান পৃথিবীর বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই সংবিধানের শুরুতে প্রস্তাবনা রাখার বিষয়টি অধিক পছন্দ করে।

We the People
of the United States,

in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

We, the people of South Africa,
Recognise the injustices of our past;
Honour those who suffered for justice and freedom in our land;
Respect those who have worked to build and develop our country; and
Believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity.
We therefore, through our freely elected representatives, adopt this Constitution as the supreme law of the Republic so as to —
Heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights;
Lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law;
Improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person; and
Build a united and democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations.
May God protect our people.
Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika. God bless South Africa.
Mudzimu thatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

চলো এখন আমরা খুব মনোযোগ সহকারে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা পড়ি এবং এতে উল্লেখিত প্রত্যেকটি প্রধান শব্দের প্রকৃত অর্থ ভালোভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা যেন গণতন্ত্রের উপর লিখিত একটি কবিতা। এতে এমন এক দর্শন নিহিত রয়েছে যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র সংবিধানটি রচিত। এখানে দেশের আইন এবং সরকারি কাজকর্মের ভালোমন্দ বিচারের জন্য উন্নত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটাই ভারতের সংবিধানের মূল আত্মা।

"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং তার সকল নাগরিক যাতে ন্যায়বিচার, চিন্তার, মতপ্রকাশের, বিশ্বাসের ধর্মের এবং উপাসনার সমতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং সুযোগ সুবিধার এবং সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য সংহতি সুনিশ্চিত করণের মাধ্যমে আমাদের এই গণপরিষদ আজ ১৯৪৯সালের ২৬ নভেম্বর এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

আমরা ভারতের জনগণ
WE, THE PEOPLE OF INDIA

ভারতের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক ভারতের সংবিধান রচিত ও বিধিবদ্ধ করা হয় এবং এটি কোনো রাজা বা বহিঃশক্তির দ্বারা জনগণের কাছে হস্তান্তরিত হয়নি।

সার্বভৌম
SOVEREIGN

জনগণই অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত অধিকারী। কোনো বহিঃশক্তি ভারতের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক
SOCIALIST

সমাজের যাবতীয় সম্পদ সমানভাবে ভোগ করার অধিকার সকলের থাকবে। সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য জমি ও কারখানার মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করবে।

ধর্মনিরপেক্ষ
SECULAR

যে কোনো ধর্ম অনুসরণ ও পালন করার স্বাধীনতা সকল নাগরিকের থাকবে। কিন্তু কোনো সরকারী ধর্ম থাকবে না। সকল ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের প্রতি সরকার সমান মর্যাদা প্রদর্শন করবে।

গণতান্ত্রিক
DEMOCRATIC

এটি এমন এক সরকারের ধরণ বা রূপ যেখানে জনগণ সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে, নিজেদের শাসক নির্বাচন করে এবং সরকারকে দায়বদ্ধ রাখতে বাধ্য করে। কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়মনীতির মাধ্যমে সরকারকে কাজ করতে হয়।

প্রজাতান্ত্রিক
REPUBLIC

ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন নির্বাচিত ব্যক্তি এবং অবশ্যই বংশানুক্রমিক ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন।

ন্যায়বিচার
JUSTICE

জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনো রকম বৈষম্য করা যাবে না। সরকারের উচিত সকল শ্রেণির নাগরিকদের কল্যাণসাধন করা, বিশেষকরে পিছিয়ে-পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য।

স্বাধীনতা
LIBERTY

জনগণের চিন্তা, মতপ্রকাশ এবং রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলির উপর কোনো অন্যায্য বিধিনিষেধ থাকবেনা।

সমতা/সাম্য
EQUALITY

আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। বহুকাল ধরে চলে আসা সামাজিক বৈষম্যগুলিকে নির্মূল করা হবে। সরকারের উচিত সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

সৌভ্রাতৃত্ববোধ
FRATERNITY

আমরা এমনভাবে আচরণ করব যেন মনে হবে আমরা সকলে একই পরিবারের সদস্য। কারো উচিত নয় অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা।

আমেরিকা, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের প্রস্তাবনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করো।

- এই তিনটি প্রস্তাবনায় বর্তমান আছে এমন বিষয়গুলির একটি তালিকা তৈরি করো।
- এই তিনটি প্রস্তাবনার মধ্যে অন্তত একটি প্রধান পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করো।
- এই তিনটি প্রস্তাবনার মধ্যে কোনটি দেশের অতীত ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করেছে?
- এরমধ্যে কোন্ প্রস্তাবটি ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেনি?

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা (Institutional design)

সংবিধান শুধুমাত্র আদর্শ, মূল্যবোধ ও দর্শনের আধার নয়। এটি প্রধানত এই আদর্শ ও দর্শনকে বাস্তবায়িত করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপত্র। ভারতীয় সংবিধানের একটা বৃহৎ অংশ এই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত। এটি একটি দীর্ঘ ও বিস্তৃত দলিল। ফলে সংবিধান যুগোপযোগী করার জন্য নিয়মিত সংশোধনের প্রয়োজন। সংবিধান রচনাকারীরা মনে করতেন যে, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন। তারা একে পবিত্র, স্থির এবং অপরিবর্তনীয় আইনের আধার হিসাবে দেখতে চায়নি। সুতরাং এতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুযোগ রাখা হয়। এই পরিবর্তনকেই সংবিধান সংশোধন বলে।

এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ন্যায়সংগতভাবেই সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। একবার পড়েই সংবিধানের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। যদিও সংবিধানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উপলব্ধি করা খুব কঠিন নয়। অন্যান্য সংবিধানের মতো ভারতীয় সংবিধানে দেশের শাসক নির্বাচনের নির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কে কতটা ক্ষমতার অধিকারী তার উল্লেখ রয়েছে এবং এতে সরকারের উপর কতগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করে, যার ফলে সরকার ইচ্ছামতো নাগরিক অধিকার হরণ করতে পারেনা। এই পুস্তকের বাকি তিনটি অধ্যায়ে ভারতীয় সংবিধানের কার্যপদ্ধতির তিনটি প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা প্রতিটি অধ্যায়ে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক শর্তাবলির সঙ্গে পরিচিত হব এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এগুলি কীভাবে কাজ করে তা বোঝার চেষ্টা করব। কিন্তু এই বইতে ভারতীয় সংবিধানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা থাকবেনা। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আরো কতগুলি প্রেক্ষাপট তোমরা পরবর্তী শ্রেণিকক্ষে জানতে পারবে।

বর্ণ বৈষম্য (Apartheid) : ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অনুসৃত এই নীতির দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার এবং বর্ণবৈষম্যবাদের অভিশাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ সরকার কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে অমর্যাদাকর বৈষম্যমূলক আচরণ করত।

চুক্তি বা আইনের ধারা (Clause) : কোনো দলিলের সুনির্দিষ্ট অংশ।

গণপরিষদ (Constituent Assembly) : জনগণের প্রতিনিধিদের একটা সংস্থা বা পরিষদ যা দেশের জন্য সংবিধান রচনা করে।

সংবিধান (Constitution) : দেশের সর্বোচ্চ আইন। এতে এমন কতগুলি মৌলিক আইন থাকে যার দ্বারা দেশের সমাজ ও রাজনীতি পরিচালিত হয়।

সংবিধান সংশোধন (Constitutional Amendment) : সর্বোচ্চ আইনসভা কর্তৃক সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন।

খসড়া (Draft) : আইনগত দলিলের সংসদীয় রূপ।

দর্শন (Philosophy) : চিন্তা ও কাজের মৌলিক নীতিসমূহ।

প্রস্তাবনা (Preamble) : সংবিধানের প্রারম্ভিক ভূমিকা। যার মধ্যে সংবিধানের যৌক্তিকতা এবং পথপ্রদর্শক মূল্যবোধগুলি উল্লেখ থাকে।

রাজদ্রোহ (Treason) : অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সরকার পরিবর্তনের জন্য বিদ্রোহ।

মিলনস্থান (Tryst) : সভা বা সভা করার স্থান যে বিষয়ে সকলে একমত।

অনুশীলনী

১। এখানে কতগুলি ভুল উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভুল উদ্ধৃতিগুলি চিহ্নিত করো এবং এ অধ্যায়ে তুমি যা পাঠ করেছ তার ভিত্তিতে সংশোধন করো।

(অ) স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক হবে কি হবে না এবিষয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃবর্গ খোলাখুলি মানসিকতা পোষণ করতেন।

(আ) সংবিধানের সকল ধারা উপধারার বিষয়ে গণপরিষদের সকল সদস্যগণ একই ধারণা পোষণ করতেন।

(ই) সংবিধান আছে এমন দেশ অবশ্যই গণতান্ত্রিক হবে।

(ঈ) সংবিধান সংশোধন করা যাবে না, কারণ এটি দেশের চূড়ান্ত আইন।

২। দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়গুলি সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষপূর্ণ ছিল?

(অ) দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক।

(আ) নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক।

(ই) সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ এবং সংখ্যালঘু কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের মধ্যে সম্পর্ক।

(ঈ) মিশ্র (Coloured) সংখ্যালঘু এবং কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে সম্পর্ক।

৩। এই শর্তগুলির কোন্‌টি গণতান্ত্রিক সংবিধানে থাকে না?

(অ) রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতাসমূহ।

(আ) রাষ্ট্রপ্রধানের নাম।

(ই) আইনসভার ক্ষমতা।

(ঈ) রাষ্ট্রের নাম।

৪। সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নেতৃবর্গের সাথে তাদের পদ ও ভূমিকার মিল দেখাও।

(অ)	মতিলাল নেহেরু	(ক)	গণপরিষদের সভাপতি
(আ)	বি আর আম্বেদকর	(খ)	গণপরিষদের সদস্য
(ই)	রাজেন্দ্র প্রসাদ	(গ)	খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান
(ঈ)	সরোজিনী নাইডু	(ঘ)	১৯২৮ সালে ভারতের সংবিধান রচনাকারী।

৫। নেহেরুর 'Tryst with Destiny' বঙ্গানুবাদটি পুনরায় পাঠ করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

(অ) কেন নেহেরু প্রথম বাক্যে শুধু সম্পূর্ণরূপে নয় পরিপূর্ণ আকারে কথাগুলি ব্যবহার করেছেন?

(আ) সংবিধান রচয়িতাগণের কাছে তিনি কি অঙ্গীকার প্রত্যাশা করেছেন?

(ই) 'সমকালীন বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্বপ্ন ছিল প্রতিটি ব্যক্তির চোখের জল মুছে ফেলা।" এখানে কাদেরকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হয়?

৬। এখানে সংবিধানের কতগুলি মূল্যবান পথ নির্দেশ করে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে পুনরায় লেখ।

(অ)	সার্বভৌম	(ক)	সরকার কোনো একটি ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না।
(আ)	প্রজাতন্ত্র	(খ)	সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী
(ই)	সৌভ্রাতৃত্ব	(গ)	রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাচিত ব্যক্তি।
(ঈ)	ধর্মনিরপেক্ষ	(ঘ)	জনগণের উচিত পরিবারের ভাই বোনের মতো মিলেমিশে বসবাস করা।

৭। নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে তোমার এক বন্ধু একটি চিঠি পাঠায়। সেখানকার বহু রাজনৈতিক দলই রাজার শাসনের বিরোধীতা করে আসছে। তাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, রাজাদের দেওয়া এই সংবিধানটি সংশোধন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে আরো বেশি ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে। অন্যরা আবার একটি প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনার জন্য নতুন আইনসভার দাবি করতে থাকে। এবিষয়ে তোমার মতামত জানিয়ে বন্ধুর কাছে উত্তর পাঠাও।

৮। যে বিষয়গুলি ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করেছে সে বিষয়ে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন মতামত উল্লেখ করা হল, এদের প্রত্যেকটি বিষয়ে তুমি কতটা গুরুত্ব আরোপ কর?

(অ) ভারতের গণতন্ত্র ছিল ব্রিটিশ শাসকের দেওয়া উপহার। প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভায় কীভাবে কাজ করতে হয় এ বিষয়ে আমরা প্রশিক্ষণ নিয়েছি ব্রিটিশ শাসনভুক্ত আইনসভা থেকে।

(আ) উপনিবেশিক শোষণ এবং ভারতীয়দের বিভিন্ন স্বাধীনতা অস্বীকার করার কারণে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়রা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছুঁড়ে দেয়। স্বাধীন ভারতবর্ষ খুব বেশি কিছু না হতে পারলেও গণতান্ত্রিক হয়েছে।

(ই) আমরা সৌভাগ্যবান এ কারণে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আমাদের নেতৃবর্গের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অন্যান্য নতুন কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার ঘটনা এই নেতৃবর্গের ভূমিকা গুরুত্ব প্রমাণ করে।

৯। ১৯১২ সালে প্রকাশিত বিবাহিত মহিলাদের জন্য আচরণ নির্দেশক পুস্তক থেকে সংগৃহীত রচনাংশটি মনোযোগ সহকারে পাঠ কর। "ঈশ্বর নারী জাতিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল, অপূর্ণ এবং পরনির্ভরশীল হিসাবে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যার ফলে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে এরা অক্ষম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের যেমন পিতা, স্বামী এবং পুত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার ভাগ্য ঈশ্বরই স্থির করে দিয়েছেন। একারণে নারীজাতির উচিত হতাশ না হয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করা যাতে পুরুষদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে পারে।" এখানে নারীদের সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করা হয়েছে তুমি কি মনে কর ভারতের সংবিধানে এই আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে? এটা কি সাংবিধানিক মূল্যবোধের বিরোধী?

১০। সংবিধান সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি পাঠ করো। এই বক্তব্যগুলি কেন ঠিক বা বেঠিক এবিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করো।

(অ) সংবিধানের বিধিসম্মত আইনগুলি সমাজে প্রচলিত অন্যান্য আইনের মতো সমান মর্যাদাসম্পন্ন।

(আ) সরকারের বিভিন্ন সংস্থাসমূহ কীভাবে গঠিত হবে এবিষয়ে সংবিধানে উল্লেখিত আছে।

(ই) নাগরিকের অধিকার এবং সরকারি ক্ষমতার সীমারেখা সংবিধানে নির্দিষ্ট করা আছে।

(ঈ) প্রতিষ্ঠানের জন্য সংবিধান, মূল্যবোধের জন্য নয়।

খবরের কাগজে সংবিধান সংশোধন বা সংবিধান সংশোধনের দাবি সম্পর্কিত কোনো প্রতিবেদন মনোযোগ সহকারে পাঠ করো। উদাহরণ হিসাবে আইনসভায় মহিলা সংরক্ষণের বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের দাবির প্র দৃষ্টিপাত কর। এবিষয়ে কি কোনো গণবিতর্ক হয়েছে? এই সংশোধনের পক্ষে কী কী কারণ উপস্থাপন ক হয়েছে? সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে? এ বিষয়ে ধরনের সংবিধান সংশোধন হয়েছে?

Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi

চতুর্থ অধ্যায়

নির্বাচনি রাজনীতি
Electoral Politics

ভূমিকা (Introduction)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের পক্ষে সরাসরি দেশশাসন করা সম্ভব নয় অত্যাবশ্যকও নয় বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের যে সাধারণ রূপটি অতিপরিচিত সেটি হল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা দেশশাসন। এই অধ্যায়ে কীভাবে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গণতন্ত্রে কেন নির্বাচন প্রয়োজন এবং এর উপযোগিতা কী এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব। আমরা বুঝতে চেষ্টা করব কীভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে জনগণের সেবা করে। এরপর আমরা জিজ্ঞাসা করব কোন্ কোন্ বিষয় নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক করে তোলে? একটি গণতান্ত্রিক এবং অগণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের পার্থক্যগুলি উল্লেখের মাধ্যমে এ বিষয়ে আমরা ধারণা লাভ করব।

অধ্যায়ের বাকি অংশে এই মানদণ্ডের নিরিখে ভারতবর্ষের নির্বাচনি ব্যবস্থার মূল্যায়ণ করব। নির্বাচন ক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারন থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত নির্বাচনের প্রতিটি স্তরের উপর দৃষ্টিপাত করব। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্বাচনে কী হয়েছে এবং কী হওয়া উচিত ছিল এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। আলোচনার শেষে আমরা মূল্যায়ণ করব যে, ভারতের নির্বাচন আদৌ কতটা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। অবাধ এবং দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও আমরা পর্যালোচনা করব।

বেশিরভাগ নেতাগণ কি তাদের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি পালন করেন ?

৪.১ কেন নির্বাচন প্রয়োজন (Why Elections ?)

হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচন

এখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। একদল দর্শনার্থী শহরের একটি চৌমাথায় গত পাঁচ ঘণ্টা ধরে তাদের নেতার অপেক্ষায় বসে আছে। সংগঠকরা অপেক্ষারত সমর্থকদের বার বার নিশ্চিত করে বলছেন, যে-কোনো মুহূর্তে তাদের নেতা এসে উপস্থিত হবেন। হঠাৎ, একটি ধাবমান গাড়ি তাদের সামনে এসে উপস্থিত হল, অপেক্ষারত জনগণ সকলেই উঠে দাঁড়ায়। তারা খুশি হলেন যে তাদের নেতা অবশেষে উপস্থিত হয়েছেন।

তিনি হলেন হরিয়ানা সংঘর্ষ সমিতির প্রধান নেতা দেবীলাল। তিনি গত বৃহস্পতিবার রাত্রে বার্নালের একটি জনসভায় বক্তৃতা করেন। ৭৬ বছর বয়সি নেতা সে সময় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। সকাল আটটায় তার দিন শুরু হত এবং রাত ১১টায় সমাপ্তি ঘটত। আজ সকাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনি নয়টি নির্বাচনি বক্তৃতা করেছেন। তিনি গত ২৩ মাস ধরে নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে এভাবে অসংখ্য নির্বাচনি বক্তৃতা করে আসছেন।

এটি ছিল ১৯৮৭ সালে হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনের উপর খবরের কাগজের একটি প্রতিবেদন। ১৯৮২ সাল থেকেই হরিয়ানার শাসন ক্ষমতায় রয়েছে কংগ্রেস দল পরিচালিত সরকার। চৌধুরী দেবীলাল বিরোধী দলনেতা থাকাকালিন সময়ে 'ন্যায়যুদ্ধ' নামে একটি আন্দোলন সংগঠিত করে এবং লোকদল নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে একটি জোট গঠন করেন। দেবীলাল বলেন যদি তার দল সরকার গঠন করে তবে হরিয়ানার কৃষক এবং ছোটো ব্যবসায়ীদের সমস্ত ঋণ মুকুব করবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, এটাই হবে তার সরকারের প্রথম পদক্ষেপ।

জনগণ সরকারের কাজকর্মে অখুশি ছিল। তাঁরা দেবীলালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ফলে নির্বাচনের সময় তাঁরা বিপুলভাবে লোকদল ও তাঁর জোটের পক্ষে ভোটদান করে। বিধানসভা নির্বাচনে ৯০টি আসনের মধ্যে লোকদল এবং সহযোগী জোট ৭৬টি আসন জয়লাভ করে। লোকদল একাই ৬০টি আসনে জয়ী হয়ে বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কংগ্রেস দল মাত্র ৫টি আসন পায়।

বিধানসভার ফলাফল ঘোষণার পর সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। নবনির্বাচিত বিধায়করা দেবীলালকে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন। রাজ্যপাল দেবীলালকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণার তিনদিন পর তিনি হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। মুখ্যমন্ত্রী হবার পরেই তাঁর সরকার একটি আদেশ বলে হরিয়ানার ক্ষুদ্র কৃষক, কৃষিশ্রমিক এবং ছোটো ব্যবসায়ীদের বকেয়া ঋণ মুকুব করেন। ১৯৯১ সালে সেখানে পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় তাঁর দল জনগণের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয় এবং কংগ্রেস দল নির্বাচনে জয়লাভ করে পুনরায় সরকার গঠন করে।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

জয়ন্ত এবং নরেশ গল্পটি পড়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তুমি কি বলতে পারো এর মধ্যে কোন্‌টি ঠিক অথবা ভুল (অথবা গল্পে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তার মাধ্যমে তাদেরকে ঠিক কিংবা ভুল নির্ধারণ করা যথেষ্ট নয়)

- ❖ নির্বাচন সরকার অনুসৃত নীতিগুলিকে পরিবর্তন করতে পারে।
- ❖ দেবীলালের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজ্যপাল তাকে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী পদগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- ❖ জনগণ সর্বদা শাসকদলের উপর অসন্তুষ্ট থাকে এবং পরবর্তী নির্বাচনে সরকারি দলের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করে।
- ❖ যে দল নির্বাচনে জয়লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে।
- ❖ এই নির্বাচন হরিয়ানায় অনেক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে।
- ❖ নির্বাচনে পরাজয়ের পর কংগ্রেস দলের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

নিজে করো

তুমি কি জান তোমাদের রাজ্যে কবে শেষ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? গত পাঁচ বছরে আর কোন কোন নির্বাচন তোমাদের অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐসব নির্বাচনের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ কর। (জাতীয়, প্রাদেশিক, পঞ্চায়েত ইত্যাদি) কবে এসকল নির্বাচনগুলি হয়েছিল এবং যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের পদবিগুলি উল্লেখ কর। (সাংসদ, বিধায়ক ইত্যাদি)

নির্বাচন কেন আমাদের প্রয়োজন ? (Why do we need elections?)

যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি যে, বর্তমান পৃথিবীর প্রায় একশটিরও বেশি রাষ্ট্রের জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি বেছে নেয়। আমরা আরো পড়েছি যে, গণতান্ত্রিক নয় এমন অনেক রাষ্ট্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু কেন আমাদের নির্বাচন প্রয়োজন ? নির্বাচনহীন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেহারা কল্পনা করার চেষ্টা করো। নির্বাচন ছাড়া জনগণের শাসন সেখানেই সম্ভব যেখানে দেশের সকল নাগরিক প্রতিদিন একসাথে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সকলের প্রয়োজনীয় সময়, সুযোগ সুবিধা এবং রাজনৈতিক জ্ঞান থাকাও সম্ভব নয়। একারণে বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণ প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে দেশ শাসনে অংশগ্রহণ করে।

নির্বাচন ছাড়া প্রতিনিধি মনোনয়নের কোনো গণতান্ত্রিক পথ আছে কি? এখন চলো আমরা এমন একটি স্থানের কথা ভাবি যেখানে বয়স এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিনিধি মনোনীত হয় অথবা এমন স্থানের কথা ভাবি যেখানকার প্রতিনিধি মনোনীত হন শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এক্ষেত্রে কে বেশি অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী তা নির্ধারণ করা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু আমাদের বলতেই হয় জনগণই এই অসুবিধাগুলি দূর করতে পারে। এইরকম স্থানে নির্বাচনের কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু আমরা কি এই অঞ্চলকে গণতান্ত্রিক বলতে পারি? জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের কতটা পছন্দ করে কিংবা করে না এ বিষয়টি কীভাবে বোঝা যাবে? নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ শাসন করছে এবিষয়ে আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব? জনগণ পছন্দ করে না এমন ব্যক্তি প্রতিনিধির মধ্যে থাকবে না এবিষয়টি কীভাবে স্থির হবে? এজন্য এমন একটি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যেখানে জনগণ নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের পরিবর্তন করতে পারবে। এই ব্যবস্থাকে নির্বাচন বলে। এ কারণে বর্তমানে প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পরেছে।

নির্বাচনে ভোটদাতাগণের ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ থাকে।

- ❖ তারা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করে যারা তাদের স্বার্থে আইন তৈরি করবে।
- ❖ তারা এমন ব্যক্তিদের পছন্দ করে যারা সরকার গঠন করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
- ❖ তারা এমন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি পছন্দ করে যাদের আদর্শ ও নীতিগুলি সরকার আইন প্রণয়নে অনুসরণ করবে।

আমরা দেখেছি গণতন্ত্রে নির্বাচন প্রয়োজন। তাহলে অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকগণ কেন নির্বাচনের আয়োজন করে?

কোন বিষয়গুলি নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক করে তোলে? (What makes an election democratic ?)

নির্বাচন বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন হয়ে থাকে। এমনকী বেশিরভাগ অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও বিভিন্ন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সাথে অন্যান্য নির্বাচনের পার্থক্য নির্দেশ করব? দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা দেখেছি। এক্ষেত্রে এমন অনেক দেশের উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় বটে কিন্তু সেগুলিকে কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলা যায় না। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আবশ্যকীয় যে শর্তগুলি উল্লিখিত হয়েছিল তা পুনরায় স্মরণ করো।

- ❖ প্রথমত : প্রত্যেকেরই ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত। এর অর্থ প্রতিটি ব্যক্তির একটি করে ভোট থাকবে এবং প্রতিটি ভোটের মূল্য হবে সমমর্যাদা সম্পন্ন।
- ❖ দ্বিতীয়ত : নির্বাচনে জনগণের পছন্দ করার সুযোগ থাকা উচিত। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনি

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণের স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং জনগণের কাছে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদানের স্বাধীনতা থাকা উচিত।

❖ তৃতীয়ত : এই পছন্দ করার বিষয়টি নির্দিষ্ট সময় অন্তর হওয়া উচিত। কয়েক বছর পর পর নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

❖ চতুর্থত : জনগণের পছন্দের প্রার্থীদেরই নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকা উচিত।

❖ পঞ্চমত : নির্বাচন হওয়া উচিত অবাধ, সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত। যেখানে জনগণ তাদের সত্যিকারের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচন করতে পারে।

এই শর্তগুলি খুব সাধারণ ও সহজ মনে হলেও পৃথিবীর এমন বহু রাষ্ট্র আছে যেখানে এগুলি অনুসরণ করা হয়না। আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলিতে এই শর্তগুলি কতটা পূরণ করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করে নির্বাচনগুলি গণতান্ত্রিক বলা যাবে কিনা এবিষয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা কি ভালো?
(Is it good to have political competition?)

নির্বাচন আসলে একটি রাজনৈতিক লড়াই। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই লড়াই হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল নির্বাচনি লড়াই এর একটি প্রচলিত রূপ। নির্দিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে নির্বাচন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

কিন্তু এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকা কি ভালো? এটা পরিষ্কার যে নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনেক ত্রুটি থাকে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দলীয় সংকীর্ণতা এবং জনগণের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। তুমি অবশ্যই তোমার এলাকায় দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে জনগণের উত্থাপিত অনেক অভিযোগ শুনে থাকবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল একে অপরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপন করে। এমনকি নির্বাচনে জয়লাভের জন্য দল এবং প্রার্থীগণ অনেক নোংরা কৌশল অবলম্বন করে। কেউ কেউ বলেন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্য এধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত চাপের ফলে দেশে দীর্ঘমেয়াদী সংবেদনশীল স্থায়ী আদর্শগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে না। নি:স্বার্থভাবে দেশ শাসন করতে চায় এমন কিছু ভালো মানুষ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। এই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় তারা নিজেদের জড়াতে চান না।

আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ এ সমস্যার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এ কারণে তারা ভারতের ভবিষ্যৎ নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবাধ ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ বেছে নিয়েছেন। তারা এটা করেছেন যাতে এই ব্যবস্থা দীর্ঘকাল কার্যকরী থাকতে পারে। একটা আদর্শপূর্ণ জগতে সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জানেন জনগণের জন্য কোনটি ভালো হবে এবং এই লক্ষ্যেই তারা নিঃস্বার্থ জনসেবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ হন। এ ধরনের আদর্শ পৃথিবীতে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবে এরূপ ঘটে না। সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক নেতাগণ অন্যান্য পেশাদারী কাজের মতো নিজেদের উন্নত রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার আশায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তারা ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষমতায় থাকতে চান বা ক্ষমতা লাভ করতে চান। তারা জনগণের সেবা করতে চাইলেও এর বাস্তবতা নির্ভর করে তাদের কর্তব্য পরায়ণতার উপর। অনেক সময় তারা জানে না কী করা প্রয়োজন অথবা অনেক ক্ষেত্রে তাদের ধারণার সাথে জনগণের বাস্তব চাহিদার কোনো মিল থাকে না।

এই বাস্তব পরিস্থিতিতে আমাদের কী করণীয়? এর একটি পথ হল, রাজনৈতিক নেতাদের জ্ঞানের প্রসার এবং উন্নত চরিত্র গঠন করার চেষ্টা । অন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী পথ হল, এমন ব্যবস্থা চালু করা যেখানে নেতৃবর্গ জনগণের সেবার জন্য পুরুস্কৃত এবং ব্যর্থতার জন্য তিরস্কৃত হবেন। কিন্তু কে এই পুরস্কারও শাস্তি প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে, এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হল জনগণ। এ কারণেই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ্রহণযোগ্য। নিয়মিত নির্বাচন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আয়োজন রাজনৈতিক দল ও নেতৃবর্গের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। তারা জানে না যে, জনগণের সমস্যাগুলি তুলে ধরলে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়ে এবং পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তারা যদি ভোটদাতাদের সন্তুষ্টি বিধান না করতে পারেন তবে তারা পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন না।

আঃ! নির্বাচন যেন আমাদের পরীক্ষার মতো, যেখানে রাজনীতিবিদ ও দল জানে তারা নির্বাচনে পাশ কিংবা ফেল করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরীক্ষক কারা?

সুতরাং কোনো রাজনৈতিক দল যদি সরকারি ক্ষমতা দখল করতে চায় তবে অবশ্যই তাকে জনগণের সেবা করতে হবে। এটা অনেকটা বাজারের ক্রেতা বিক্রেতাদের সম্পর্কের মতো। যদি কোনো দোকানদার অধিক মুনাফা করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই ক্রেতার সন্তুষ্টি বিধান করতে হবে। তিনি যদি এটা না করতে পারেন তবে ক্রেতারা অন্য দোকানে চলে যাবে। ঠিক এরকমভাবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমাজে বিভেদ ও কুৎসিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক দল ও নেতৃবর্গকে জনসেবায় উদ্‌বুদ্ধ করে।

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

Irfan Khan

মনোযোগ সহকারে চিত্র দুটি পড়ো। তোমার নিজের ভাষায় এদের মূল বক্তব্যটি লেখ। এই দুটি চিত্রের কোন্‌টি তোমার অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেবিষয়ে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা কর। নির্বাচন, ভোটদাতা এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কী ধরণের সম্পর্ক তৈরি করে এবিষয়ে একটি চিত্র অংকন কর।

৪.২ আমাদের নির্বাচনগুলির পদ্ধতি কী? (What is our system of elections?)

ভারতের নির্বাচনগুলিকে কি তুমি গণতান্ত্রিক বলবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ভারতের নির্বাচনগুলি কীভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ভারতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ বছর পর সব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকাল শেষ হলে লোকসভা অথবা বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। একই সময়ে একই দিনে বা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে সকল নির্বাচনী ক্ষেত্রে ভোটদান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। একে সাধারণ নির্বাচন বলে। কখনো কখনো নির্বাচিত সদস্যদেব হয়। এই ব্যবস্থাকে উপনির্বাচন বলে। এই অধ্যায়ে আমরা সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে জানব।

নির্বাচনি ক্ষেত্র (Electoral Constituencies):

হরিয়ানার জনগণ ৯০জন বিধায়ককে নির্বাচিত করার ঘটনা তোমরা পড়েছ। তারা এটা কীভাবে করল ভেবে তোমরা নিশ্চয় অবাক হয়েছ। হরিয়ানার প্রতিটি জনগণ কি এই ৯০জন বিধায়ক নির্বাচনে ভোট দিয়েছে? তুমি অবশ্যই জান যে, এটা সত্যি নয়। আমাদের দেশে এলাকা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। নির্বাচনের জন্য সমগ্র দেশকে বিভিন্ন এলাকায় ভাগ করা হয়। এই এলাকাগুলি নির্বাচনীক্ষেত্র নামে পরিচিত। ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী ভোটদাতাগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন।

লোকসভা নির্বাচনের জন্য সমগ্র ভারতকে ৫৪৩টি নির্বাচনি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনি ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ সাংসদ হিসাবে পরিচিত (MP)। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি ভোটের মূল্য হবে সমমর্যাদা সম্পন্ন। এই কারণে আমাদের সংবিধানে মোটামুটিভাবে সমসংখ্যক জনসংখ্যার নিরিখে নির্বাচনি ক্ষেত্র স্থির করার কথা বলা হয়েছে।

একইরকম ভাবে প্রতিটি রাজ্যে কতগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক বিধানসভার এলাকায় ভাগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিধায়ক (Member of Legislative Assembly) বলা হয়। প্রতিটি সংসদীয় নির্বাচনি ক্ষেত্রে অনেকগুলি বিধানসভার নির্বাচনী ক্ষেত্র রয়েছে। পঞ্চায়েত কিংবা পৌরসভার নির্বাচনেও একই নীতি অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি গ্রাম বা শহর কতগুলি 'ওয়ার্ডে' বিভক্ত থাকে। গ্রাম কিংবা শহরের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি 'ওয়ার্ড' থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কখনো কখনো এই নির্বাচনি ক্ষেত্রকে 'আসন' (Seats) হিসাবে উল্লেখ করা হয়। যেমন প্রতিটি বিধানসভার নির্বাচনি ক্ষেত্র থেকে একটি করে আসনে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। যখন আমরা বলি হরিয়ানার নির্বাচনের ৬০টি আসনে লোকদল জয়লাভ করেছে। তখন তার অর্থ দাঁড়ায় হরিয়ানার নির্বাচনে ৬০টি নির্বাচনি ক্ষেত্র থেকে লোকদল বিজয়ী হয়েছে এবং এ কারণে হরিয়ানার বিধানসভায় সে সময় লোকদলের ৬০জন বিধায়ক ছিল।

গুলবার্গ সংসদীয় এলাকা

কর্ণাটকের গুলবার্গ (কলাবুরগী) জেলা

❖ গুলবার্গ (Gulbarga) লোকসভা নির্বাচনি ক্ষেত্রের সীমানা এবং গুলবার্গ জেলার সীমানা একই রকম নয় কেন? তোমার অঞ্চলের লোকসভা নির্বাচনি ক্ষেত্রের একটি মানচিত্র অংকন কর।

❖ গুলবার্গ লোকসভা নির্বাচনি ক্ষেত্রে কতগুলি বিধানসভা নির্বাচনি ক্ষেত্র অবস্থিত? তোমাদের লোকসভার ক্ষেত্রে কি একই রকম চিত্র বর্তমান?

সংরক্ষিত নির্বাচনি ক্ষেত্র (Reserved Constituencies)

আমাদের সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে প্রতিনিধি নির্বাচন করার এবং নিজে প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার দান করেছে। আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ এধরণের খোলাখুলি নির্বাচনি প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জনগণ যে, লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। তাদের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বিদের মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ, শিক্ষা এবং জনসংযোগ নেই। ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নির্বাচনে জয়লাভের ক্ষেত্রে অধিক সুযোগ লাভ করে। এরকম ঘটতে থাকলে লোকসভা কিংবা বিধানসভাগুলি বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী নিজেদের বক্তব্য উত্থাপন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। এই ব্যবস্থায় সমাজের সকল শ্রেণি থেকে প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ না থাকার কারণে আমাদের গণতন্ত্র একটি অপূর্ণ গণতন্ত্রে পরিণত হবে।

এ কারণে সংবিধান প্রণেতাগণ সমাজের দুর্বল শ্রেণির প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্রের কথা ভেবেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচনি ক্ষেত্র তপশিলি জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং কিছু কিছু উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। তপশিলি জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নির্বাচনি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই গোষ্ঠীর সদস্যরাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। অনুরূপভাবে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উপজাতিরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। বর্তমানে লোকসভায় তপশিলি জাতিভুক্তদের জন্য ৮৪টি আসন (seats) এবং তপশিলি উপজাতিদের জন্য ৪৭টি আসন (seats) সংরক্ষিত আছে। (১সেপ্টেম্বর ২০১২) এই সংখ্যা সেই জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত। তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত এই আসন (seats) সংখ্যা অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত বৈধ আসনের (seats) সংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারে না।

সংরক্ষণের এই নীতি পরবর্তীকালে স্থানীয় ও জেলাস্তরের জনগোষ্ঠীর জন্য বর্ধিত করা হয়। অনেক রাজ্যে গ্রামীণ (পঞ্চায়েত) এবং শহরের স্থানীয় (পৌরসভা এবং পৌরপরিষদ) স্বায়ত্তশাসনে বর্তমানে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর (OBC) জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যদিও সংরক্ষণের এই অনুপাত একেক রাজ্যে একেক রকম। অনুরূপভাবে গ্রামীণ এবং শহরের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় মহিলা প্রার্থীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়।

ভোটার তালিকা (Voters' list) :

নির্বাচনী ক্ষেত্র স্থির হওয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ হল কারা ভোট দেবে এবং কারা ভোট দিতে পারবে না তা স্থির করা। এই সিদ্ধান্ত নির্বাচনের শেষ দিন পর্যন্ত ফেলে রাখা যাবে না। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটদানের অধিকারি নাগরিকদের একটি তালিকা ভোটের অনেক আগেই প্রস্তুত করতে হয় এবং প্রত্যেকের কাছে তা পৌঁছে দিতে হয়। সরকারি ভাবে এটি নির্বাচক তালিকা (Electoral Roll) বা সাধারণভাবে 'ভোটার লিস্ট' নামে পরিচিত।

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কারণ এটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রথম শর্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি নাগরিক নিজের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ লাভ করবে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি সম্পর্কে জেনেছি। বাস্তব ক্ষেত্রে এর অর্থ প্রত্যেকের একটি ভোট থাকা উচিত এবং প্রতিটি ভোটের মূল্য সমমর্যাদা সম্পন্ন হওয়া উচিত। কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কাউকেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। বিভিন্নভাবে নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন— কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ উচ্চশিক্ষিত ও কেউ অশিক্ষিত, কেউ স্বল্পশিক্ষিত, কেউ দয়ালু কেউবা অতটা দয়ালু নয়। কিন্তু প্রত্যেকে তার নিজস্ব চাহিদা এবং মতামত নিয়ে স্বতন্ত্র মানুষ। এ কারণে যেসকল সিদ্ধান্তের সাথে তাদের স্বার্থ জড়িত সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের সমান অধিকার থাকা উচিত।

আমাদের দেশে ১৮ বছর বয়স্ক এবং তার বেশি বয়সের সকল নাগরিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ, নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকার রয়েছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে কিছু অপরাধী এবং মানসিক ভারসাম্যহীন নাগরিকদের ভোটাধিকার থাকে না।

পঞ্চায়েতের মত পার্লামেন্ট এবং বিধানসভাতেও মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা কি আমাদের উচিত নয়?

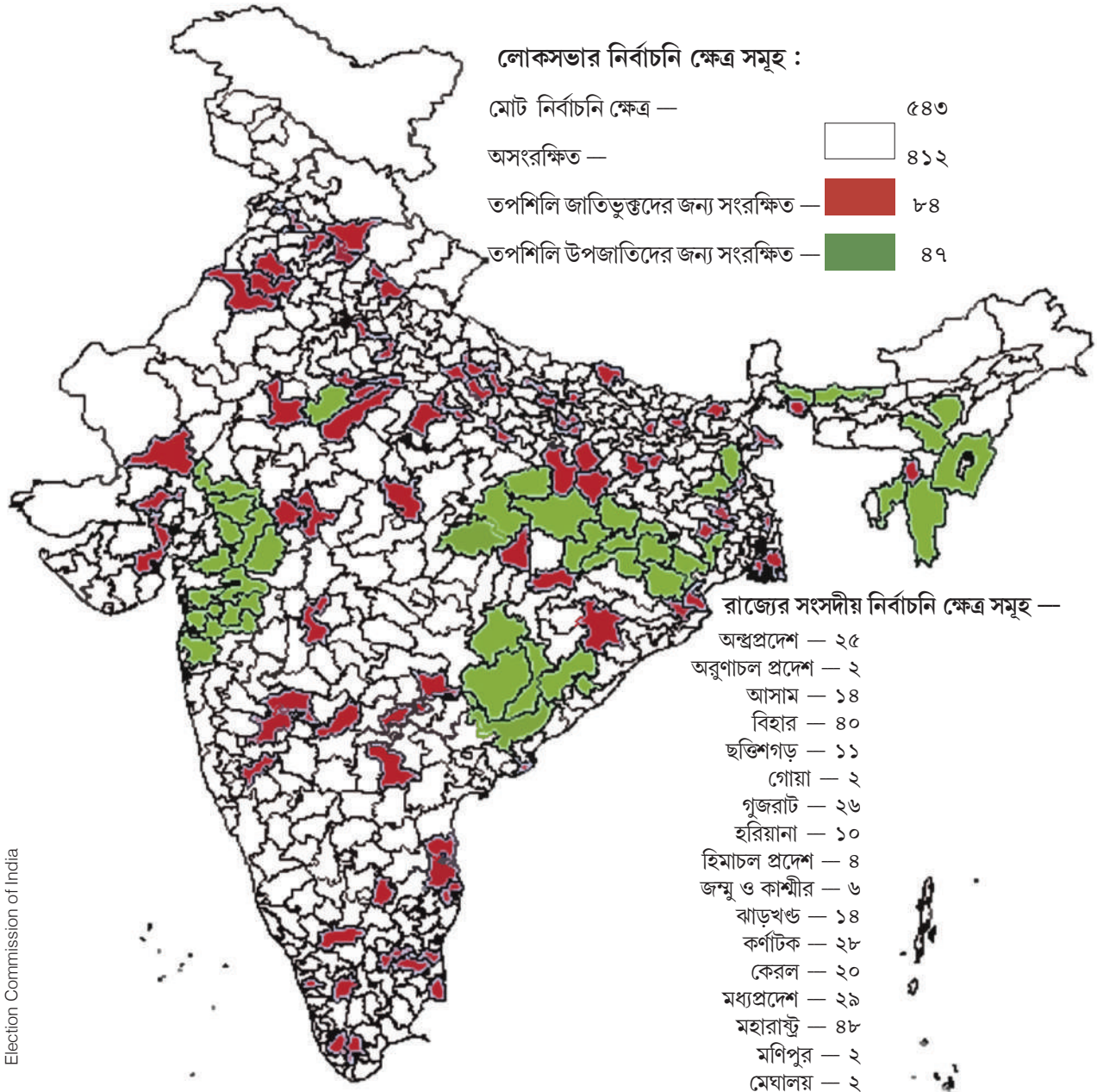

Election Commission of India

রাজ্যের সংসদীয় নির্বাচনি ক্ষেত্র সমূহ —

অন্ধ্রপ্রদেশ — ২৫
অরুণাচল প্রদেশ — ২
আসাম — ১৪
বিহার — ৪০
ছত্তিশগড় — ১১
গোয়া — ২
গুজরাট — ২৬
হরিয়ানা — ১০
হিমাচল প্রদেশ — ৪
জম্মু ও কাশ্মীর — ৬
ঝাড়খণ্ড — ১৪
কর্ণাটক — ২৮
কেরল — ২০
মধ্যপ্রদেশ — ২৯
মহারাষ্ট্র — ৪৮
মণিপুর — ২
মেঘালয় — ২
মিজোরাম — ১
নাগাল্যাণ্ড — ১
উড়িষ্যা — ২১
পাঞ্জাব — ১৩
রাজস্থান — ২৫
সিকিম — ১
তামিলনাড়ু — ৩৯
তেলেঙ্গানা — ১৭
ত্রিপুরা — ২
উত্তর প্রদেশ — ৮০
উত্তরাখণ্ড — ৫
পশ্চিমবঙ্গ — ৪২

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল

আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ — ১
চণ্ডিগড় — ১
দাদরা এবং নগর হাবেলি — ১
দমন এবং দিউ — ১
দিল্লি — ৭
লাক্ষাদ্বীপ — ১
পুদুচেরি — ১

উপরের মানচিত্রটি দেখে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

❖ তোমার রাজ্য এবং প্রতিবেশী দুটি রাজ্যের কতগুলি লোকসভার নির্বাচনী ক্ষেত্র রয়েছে?

❖ কোন লোকসভা নির্বাচনি ক্ষেত্রে ৩০টির বেশি বিধানসভা নির্বাচনি কেন্দ্র রয়েছে?

❖ কেন কতগুলি রাজ্যে এত বেশি পরিমাণে নির্বাচনি ক্ষেত্র থাকে?

❖ কেন কিছু কিছু নির্বাচনি ক্ষেত্রের সীমানা এত ছোটো যেখানে অন্যগুলির সীমানা তুলনায় অনেক বড়ো?

❖ তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি কি দেশের সব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে, না কি যেসব অঞ্চলে সেই জাতিগোষ্ঠী বেশি সংখ্যায় বাস করে।

সকল বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত করার দায়িত্ব সরকারের নতুন ভোটারদেরও এই তালিকায় যুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভোটার তালিকার থেকে বাদ দেওয়া হয়। যারা অন্যত্র চলে যায় কিংবা মারা যান তাদের নাম তালিকার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়। ভোটার তালিকাকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এবং আধুনিকতম করার লক্ষ্যে এরূপ করা হয়। গত কয়েক বছর ধরে সচিত্র পরিচয়পত্র (EPIC) ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচন করার এক নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকার ভোটার তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির হাতে এই পরিচয় পত্র পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে। ভোট দেওয়ার সময় ভোটারদের এই পরিচয় পত্র সাথে রাখতে হয়, যাতে কোনো ব্যক্তি অন্যের ভোট দিতে না পারে। কিন্তু ভোটদানের ক্ষেত্রে এই সচিত্র পরিচয় পত্র রাখা বাধ্যতামূলক নয়। ভোট দেওয়ার জন্য রেশনকার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ অন্যান্য পরিচয় পত্রও ভোটারগণ ব্যবহার করতে পারেন।

প্রার্থীদের মনোনয়ন
(Nomination of Candidates)

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের স্বাধীন পছন্দ থাকা উচিত। এটা তখনই সম্ভব যখন কোনো ব্যক্তির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে কোনো রকম বিধিনিষেধ থাকে না। এই ব্যবস্থাই আমাদের দেশে গ্রহণ করা হয়েছে। যে-কোনো ব্যক্তি ভোটার হতে পারে বা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রার্থী হতে গেলে লাগে ২৫ বছর বয়স এবং ভোটার হতে গেলে লাগে ১৮ বছর বয়স। অপরাধীদের ক্ষেত্রে আরো কিছু বিধিনিষেধ থাকে। কিন্তু এগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রয়োগ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রতীক সহ সমস্ত রকমের সহযোগিতা দান করে। দলীয় মনোনয়নকে দলের টিকিট (Ticket) বলেও অভিহিত করা হয়।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় এমন প্রতিটি প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হয় এবং জামিন হিসাবে কিছু অর্থ জমা রাখতে হয়। সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অঙ্গীকারপত্র দানের একটি নতুন পদ্ধতি সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি প্রার্থীকে বিস্তারিত বিবরণ সহ বৈধ অঙ্গীকারপত্র প্রদান করতে হয়। যেমন—

- প্রার্থীর বিরুদ্ধে অমিমাংসিত ফৌজদারি মামলা রয়েছে কিনা?
- প্রার্থীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আয়, সম্পদ ও দায়দায়িত্বের বিবরণ।
- প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা।

এই তথ্যগুলি সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশযোগ্য। এরফলে প্রার্থীদের দেওয়া তথ্যাবলির উপর ভিত্তি করে ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পায়।

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

দেশের অন্যান্য সকল কাজের জন্য যখন নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন সেখানে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য কেন শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই?

- সকল প্রকার কাজের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কযুক্ত নয়। ভারতীয় ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড়ের কাছে প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত শংসাপত্রের পরিবর্তে ভালো ক্রিকেট খেলার ক্ষমতাই অধিক গ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবে জনগণের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখা। সমস্যা সমাধান করা এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের দক্ষতাই হল একজন বিধায়ক বা সাংসদের আবশ্যকীয় যোগ্যতা, তারা এটা করতে পারল কি পারল না এবিষয়টি লক্ষ লক্ষ পরীক্ষক অর্থাৎ ভোটাররা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মূল্যায়ন করে থাকে।
- যদি শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাসঙ্গিকও হয় তবে রাজনীতিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার গুরুত্ব কতটা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা জনগণের হাতেই থাকা উচিত।
- আমাদের দেশে রাজনীতিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা গণতন্ত্রের মূল ধারণার বিপক্ষে যাবে। এরফলে দেশের বেশিরভাগ নাগরিকগণ রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে বি.এ., বি.কম, বা বি এস সি পাশ বাধ্যতামূলক করা হয় তবে এ দেশের ৯০ শতাংশ জনগণ নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

প্রার্থীদের নিজস্ব বিষয় সম্পত্তির পরিমানের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা প্রয়োজনীয় কেন?

ELECTORAL ROLL -2017 STATE (S16) MIZORAM

No. Name and Reservation Status of Assembly Constituency :	2 - DAMPA (ST)	Part Number 9
No. Name and Reservation Status of Parliamentary Constituency (ies) in which the assembly constituency is located :	1 - MIZORAM (ST)	

1 . DETAILS OF REVISION

Year of Revision	:	2017
Qualifying Date	:	01/01/2017
Type of Revision	:	Special Summary Revision
Date of Publication	:	05/01/2017

Roll Identification:

Basic Roll of Intensive Revision, 2005 integrated with all Supplements preceeding Special Summary Revision, 2017

2 . DETAILS OF PART AND POLLING AREA

No. & Name of Sections in the part :

1 Zopui

Main Village/Town	:	**ZOPUI**
PostOffice	:	**W. PHAILENG**
Block	:	**W. PHAILENG**
PoliceStation	:	**W. PHAILENG**
Subdivision	:	**W. PHAILENG**
District	:	**MAMIT**
Pincode	:	**796431**

3 . POLLING STATION DETAILS

No. and Name of Polling Station :	9Zopui	Type of Polling Station (Male/Female/General)	General
Address of Polling Station :	Govt. P/S Zopui, Village Name : ZOPUI Post Office : W. PHAILENG District: MAMIT	Number of Auxiliary Polling Stations in this part :	0

4 . NUMBER OF ELECTORS

Starting Serial No.	Ending Serial No.	Net Electors								
		Male	With Photo	Without Photo	Female	With Photo	Without Photo	Total	With Photo	Without Photo
1	42	23	23	0	19	19	0	42	42	0

Assembly constituency 2 - DAMPA Part No. - 9

Section No. & Name: 1 Zopui District - MAMIT PIN- 796431

1 JKF0009175 Name : Thanchungnunga Father's Name : Tlangliana (L) House No : 1 Age : 56 Sex : Male	2 WTT0028308 Name : Lalduhawmi Husband's Name : Thanchungnunga House No : 1 Age : 46 Sex : Female	3 JKF0191874 Name : Lalrosangi Father's Name : Thanchungnunga House No : 1 Age : 29 Sex : Female
4 JKF0191882 Name : Lalrinpuii Father's Name : Thanchungnunga House No : 1 Age : 26 Sex : Female	5 WTT0039529 Name : Lalliandinga Father's Name : Lianbuanga House No : 1 Age : 19 Sex : Male	6 JKF0171314 Name : Lalbuatsaiha Mother's Name : Rangthanmawii House No : 2 Age : 39 Sex : Male
7 JKF0170290 Name : Hmangaihzuali Husband's Name : Lalbuatsaiha House No : 2 Age : 30 Sex : Female	8 JKF0191858 Name : Lalzamliana Father's Name : Chalngaia House No : 3 Age : 53 Sex : Male	9 JKF0191833 Name : Lalnuntluangi Husband's Name : Lalzamliana House No : 3 Age : 53 Sex : Female

আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিম্নলিখিত আদর্শগুলির মিল দেখাও।

আদর্শ	নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য
সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার	প্রত্যেক নির্বাচনি ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সমান সংখ্যক জনগণ থাকবে।
সমাজের দুর্বল শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব	১৮ বছর বা তার বেশি বয়স্ক প্রতিটি নাগরিকই ভোটদানের অধিকারী।
স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা	যে কেউ রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে অথবা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।
একভোট, সমমূল্য	তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণ।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

নির্বাচনি প্রচার (Election Campaign) :

নির্বাচনের প্রধান উদ্দেশ্য হল জনগণের হাতে এমন সুযোগ প্রদান করা যাতে তারা নিজেদের পছন্দ মতো প্রতিনিধি নির্বাচন, সরকার গঠন এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। কে অন্যদের তুলনায় ভালো প্রতিনিধি, কোন দল আরো ভালো সরকার গঠন করতে পারবে, কাদের অনুসৃত নীতি ও আদর্শগুলি তুলনামূলকভাবে ভালো, এ বিষয়গুলি বোঝার জন্য স্বাধীন এবং খোলাখুলি বিতর্ক হওয়া আবশ্যক। নির্বাচনি প্রচারে এটাই হয়।

আমাদের দেশে এই নির্বাচনি প্রচার চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা থেকে শুরু করে ভোটের দিন পর্যন্ত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই সময়ে প্রার্থীগণ ভোটারদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করে। রাজনৈতিক নেতাগণ নির্বাচনি সভায় বক্তৃতা দেন এবং রাজনৈতিক দলগুলি নানাভাবে তাদের সমর্থকদের সক্রিয় করে তুলে এই সময়ে সংবাদপত্র এবং দূরদর্শনে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও বিতর্ক প্রভূত পরিমাণে পরিবেশিত হয়। কিন্তু নির্বাচনী প্রচার শুধুমাত্র এই দুই সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের বহু মাস আগে থেকেই এরজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

নিজে করো

গত লোকসভা নির্বাচনে তোমাদের এলাকায় নির্বাচনের প্রচার কীরকম ছিল ? প্রার্থী এবং দল প্রচারের সময় কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ও কতটা বাস্তবায়িত করেছে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

নির্বাচনি প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ভিত্তিতে তারা দল এবং প্রার্থীর পক্ষে জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। বিভিন্ন নির্বাচনে প্রচারিত এধরনের কয়েকটি 'স্লোগান' এর প্রতি দৃষ্টি দাও।

❖ ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের স্লোগান ছিল 'গরিবী হটাও' (দারিদ্রতা দূরীকরণ)। এই স্লোগানের মাধ্যমে তারা দেশ থেকে দারিদ্রতা দূর করার জন্য সরকারের নীতি পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দান করে।

❖ ১৯৭৭ সালে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচনে জনতা পার্টির অন্যতম স্লোগান ছিল 'গণতন্ত্র রক্ষা কর' (Save Democracy)। দল জরুরি অবস্থায় বাড়াবাড়ির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা এবং নাগরিক স্বাধীনতাগুলি পুনরায় ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দেয়।

❖ ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের অন্যতম স্লোগান ছিল কৃষকের জন্য কৃষিজমি প্রদান (Land to the Tiller)।

❖ ১৯৮৩ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে এন টি রামারাও-এর নেতৃত্বে তেলেগু দেশম দলের স্লোগান ছিল 'তেলেগুদের আত্মমর্যাদার সংরক্ষণ' (Protect the self Respect of the Telugus)।

গণতন্ত্রে সবচেয়ে ভালো উপায় হল, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের হাতে ইচ্ছামত প্রচারকার্য চালানোর অধিকার প্রদান করা। কখনো কখনো নির্বাচনি প্রচারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজন হয়ে পরে যাতে সব রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থী সমানভাবে প্রচারের সুযোগ পায়।

আমাদের নির্বাচনি আইন অনুযায়ী কোনো দল বা প্রার্থী—

❖ ভোটারদের ঘুষ দিতে পারবে না এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারবে না।

❖ জাতপাত ও ধর্মের ভিত্তিতে ভোট প্রার্থনা করতে পারবে না।

❖ নির্বাচনি প্রচারের জন্য সরকারি সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না।

❖ লোকসভার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা এবং বিধানসভার জন্য ১০ লক্ষ টাকার বেশি খরচ করতে পারবে না।

যদি এরকম করে থাকে তবে নির্বাচনে বিজয়ী ঘোষণা হওয়ার পরেও আদালত তার সাংসদ বা বিধায়কপদ বাতিল করতে পারে। পাশাপাশি সকল রাজনৈতিক দল প্রচারের সময় একটি আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলার অঙ্গীকার করে। এই আচরণবিধি অনুসারে কোনো দল বা প্রার্থী —

❖ নির্বাচনি প্রচারের জন্য কোনো ধর্মীয় স্থান ব্যবহার করতে পারবে না।

❖ সরকারি যানবাহন, বিমান এবং আধিকারিকদের ব্যবহার করতে পারবে না।

❖ এবং নির্বাচন ঘোষণার পর মন্ত্রীরা কোনো প্রকল্পের শিলান্যাস করতে পারবে না, কোনো বৃহৎ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না বা সরকারি সুযোগ সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবে না।

নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য আদর্শ আচরণবিধি অনুসরণে একটি ব্যাঙ্গচিত্র অংকন কর।

ভোটগ্রহণ এবং গণনা

(Polling and Counting of Votes)

নির্বাচনের শেষ পর্যায় হল ভোটদান পর্ব। ঐ দিনটিকে সাধারণত নির্বাচনের দিন বলে ঘোষণা করা হয়। ভোটার তালিকায় নাম আছে এমন প্রতিটি নাগরিককে সেদিন নিকটবর্তী কোনো বিদ্যালয় বা সরকারি দপ্তরে স্থাপিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যেতে হয়। ভোটারগণ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশ করার পর নির্বাচনি আধিকারিকগণ তাকে চিহ্নিত করেন, আঙুলে কালির দাগ দেন এবং তাকে ভোটদানের জন্য অনুমতি দেন।

ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে একজন করে প্রতিনিধিকে (এজেন্ট) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়।

আমাদের দেশের নির্বাচনগুলি কি অত্যন্ত ব্যয় বহুল ? (Are the elections too expensive for our country ?)

ভারতের নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার জন্য সরকারের ১৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ প্রতি ভোটার পিছু ২০ টাকা ব্যয় হয়েছে। দল কিংবা প্রার্থীরা সরকার থেকে আরো অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকেন। মোটামুটি ভাবে বলা যায় নির্বাচনে সরকার ও রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের মোট ব্যয় হয় ৩,০০০কোটি টাকা বা ভোটার পিছু ৫০ টাকা।

কেউ কেউ বলেন এসকল নির্বাচন ভারতীয় জনগণের মাথায় একটি বোঝা স্বরূপ। আমাদের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর এই বিপুল অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য নেই। চলো এই ব্যয়ের সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা করি।

❖ ২০০৫ সালে ভারত সরকার ফ্রান্স থেকে ৬টি পারমাণবিক সাবমেরিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিটি সাবমেরিনের মূল্য প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা।

❖ ২০১০ সালে দিল্লি কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন করেছে। এক্ষেত্রে আনুমানিক ব্যয় হয়েছিল ১০,০০০ কোটি টাকার উপর। তাহলে নির্বাচনগুলি কি খুব বেশি ব্যয়বহুল ? তুমি স্থির করো।

গুলবার্গের নির্বাচনি ফলাফল

চলো গুলবার্গের উদাহরণের দিকে ফিরে তাকাই। ২০০৪ সালে ঐ নির্বাচনি ক্ষেত্রে মোট ১১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তখন বৈধ ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৪.৩৯ লক্ষ। এর মধ্যে ৮.২৮ লক্ষ ভোটার ভোটদান করে। কংগ্রেস দলের প্রার্থী ইকবাল আহমেদ সরোদগী প্রায় ৩.১২ লক্ষ ভোট পান। এটি মোট প্রদেয় ভোট সংখ্যার ৩৮ শতাংশ। কিন্তু যেহেতু তিনি অন্য প্রার্থীর তুলনায় বেশি ভোট পেয়েছেন তাই তাকে গুলবার্গ লোকসভা কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

গুলবার্গ নির্বাচনি ক্ষেত্রের ফলাফল। লোকসভার সাধারণ নির্বাচন-২০০৪

প্রার্থী	দল	প্রদেয় ভোটসংখ্যা	ভোটের শতাংশ
ইকবাল আহমেদ সরোদগী	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (INC)	৩,১২,৪৩২	৩৭.৭৬
বর্ষরাজ পাতিল সেডাম	ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP)	২,৫৪,৫৪৮	৩০.৮২
বিথাল হেরুর	জনতা দল (এস) (JDS)	১৮৯০০১	২২.৮৪
সৌরকান্ত নিমবালকর	বহুজন সমাজ পার্টি (BSP)	২৬৭২৩	৩.২৩
সঙ্গানা	নির্দল (IND)	১৫২১২	১.৮৪
অরুণ কুমার চন্দ্রশেখর পাতিল	কে এন ডি পি (KNDP)	৭১৫৫	০.৮৬
ভগবান রেড্ডি (বি)	নির্দল (IND)	৬৭৪৮	০.৮২
হামিদ পাশা শর্মাস্ট	মুসলিম লিগ (MUL)	৪২৬৪	০.৫২
বসবন্ত রাও রেভন সিডাপ্পা সিলোয়ান্ত	সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক (AIFB)	৩৯০০	০.৪৭
সন্দেশ সি বন্দক	ইউ এস ওয়াই জি (USYP)	৩৬৭১	০.৪৪
উমেশ হাবানূর	সমাজবাদী পার্টি (SP)	৩৩৮০	০.৪১

❖ কত শতাংশ ভোটার ভোটদান করেছেন ?

❖ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রদেয় ভোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশি ভোট পাওয়া কি আবশ্যক?

ভোট কেন্দ্রে এবং ভোটগণনা কেন্দ্রে কেন প্রার্থীর এজেন্টরা উপস্থিত থাকে?

আগে ব্যালট পেপারের উপর ভোটাররা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে রবার স্টাম্পে ছাপ দিতেন। ব্যালট পেপার হল এক খণ্ড কাগজ যার মধ্যে প্রার্থীর নাম, দল এবং দলের প্রতীকচিহ্ন উল্লেখ থাকে। বর্তমানে ভোট গ্রহণ কার্যে ইভিএম অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় ভোটগ্রহণ যন্ত্রের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়। এই যন্ত্রে প্রার্থীর নাম এবং দলীয় প্রতীক দেওয়া থাকে। এমন কি নির্দল প্রার্থীদের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ধার্য করা প্রতীক চিহ্ন থাকে। জনগণ নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে ভোট যন্ত্রে বোতাম টিপে ভোটদান করেন।

ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর সকল ভোটযন্ত্রগুলি বন্ধ (Sealed) করে নিরাপদ স্থানে রাখা হয়। কিছুদিন পর পূর্ব নির্ধারিত দিনে কোনো একটি নির্বাচনি ক্ষেত্রের সকল ভোটযন্ত্র (EVM) গুলি খোলা হয় এবং প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষে প্রদেয় ভোট সংখ্যা গণনা করা হয়। সকল প্রার্থীর প্রতিনিধিগণ (Agent) গণনার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য সেখানে উপস্থিত থাকেন। কোনো নির্বাচনি ক্ষেত্রে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান তাকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। সাধারণ নির্বাচনে সকল কেন্দ্রের ভোট গণনার কাজ একই দিনে একই সময়ে শুরু হয়। রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে নির্বাচনি ফলাফল প্রকাশিত হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গণনার কাজ শেষ হয় এবং সকল কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করাহয়। এই ফলাফল ঘোষণায় জনগণ বুঝতে পারে পরবর্তী সরকার কারা গঠন করবে।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

উল্লিখিত ঘটনাগুলি নির্বাচনি কাজের ক্ষেত্রে কোনটি ন্যায্য এবং কোনটি অন্যায্য তা চিহ্নিত করো।

❖ ভোটের সাতদিন পূর্বে একজন মন্ত্রী তার নির্বাচনি ক্ষেত্রের জন্য একটি নতুন রেল চালু করেন।

❖ একজন প্রার্থী প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বিজয়ী হলে তার নির্বাচনি ক্ষেত্রের জন্য একটি নতুন রেলগাড়ি চালু করবেন।

❖ প্রার্থীর সমর্থকগণ ভোটারদের কোনো মন্দিরে নিয়ে তাদের প্রার্থীর পক্ষে ভোটদানের শপথ করান।

❖ প্রার্থীর সমর্থকগণ বস্তি এলাকায় কম্বল বিতরণ করেন যাতে তারা তাদের প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেন।

৪.৩ কোন বিষয়গুলি ভারতের নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক করেছে? (What Makes Elections in India Democratic?)

নির্বাচনের বহু অনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা পড়েছি। এমনকি সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনেও এধরণের অভিযোগ সম্পর্কে অনেক প্রতিবেদন পরিবেশিত হয়। এই সকল অভিযোগগুলি হল—

- ভোটার তালিকায় বৈধ ভোটারের নাম বাতিল করে ভুয়ো ভোটারের সংযুক্তি করন।
- শাসকদল কর্তৃক সরকারি সুযোগ সুবিধা এবং আধিকারিকদের অপব্যবহার।
- বৃহৎদল এবং ধনী প্রার্থী কর্তৃক বিপুল অর্থের ব্যবহার এবং
- ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ভোটের দিন রিগিং করা।

এই অভিযোগের অনেকগুলি সত্য। এই ধরনের অভিযোগ দেখলে বা পড়লে আমরা অসন্তুষ্ট হই। কিন্তু সৌভাগ্যবশত: এই সব ঘটনা নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্যকে নষ্ট করার মতো খুব বেশি বেশি ঘটে। আমরা যদি এখন একটি মৌলিক প্রশ্ন করি কোনো একটি রাজনৈতিক দল শুধুমাত্র জনসমর্থন নিয়েই নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসতে পারে না। জয়ের জন্য কি তাকে অনেক অবৈধ পথ অবলম্বন করতে হয়? এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের বিভিন্ন দিক আমরা খুব যত্ন সহকারে বিচার করব।

স্বাধীন নির্বাচন কমিশন (Independent Election Commission)

কেন নির্বাচন কমিশন এত বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন? গণতন্ত্রের পক্ষে এটা কি ভালো?

নির্বাচনগুলি দুর্নীতিমুক্ত ভাবে হচ্ছে কি হচ্ছেনা তা পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করার দায়িত্ব থাকে নির্বাচন কমিশনের উপর। তারা কি সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন সংস্থা? অথবা সরকার বা সরকারি দল তাদের উপর কি অন্যায় প্রভাব খাটাতে পারে? স্বাধীন এবং দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচন পরিচালনার জন্য তাদের হাতে কি যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে? তারা কি বাস্তবে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন?

আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলির উত্তর অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। আমাদের দেশে একটি স্বাধীন এবং অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নির্বাচন কমিশন (**EC**) কর্তৃক সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি বিচার বিভাগের মতই একই রকম স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (**CEC**) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু একবার নিযুক্ত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতি বা সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। এমনকি নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মে সরকার কিংবা সরকারি দল অসন্তুষ্ট হলেও তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিতে পারে না।

পৃথিবীর খুব কম নির্বাচন কমিশনই ভারতের নির্বাচন কমিশনের মত এত বেশি ক্ষমতা ভোগ করে।

- নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ঘোষণা থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী।
- এটি আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর করে এবং লঙ্ঘনকারী প্রার্থী বা দলকে শাস্তি প্রদান করে।
- নির্বাচনের সময় কমিশন সরকারকে কতগুলি নিয়মবিধি অনুসরণের আদেশ দিতে পারে। যেমন, নির্বাচনে জয়লাভের জন্য সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার না করা অথবা সরকারি আধিকারিকদের বদলি করা।
- নির্বাচনি কাজ্যের সময় সরকারি আধিকারিকগণ নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে থাকে।

গত পনের বছরে নির্বাচন কমিশন পূর্ণশক্তি নিয়ে কাজ করছে এবং প্রতিদিন তা ক্রমশ বৃদ্ধি করছে। ইদানিং প্রায়ই দেখা যায় নির্বাচন কমিশন সরকার এবং প্রশাসনকে তাদের ত্রুটির জন্য তিরস্কার করছে। যখন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকগণ এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোনো একটি ভোট কেন্দ্রে কিংবা নির্বাচন ক্ষেত্রের সমস্ত ভোটকেন্দ্রে কারচুপি হয়েছে তখন সেখানে পুন:নির্বাচনের আদেশ দেন। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত সরকারের মন:পুত না-ও হতে পারে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সরকার মানতে বাধ্য। নির্বাচন কমিশন যদি স্বাধীন এবং প্রকৃত ক্ষমতাবান না হয় তবে এরকম ঘটবে না।

নির্বাচন কমিশন ১৪তম লোকসভা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন।

নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি ব্যয়ের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

নির্বাচনি প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য নির্বাচন কমিশন গুজরাট রাজ্য পুনরায় পরিদর্শন করেছে

হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনে সংঘবদ্ধ অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ করার কথা বলেছে।

নির্বাচনি সংস্কারের ক্ষেত্রে কমিশন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপদেশ উপেক্ষা করেছেন।

বিহারের নির্বাচনে সচিত্র পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক নয়।

নির্বাচন কমিশন হরিয়ানায় নতুন পুলিশ মহানির্দেশককে অনুমোদন দিয়েছে।

রাজনৈতিক প্রচার ও বিজ্ঞাপনের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিশন আরো বেশি ক্ষমতা দাবি করে।

নির্বাচনি ফলাফলের উপর আগাম পূর্বাভাস প্রচার বাতিল করার পরিকল্পনা এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের নেই।

নির্বাচন কমিশন ৩৯৮টি ভোট কেন্দ্রে পুন:নির্বাচনের আদেশ জারি করেছেন।

নির্বাচনের গোপন ব্যয়ের উপর কমিশনের নজরদারি রাখতে হবে।

উপরের প্রধান প্রধান সংবাদগুলি পড় এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য কমিশন কোন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে তা উল্লেখ করো।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

জনপ্রিয় অংশগ্রহণ (Popular Participation) :

জনগণ কতটা উৎসাহের সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে তার উপর নির্বাচন প্রক্রিয়ার মান নির্ধারিত হয়। নির্বাচন যদি অবাধ সুষ্ঠু ও দুর্নীতি মুক্ত না হয় তবে জনগণের নির্বাচনি কাজে ধারাবাহিক অংশগ্রহণ থাকবে না। নীচের তালিকাটি পড় এবং ভারতের নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের একটি চিত্র অঙ্কন করো।

১। নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ পরিমাপ করা হয় প্রদত্ত ভোট সংখ্যার নিরিখে। এর অর্থ কতজন বৈধ ভোটার ভোটদান করেছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় এই সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ভারতের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হয় একই রয়েছে অথবা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। ভারতের ধনী ও উন্নত জনগোষ্ঠীর তুলনায় গরীব,

১) ভারত এবং ইংল্যান্ডের ভোট প্রদানের শতকরা হার।

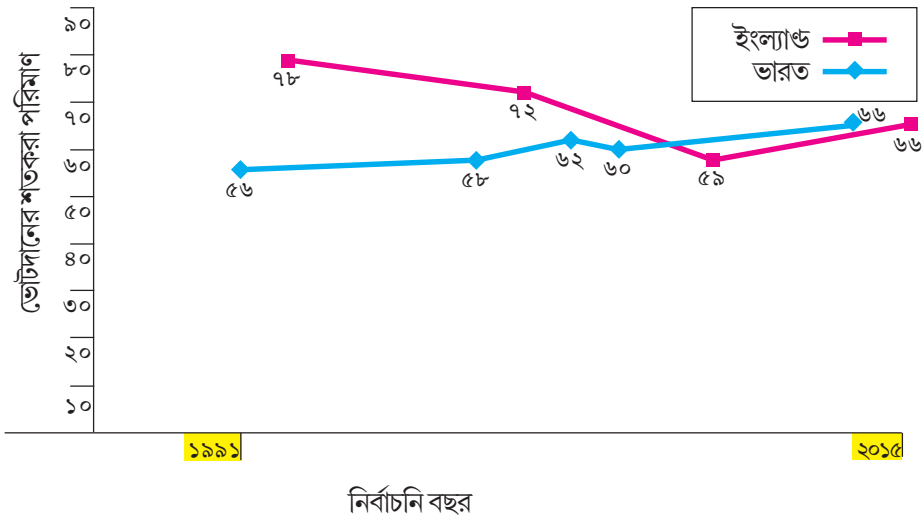

অশিক্ষিত এবং অনুন্নত জনগণই অধিক পরিমাণে ভোট প্রদান করে। এই চিত্র পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশের বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরিদ্র জনগণ, আফ্রিকান বংশোদ্ভব মার্কিন নাগরিক এবং স্পেনীয় নাগরিক, ধনী ও শ্বেতাঙ্গ জনগণের তুলনায় ভোটে অনেক কম অংশগ্রহণ করে।

৩। ভারতের সাধারণ মানুষের বিপুল পরিমাণ অংশগ্রহণ নির্বাচনে এক তৃতীয়াংশের বেশি ভোটার নির্বাচনি প্রচারকার্যে যুক্ত ছিল এর অর্ধেকের বেশি ভোটার কোনো একটি রাজনৈতিক দল বা অন্য দলের সক্রিয় সদস্য হিসাবে চিহ্নিত। প্রতি সাত জনের একজন ভোটার কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য।

২) সামাজিক অবস্থানের নিরিখে ভারত এবং আমেরিকায় ভোট প্রদানের হিসাব - ২০০৪

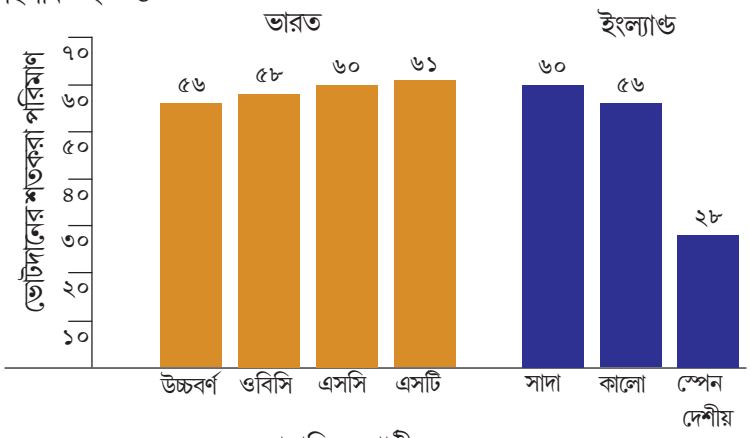

উৎস:- জাতীয় নির্বাচনি সমীক্ষা ২০০৪ থেকে সংগৃহীত(SSDS) মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনি সমীক্ষা ২০০৮ থেকে সংগৃহীত।

৪। রাজনীতিতে ভোটারদের অংশগ্রহণের এই সক্রিয়তা বছরের পর বছর ধরে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৪-এর নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। তারা মনে করে যে, এভাবে রাজনৈতিক দলগুলির উপর তারা চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের সপক্ষে নীতি ও পরিকল্পনা রূপায়নে সক্ষম হবে। তারা আরো মনে করেন দেশ যেভাবে চলছে সেখানে তাদের ভোটের গুরুত্ব অনেক।

(৪) ভারতের কোনো না কোনো নির্বাচনি প্রচারে অংশ গ্রহণকারি ভোটারের সংখ্যা।

উৎস :- জাতীয় নির্বাচন সমীক্ষা ১৯৯৬-২০০৪ (CSDS)।

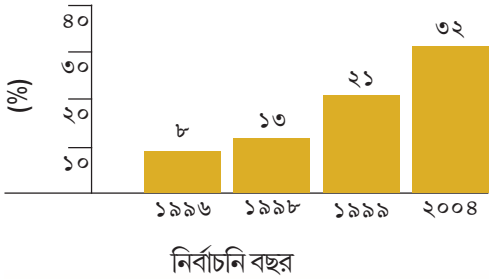

(৩) তুমি কি মনে কর তোমার ভোট পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে?

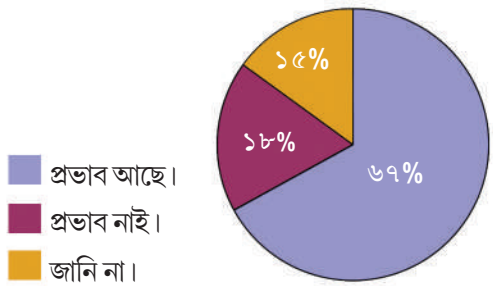

উৎস :- জাতীয় নির্বাচন সমীক্ষা ২০০৪(CSDS)

নিজে করো

পরিবারের কোনো বৈধ ভোটারকে জিজ্ঞাসা করো তিনি গত লোকসভা কিংবা বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন কিনা? যদি না দিয়ে থাকেন তবে জিজ্ঞাসা কর কেন তিনি ভোটপ্রদান করেননি। ভোট দিয়ে থাকলে তবে তাকে জিজ্ঞাসা করো তিনি কোন দলের কোন প্রার্থীর পক্ষে এবং কেন ভোট দিয়েছেন? তাকে আরো জিজ্ঞাসা করো তিনি নির্বাচনি প্রচার সভায় বা মিছিলে কিংবা এজাতীয় কোনো নির্বাচনি কাজে অংশগ্রহণ করেছে কিনা?

নির্বাচনি ফলাফলের গ্রহণযোগ্যতা (Acceptance of election outcome) :

নির্বাচনি ফলাফল হল অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের চূড়ান্ত মাপকাঠি। নির্বাচন যদি অবাধ ও সুষ্ঠু না হয় তবে

নির্বাচনি ফলাফল সবসময় ক্ষমতাবানদের পক্ষে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে শাসকদল কখনোই নির্বাচনে পরাজিত হননা। স্বাভাবিকভাবেই পরাজিত দলগুলি প্রহসনমূলক নির্বাচনের এই ফলাফলকে স্বীকার করেনা। ভারতের নির্বাচনি ফলাফল থেকে আমরা জানতে পারি—

❖ ভারতের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে শাসকদল নিয়মিতভাবেই পরাজিত হয়েছে। বাস্তবে গত পনেরো বছরে দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচনে শাসকদল তাদের ক্ষমতা হারায়।

❖ আমেরিকার পদস্থ এবং স্থায়ী বর্তমান প্রতিনিধিদের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ঘটনা খুব নগণ্য। ভারতের কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ বর্তমান সংসদ বা বিধায়কগণ নির্বাচনে পরাজিত হন।

❖ কিছু কিছু বিতর্কিত নির্বাচন ছাড়া পরাজিত দল এবং প্রার্থীগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্বাচনি ফলাফলকে জনগণের রায় বলে মেনে নিয়েছেন।

সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতা (Challenges to free and fair elections) :

পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি যে, ভারতের নির্বাচনগুলি সাধারণত সুষ্ঠু ও অবাধ হয়। কোনো রাজনৈতিক দল নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করতে পারে কারণ জনগণ অন্যদের তুলনায় তাদেরকে অধিক পছন্দ করেছে। অবশ্য এটা প্রত্যেক নির্বাচনি ক্ষেত্রের জন্য সঠিক নয়। সংখ্যায় কম হলেও কিছু কিছু প্রার্থী প্রচুর অর্থ ছড়িয়ে গায়ের জোরে কারচুপি করে নির্বাচনে জয়লাভ করে। কিন্তু সার্বিকভাবে সাধারণ নির্বাচনে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। আমাদের দেশে গত পঞ্চাশ বছরে এই চিত্রের ব্যতিক্রম খুব কম দেখা যায়। এটাই ভারতবর্ষের নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা যদি একটু গভীরে যাই তাহলে ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। এই জনমত কি সত্যিকারের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত? ভোটাররা কি নিজেদের পছন্দমতো ফলাফল পায়? নির্বাচন কি প্রত্যেকের জন্য সমান সুবিধাজনক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র? একজন সাধারণ নাগরিক কি নির্বাচনে জয়ের আশা করতে

সাংবাদিক সম্মেলন করে নেতাগণ ফিরে যাচ্ছেন : "কি দরকার ছিল একথা বলার যে, আমরা শুধু যোগ্য এবং জয়ের সম্ভাবনা আছে এমন আত্মীয়দেরই প্রার্থী করেছি? তুমি কি জান পারিবারিক রাজনীতি ভারতের কয়েকটি রাজ্যে এবং দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে?

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

শিরোনাম : 'নির্বাচনি প্রচার' চিত্রটি লাতিন আমেরিকার আধারে অঙ্কিত। এটা কি ভারতের ক্ষেত্রে বা পৃথিবীর অন্য কোনো গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

পারে? এ জাতীয় প্রশ্ন ভারতের নির্বাচনের অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এগুলি হল —

❖ ধনাঢ্য রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরাও নির্বাচনের জয় সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। তবে তারা নির্দল এবং অন্যান্য ছোটো দলের তুলনায় অনেক বেশি অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

❖ দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে অপরাধ জগতের সাথে

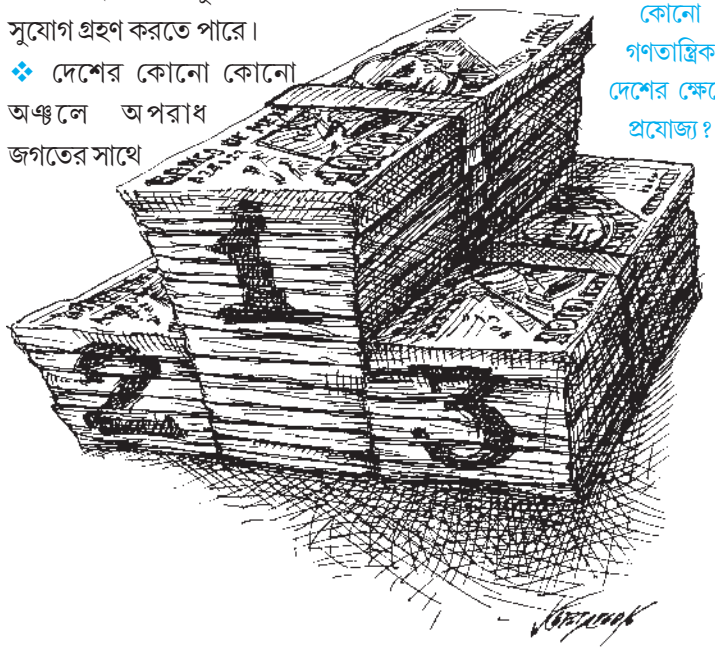

©Nerilicon, *El Economista*, Cagle Cartoons Inc.

ভোটের আগে এবং পরে কী ঘটে এটা কি চিত্রে সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে? গণতন্ত্রে সব সময় কি এরকম ঘটে? তুমি কি এমন উদাহরণ মনে করতে পার যেখানে এমন ঘটেনি?

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

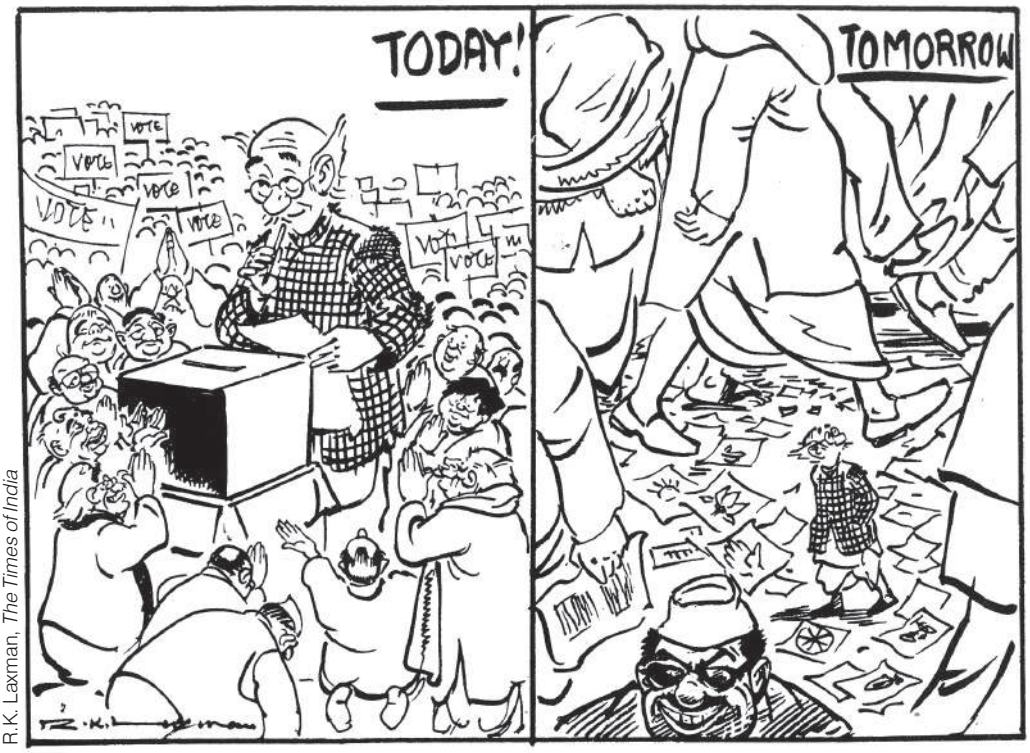

R.K. Laxman, *The Times of India*

সম্পর্ক আছে এমন প্রার্থীগণ অন্যদের বঞ্চিত করে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রার্থীপদ আদায়ে সমর্থ হয়।

❖ কিছু কিছু পরিবার রাজনৈতিক দলগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম। তারা পরিবারের আত্মীয়দের মধ্যেই প্রার্থীপদ বণ্টনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

❖ খুব কম নির্বাচনে সাধারণ নাগরিকদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলির নীতি ও কার্যকলাপের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকে।

❖ বৃহৎ রাজনৈতিক দলের তুলনায় ছোটো দল এবং নির্দল প্রার্থীরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন।

এই প্রতিবন্ধকতাগুলি শুধু ভারতে নয় পৃথিবীর বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বর্তমান। যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাদের কাছে বিষয়গুলি গভীর চিন্তার কারণ। ফলে সচেতন নাগরিকগণ, সমাজকর্মী এবং বিভিন্ন সংগঠন দেশের নির্বাচন পদ্ধতির সংশোধনের দাবি করে। তুমি কি সংশোধনের কয়েকটি উপায় উল্লেখ করতে পারো? এই প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করার জন্য একজন সাধারণ নাগরিক কী করতে পারে?

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

এখানে ভারতের নির্বাচনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি কি ভারতের নির্বাচনি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী বা দুর্বল করেছে এ বিষয়ে মন্তব্য করো।

❖ ২০০৯ সাল পর্যন্ত লোকসভায় ১০ শতাংশের কম মহিলা প্রতিনিধি ছিল।

❖ কখন নির্বাচন হওয়া উচিত এবিষয়ে সরকারের উপদেশ নির্বাচন কমিশন প্রত্যাখ্যান করে।

❖ ১৪তম লোকসভায় প্রায় ১৪৫ জনেরও বেশি সংসদের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ১ কোটি টাকার বেশি।

❖ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'আমি জনগণের রায়কে শ্রদ্ধা করি।'

বুথ দখল (Booth Capturing) : কোনো প্রার্থীর পক্ষে তার সমর্থকগণ ভোটারদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোট গ্রহণকেন্দ্র দখল করে নেয় এবং নিজেদের প্রার্থীর পক্ষে অবৈধ ভোট প্রদান করে।

আচরণবিধি (Code of Conduct) : নির্বাচনের সময় প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলগুলির জন্য কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়মবিধি বা নির্দেশ।

নির্বাচনি ক্ষেত্র (Constituency) : একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে ভোটারগণ আইনসভার জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

শাসকদলের পদাধিকারী (Incumbent) : সাধারণত: শাসকদল এবং বিরোধী দলের প্রার্থীদের মধ্যেই ভোটারদের পছন্দ সীমিত থাকে।

রিগিং/কারচুপি (Rigging) : ভোটসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোনো দল এবং প্রার্থীর দ্বারা প্রতারণা ও অসদুপায় অবলম্বন করা।

প্রদেয় ভোটের শতকরা হার (Turnout) : নির্বাচনে ভোটদানকারী ভোটের বৈধ ভোটের শতকরা হার।

অনুশীলন

১। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন মন্তব্যগুলি সঠিক নয়?
(ক) নির্বাচন জনগণকে সরকারের কাজকর্মের অগ্রগতি মূল্যায়ন করার সুযোগ দেয়।
(খ) নাগরিকগণ নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করে।
(গ) নির্বাচন জনগণকে বিচার বিভাগের কাজকর্মের মূল্যায়নের ক্ষমতা দান করে।
(ঘ) নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় জনগণ কোন নীতিগুলিকে অধিক পছন্দ করে।

২। ভারতের নির্বাচন গণতান্ত্রিক এ বক্তব্যের সপক্ষে কোনটি সঠিক যুক্তি নয়?
(ক) পৃথিবীর ভারতে সবচেয়ে বেশি ভোটদাতা আছে।
(খ) ভারতের নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।
(গ) ভারতে ১৮ বছর বয়সী কিংবা তার অধিক বয়সী সকল নাগরিকের ভোটদানের অধিকার আছে।
(ঘ) ভারতে পরাজিত দলগুলি নির্বাচনি রায় মেনে নেয়।

৩। নীচের বক্তব্যগুলি মেলাও :-

(ক)	ভারতের ভোটার তালিকা সময়োপযোগী করা প্রয়োজন।	(অ)	সমাজের সকল স্তরের নাগরিকের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ আছে।
(খ)	কিছু নির্বাচনি ক্ষেত্র তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। কারণ	(আ)	প্রতিটি নাগরিকের প্রতিনিধি নির্বাচনের সমান সুযোগ আছে।
(গ)	প্রতিটি নাগরিকের একটি এবং মাত্র একটি ভোটই আছে কারণ—	(ই)	সকল প্রার্থীদেরই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সমান সুযোগ থাকা প্রয়োজন।
(ঘ)	শাসক দলের পক্ষে সরকারি যানবাহনের ব্যবহারের সুযোগ থাকা উচিত নয়। কারণ	(ঈ)	কিছু নাগরিক গত নির্বাচনে যেখানে ভোট দিয়েছে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে পারে।

৪। এই অধ্যায়ে আলোচিত নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল কার্যাবলিগুলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে লেখো। এই কার্যাবলিগুলির কয়েকটি নীচে দেওয়া হল, যেমন— নির্বাচনি ইস্তাহারের প্রকাশ, ভোটগণনা, ভোটার তালিকা তৈরি করা, নির্বাচনি প্রচার, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা, ভোটগ্রহণ, পুন:নির্বাচনের আদেশ, নির্বাচনের নির্ঘণ্ট , মনোনয়নপত্র দাখিল।

৫। রাজ্যের কোনো একটি বিধানসভা ক্ষেত্রের নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক হলেন সুরেখা দেবী। নীচের প্রতিটি স্তরের ক্ষেত্রে তার কোন কোন বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত?

(ক) নির্বাচনী প্রচার।

(খ) ভোটের দিনে যাবতীয় কাজ।

(গ) গণনার দিনে যাবতীয় কাজ।

৬। নীচের টেবিলে আমেরিকার কংগ্রেসে বিজয়ী প্রার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের হিসাব দেওয়া আছে। সে দেশের মোট জনসংখ্যার নিরিখে ঐ শ্রেণির প্রতিনিধিদের শতাংশের হার নির্ধারণ করো। এই তালিকার ভিত্তিতে তুমি কি আমেরিকান কংগ্রেসের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার পক্ষে মত দেবে? যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন এবং কোন শ্রেণির জন্য? যদি না হয় তবে কেন নয়?

	শ্রেণিগত হার (শতাংশের হিসাবে)	
	জনপ্রতিনিধিসভা	আমেরিকার জনসংখ্যা
কৃষ্ণাঙ্গ	৮	১৩
স্পেনিশ শ্রেণিভুক্ত	৫	১৩
শ্বেতাঙ্গ	৮৬	৭০

৭। এই অধ্যায়ের প্রাপ্ত তথ্যাবলি থেকে আমরা কি নীচের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য তোমার যুক্তির সপক্ষে দুটি করে ঘটনার উল্লেখ করো।

(ক) ভারতের নির্বাচন কমিশনের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা নেই।

(খ) আমাদের দেশে নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের হার বেশ উঁচু।

(গ) শাসক দলের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ করা সহজ।

(ঘ) পরিপূর্ণভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের জন্য আরো অনেক সংশোধন প্রয়োজন।

৮। ছবির মিঞা যৌতুকের জন্য তার স্ত্রীকে নির্যাতনের অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত। সত্যব্রত অস্পৃশ্যতা প্রদর্শনের অপরাধে অভিযুক্ত। আদালত তাদের দুজনকেই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অনুমতি দেয়নি। এই সিদ্ধান্ত কি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আদর্শ বিরোধী?

৯। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নির্বাচনে অসদুপায় অবলম্বনের কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। উন্নত নির্বাচনের জন্য ভারতবর্ষের কাছে তাদের কি কিছু শেখার আছে? প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে তুমি কী কী অনুসরণের পরামর্শ দেবে?

(ক) নাইজেরিয়ার একটি নির্বাচনে ভোট গণনার সময় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কোনো একটি প্রার্থীর পক্ষে ইচ্ছামত ভোটসংখ্যা বৃদ্ধি করে তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে আদালত অনুসন্ধান করে দেখে প্রায় ৫ লক্ষের বেশি ভোট অনৈতিক ভাবে একজনের পক্ষে যোগ করা হয়েছে।

(খ) ফিজির নির্বাচনের আগে ভোটারদের একটি প্রচারপুস্তিকার মাধ্যমে সতর্ক করে বলা হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহেন্দ্র চৌধুরিকে ভোট দিলে দেশে রক্ত ঝরবে। এগুলি ছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন।

(গ) আমেরিকার প্রতিটি প্রদেশের স্বতন্ত্র ভোটগ্রহণ ও গণনা পদ্ধতি এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট আধিকারিক আছে। ২০০০ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ফ্লোরিডা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ মিঃ

বুশের পক্ষে অনেক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে। কিন্তু কেউ ঐ সিদ্ধান্তগুলি পরিবর্তন করতে পারেনি।

১০। এখানে ভারতীয় নির্বাচনের কিছু অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা উল্লেখ করা হল। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি চিহ্নিত কর। ঐ ধরণের পরিস্থিতি সংশোধণের জন্য কী করা উচিত?

(ক) নির্বাচন ঘোষণার পর মন্ত্রী মহাশয় বন্ধ হয়ে যাওয়া চিনিকলের পুনরায় চালু করার জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না।

(খ) বিরোধী দলগুলি অভিযোগ করে বলে যে, দূরদর্শন এবং আকাশবাণী তাদের প্রচার এবং বক্তব্যগুলি গুরুত্বসহকারে পরিবেশন করে না।

(গ) নির্বাচন কমিশনের এক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, কোনো একটি রাজ্যের ভোটার তালিকায় ২০লক্ষ এর বেশি ভূয়া ভোটারের নাম রয়েছে।

(ঘ) কোনো একটি দলের পক্ষে অস্ত্র-শস্ত্র সম্বলিত একটি গাড়ি রাস্তার মধ্যে অন্য দলের নেতাদের বাধা দেয় এবং আক্রমণ চালায় যাতে তারা তাদের সমর্থকদের কাছে পৌঁছুতে না পারে।

১১। এই অধ্যায়ে পড়ানোর সময় রমেশ শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত ছিলনা, পরের দিন শ্রেণিকক্ষে এসে সে তার পিতার কাছ থেকে শোনা কিছু ঘটনা বন্ধুদের বলে। রমেশের উল্লিখিত এই মন্তব্যগুলিতে কী কী ভুল আছে?

(ক) বাড়ির পুরুষদের নির্দেশ অনুযায়ী মহিলারা ভোট প্রদান করে। তাহলে স্ত্রী জাতির আলাদা ভোটাধিকারের কী প্রয়োজন?

(খ) দলীয় রাজনীতি সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় ঐকমতের ভিত্তিতে নির্বাচন হওয়া উচিত।

(গ) একমাত্র স্নাতক ব্যক্তিদেরই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলির উপর পরিবেশিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করো। সংগ্রহের সময় প্রতিবেদনগুলি তিনটি ভাগে ভাগ করো।

- নির্বাচনের আগে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে- রাজনৈতিক দলগুলির ঘোষিত কর্মসূচি, জনগণের দাবি দাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাবলী, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা।
- ভোটগ্রহণ এবং গণনার দিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি, প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা, অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনাগুলি, পুনঃনির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাভাস এবং চূড়ান্ত ফলাফল।
- নির্বাচনের পরবর্তী সময় রাজনৈতিক দলগুলির জয় ও পরাজয়ের কারণসমূহ, সংবাদমাধ্যম কর্তৃক নির্বাচনি ব্যাখ্যা, মুখ্যমন্ত্রীর মনোনয়ন।

NVD PLEDGE

हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतान्त्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति,समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

We, the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement.

তোমাদের বিদ্যালয় ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটদান দিবস (National Voter's Day) কীভাবে পালন করেছে? তুমি কি NVD-এর প্রতিজ্ঞা নিয়েছ?

২০১৬ সালে ৬৭তম গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে নতুন দিল্লির রাজপথে নির্বাচন কমিশনের শোভাযাত্রা।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজ

Working of Institution

ভূমিকা (Introduction) :

জনগণ কর্তৃক শাসক নির্বাচনের মধ্যেই গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ নয়। গণতন্ত্রে শাসকদের কতগুলি আইন ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। তারা কতগুলি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে। এই অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আমাদের দেশে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয় এবং কার্যকরী করা হয় এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করব। আমরা আরো দেখব এই সকল সিদ্ধান্তের বিতর্কিত বিষয়গুলি কীভাবে সমাধান করা হয়। এক্ষেত্রে আমরা তিনটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করব যেগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানগুলি হল, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ।

পূর্ববর্তী শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় এই সকল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু পড়েছি। এখানে আমরা ঐ সকল আলোচনার দ্রুত সংক্ষেপ করে আরো গভীরতর জিজ্ঞাসার দিকে অগ্রসর হব। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমাদের জিজ্ঞাস্য হল, এ প্রতিষ্ঠানগুলি কী করে? কীভাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলি অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত? কোন্ কোন্ বিষয় এপ্রতিষ্ঠানের কাজগুলিকে কম বেশি গণতান্ত্রিক করে তোলে? এখানে মূল উদ্দেশ্য হল কীভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিতভাবে সরকারের কাজকর্ম পরিচালনা করে তা বুঝতে পারা। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে অন্য কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনামূলক আলোচনা করি। এই অধ্যায়ে ভারতের জাতীয় সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলি কীভাবে কাজ করে সেই উদাহরণগুলি আলোচনা করা হবে। এই অধ্যায় পাঠ করার সময় তুমি তোমার রাজ্য সরকারের কাজকর্মের উদাহরণগুলি সম্পর্কে চিন্তা ও আলোচনা করতে পার।

৫.১ কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?

একটি সরকারী আদেশ
(A GOVERNMENT ORDER)

১৯৯০ সালে ১৩ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার একটি আদেশ জারি করে। এটাকে বলা হয় সরকারী দপ্তরের স্মারকলিপি। অন্যান্য সরকারী আদেশের মতো এতে উল্লেখ ছিল, ক্রমিক সংখ্যা এবং এটি হল ও.এম. নম্বর ৩৬০১২/৩১/৯০- ইএসটি (এস সি টি) তারিখ ১৩-৮-১৯৯০ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসংস্থান, গণঅভিযোগ এবং পেনশন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এই আদেশে স্বাক্ষর করেন। এটি এক পাতার একটি সংক্ষিপ্ত আদেশ ছিল। যা দেখতে অনেকটা তোমার স্কুলের যে কোনো একটি সাধারণ-বিজ্ঞপ্তির মতো। সরকার প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ে এরকম শত শত আদেশ জারি করে। কিন্তু এই আদেশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একারণেই যে, এটি ছিল দীর্ঘকালের একটি বিতর্কিত বিষয়ের উৎস। এখন আমরা দেখি কিভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে কী ঘটেছে।

G.I., Dept. of Per. & Trg., O.M. No.36012/31/90-Est. (SCT), dated 13.8.1990

SUBJECT: 27% Reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts/ Services.

In a multiple undulating society like ours, early achievement of the objective of social justice as enshrined in the Constitution is a must. The Second Backward Classes Commission, called the MANDAL COMMISSION, was established by the then Government with this purpose in view, which submitted its report to the Government of India on 31st December, 1980.

2. Government have carefully considered the report and the recommendations of the Commission in the present context regarding the benefits to be extended to the socially and educationally backward classes as opined by the Commission and are of the clear view that at the outset certain weightage has to be provided to such classes in the services of the Union and their Public Undertakings. Accordingly orders are issued as follows :-

(i) 27% of the vacancies in civil posts and services under the Government of India shall be reserved for SEBC;

(ii) The aforesaid reservation shall apply to vacancies to be filled by direct

G.I., Dept. of Per. & Trg., O.M. No.36012/22/93-Est. (SCT) dated 8.9.1993

SUBJECT: ***Reservation for Other Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India - Regarding.***

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No.36012/31/90-Estt. (SCT), dated the 13th August, 1990[1] and 25th September, 1991[2], regarding reservation for Socially and Educationally Backward Classes in Civil Posts and Services under the Government of India and to say that following the Supreme Court judgement in the Indira Sawhney and other v. Union of India and others case [Writ Petition (Civil) No.930 of 1990], the Government of India appointed an Expert Committee to recommend the criteria for exclusion of the socially advanced persons/sections from the benefits of reservations for Other Backward Classes in civil posts and services under the Government of India.

এই আদেশের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির উপর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয় ভারত সরকারের অধীন অসামরিক এবং সামরিক বিভাগের সকল শূন্যপদের ২৭শতাংশ পদ সামাজিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এস ই বি সি বলতে সেই জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যাদেরকে ভারত সরকার পশ্চাৎপদ বলে স্বীকৃতি দান করেছে। সেই সময় পর্যন্ত চাকুরিতে সংরক্ষণের সুযোগ ছিল তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের জন্য। এই আদেশের ফলে তৃতীয় জনগোষ্ঠী যাদেরকে (পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী) সংরক্ষণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শুধুমাত্র যারা এই পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারা চাকুরীর ক্ষেত্রে এই ২৭ শতাংশ পদের জন্য যোগ্য। অন্যরা এই পদে আবেদন করতে পারবেনা।

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ (The Decision Makers)

কারা এধরণের স্মারকপত্র জারির সিদ্ধান্ত নেন? এটা পরিষ্কার যে, এধরণের গুরুত্বপূর্ণ স্মারকপত্রে যিনি স্বাক্ষর করেন তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তিনি ছিলেন সরকারী মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিব মাত্র। আমরা অনুমান করতে পারি যে এই সিদ্ধান্তগুলি দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ববর্তী শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় তোমরা এবিষয়ে কিছুটা পড়েছ। ঐ আলোচনার প্রধান বিষয়গুলি হল—

❖ রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের প্রধান এবং বিধিসম্মত ভাবে দেশের সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ।

❖ প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান এবং সরকারের সকল ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। তিনি মন্ত্রীসভায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করেন।

❖ ভারতীয় সংসদ গঠিত হয় লোকসভা, রাজ্যসভা এবং রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন থাকা আবশ্যক।

তাহলে এই পদাধিকারী ব্যক্তিরাই কি সরকারী দপ্তরের স্মারকপত্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত? চলো খুঁজে দেখি।

এই সরকারী স্মারকলিপিটি দীর্ঘকালের শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচেষ্টাগুলির চূড়ান্ত পরিণতি। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৯সালে পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনের প্রধান ছিলেন বি পি মণ্ডল। এই কারণে এটি মণ্ডল কমিশন নামে খ্যাত। কমিশনের প্রতি নির্দেশ ছিল ভারতের সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা এবং তাদের উন্নতির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপের সুপারিশ করা। কমিশন বিভিন্ন সুপারিশ সহ ১৯৮০ সালে চূড়ান্ত বিবরণ পেশ করেন। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল-ভারতের সামাজিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য ২৭শতাংশ চাকুরী সংরক্ষণ করা। কমিশনের এই সুপারিশ এবং বিবরণ সংসদে আলোচিত হয়।

বহু বছর ধরে অনেক সাংসদ এবং রাজনৈতিক দলসমূহ মণ্ডল কমিশনের এই সুপারিশগুলি কার্যকর করণের দাবী জানিয়ে আসছে। ১৯৮৯সালে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী ইস্তাহারে জনতা দল এই প্রতিশ্রুতি দান করে যে, দল ক্ষমতায় এলে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর করবে। জনতা দল নির্বাচনের পর সরকার গঠন করে। এই দলের নেতা ভি পি সিং দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। এরপর বহু উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

❖ ভারতের রাষ্ট্রপতি সংসদে বক্তব্য রাখার সময় মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ব্যক্ত করেন।

❖ ১৯৯০ এর ৬ আগষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কমিশনের সুপারিশ গুলি কার্যকর করার জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নিজে করো

❖ এখানে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া এই প্রতিষ্ঠানগুলির আর যে বিষয় তুমি পূর্ববর্তী শ্রেণিকক্ষে পড়েছ তা কি স্মরণে আছে? শ্রেণিকক্ষে আলোচনা কর।

❖ তোমার রাজ্যসরকার কর্তৃক গৃহীত এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তুমি কি কিছু মনে করতে পার? এ সিদ্ধান্তের পিছনে রাজ্যপাল, মন্ত্রীগণ, বিধায়কগণ এবং আদালতের ভূমিকা কী?

প্রতিটি সরকারি নোট কি বড় ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত? যদি তা না হয় তবে কিভাবে সেটা একটু আলাদা?

এখন আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি। এই কারণেই ওরা রাজনৈতিক মন্ডলীকরনের কথা বলে। তাই নয় কি ?

চিত্রটি পড়ো

১৯৯০-৯১ সালে সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিতর্ক এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, সে সময় শিল্পপতিরাও তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রির বিজ্ঞাপণে এটি ব্যবহার করে। আমূল মাখনের এই বিজ্ঞাপনে রাজনৈতিক বক্তব্য বিষয়গুলি চিহ্নিত কর।

❖ পরের দিন প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং সংসদের উভয়কক্ষের সদস্যদের কাছে একটি বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

❖ মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারীকগণ কয়েক লাইনের একটি খসড়া আদেশ তৈরি করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুমোদন নেন। একজন সচিব পর্যায়ের আধিকারিক কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেন। এটাই ছিল ঐ ও এম নম্বর ৩৬০১২/৩১/৯০। কার্যকরী হয় ১৯৯০ সালের ১৩ আগষ্ট।

পরবর্তী কয়েকমাস এটি ছিল দেশের সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিতর্কের বিষয়। সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকাগুলির বেশীর ভাগ কলাম জুড়ে থাকত এবিষয়ের উপর বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত। সারা দেশেই এ বিষয় নিয়ে বাদ ও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের কোনো কোনোটি হিংস্র আকার ধারণ করে। জনগণ এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় কারণ, এই আদেশ হাজার হাজার কর্মপ্রার্থীর কাছে চাকুরীর সুযোগ সংকুচিত করে। কেউ কেউ অনুভব করে যে, ভারতে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। তাদের মতে সরকারী চাকুরীতে যেহেতু পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব যথেষ্ট নয়। সংরক্ষণ ব্যবস্থা তাদেরকে এই ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে।

অন্য একদল ভাবেন এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা অন্যায্য। এর ফলে যারা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অধিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা সরকারি চাকুরি পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। কেউ কেউ বলেন এই ব্যবস্থা জনগণের মধ্যে সংকীর্ণ জাতপাতের মানসিকতা চিরস্থায়ী করবে। ফলে জাতীয় ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই সিদ্ধান্তটি ভালো কি খারাপ এবিষয়ে আমরা আলোচনা করবনা। এখানে এ উদাহরণ আমরা গ্রহণ করেছি শুধু কীভাবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ এবং কার্যকর করা হয় এবিষয়টি বোঝানোর জন্য।

কে এ সমস্যার সমাধান করেছে? তোমরা জান যে, সরকারি সিদ্ধান্তে উদ্ভূত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ভারতে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট স্থাপন করা হয়। কয়েকজন নাগরিক এবং সংগঠন এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে আদালতে অনেকগুলি মামলা করেন। তারা সরকারের আদেশকে স্থগিত ও বাতিল করার আবেদন জানান। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এবিষয়ে সকল আবেদন একত্রিভূত করে বিচার কার্য শুরু করেন। এই মামলা 'ইন্দিরা সোনি' (Indian Sawfiney and thers Vs Union of India case) এবং অন্যান্য বনাম 'ভারত সরকার মামলা' নামে পরিচিত। সুপ্রিম কোর্টের এগারজন বিচারক উভয় পক্ষের যুক্তিগুলি শুনেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের সমর্থনে সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯২ সালে সরকারের আদেশটি বৈধ বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশের মূল স্মারকপত্রটির কিছু সংশোধনের কথা বলেন। আদালত বলে যে, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠিত জনগণকে এই সংরক্ষণের আওতার বাইরে রাখার জন্য। আদালতের আদেশকে মান্যতা দিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ১৯৯৩ সালে ৮ সেপ্টেম্বর একটি সংশোধিত স্মারক লিপি জারি করে। এই ভাবে এই বিতর্কের অবসান ঘটে এবং সেই থেকে এই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

©GCMMF India

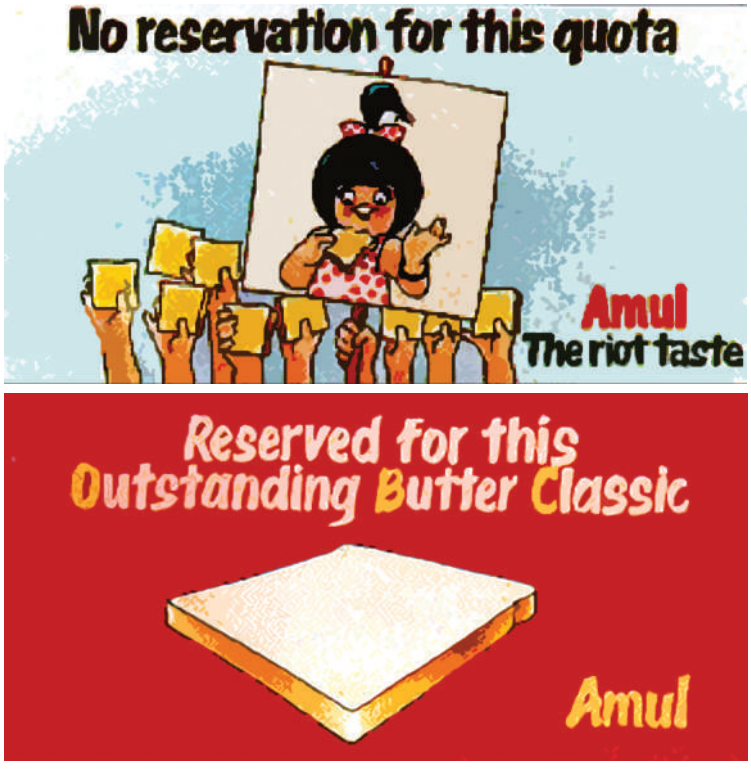

পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণের এই মামলায় কে কী ভূমিকা পালন করেছে?

সুপ্রিম কোর্ট	এটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন।
মন্ত্রীসভা	এটি স্মারক লিপির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন।
রাষ্ট্রপতি	চাকুরীর ক্ষেত্রে ২৭শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
সরকারি আধিকারিকগণ	সংরক্ষণকে বৈধ বলে মান্যতা দেন।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা
(Need for Political Institutions)

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

সরকার কীভাবে কাজ করে তার একটি উদাহরণ আমরা এখানে দেখেছি। দেশ শাসনের জন্য এরকম অনেক কাজ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। জনগণ থেকে সংগৃহীত করের অর্থ দিয়ে সরকার প্রশাসন, প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চালায়। সরকার অনেক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা তৈরী এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। কয়েকজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই সকল কাজকর্ম পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। যদি এই সিদ্ধান্তে কোনো ভুল থাকে অথবা এগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে কোনটা ভুল এবং কোনটা ঠিক এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব অন্য কয়েকজন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত থাকে। যে কোনো বিষয়ে কাজ করার জন্য কে দায়িত্বপ্রাপ্ত তা জানা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ । এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে, একবার কোনো উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হলে তার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের পরিবর্তন ঘটলেও তা চলতেই থাকবে।

সুতরাং এসকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক উপায় অবলম্বন করা হয়। এই উপায়গুলিকেই প্রতিষ্ঠান বলে। প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথভাবে কাজ করলেই গণতন্ত্র সফল হয়। তাই সবদেশের সংবিধানে এই সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আইনের নির্দেশ থাকে। উপরের উদাহরণে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ভিন্ন ভিন্ন কাজ।

❖ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভা এমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যারা সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

❖ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তারা সম্মিলিতভাবে একাজ করে থাকে।

❖ সুপ্রিমকোর্ট এমন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যেখানে নাগরিক ও সরকারের মধ্যে বিরোধের চূড়ান্ত মিমাংসা হয়।

তুমি কি এই ধরণের আরো প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ দিতে পার? তাদের ভূমিকা কী রূপ?

এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম খুব সহজ সাধ্য নয়। সকল প্রতিষ্ঠানই সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুনের অধীন। এই সব আইন কানুন দ্বারা সকল নিয়ন্ত্রিত। প্রতিষ্ঠানগুলিকে সভা সমিতির আয়োজন করতে হয়। কমিটি গঠন করতে হয় এবং কর্মসূচী তৈরি করতে হয়। যার ফলে অযথা বিলম্ব ঘটে এবং নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো এসকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করা হতাশা ব্যঞ্জক হয়ে উঠে। একারণে কেউ কেউ মনে করেন আইন, নিয়মকানুন, নির্দিষ্ট পদ্ধতি, সভা সমিতি ও আলাপ আলোচনা ছাড়াই একজন ব্যক্তি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অধিক কাম্য। কিন্তু এটা গণতন্ত্রের মূল শক্তি নয়। প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজকর্মে অধিক সময় ব্যয় এবং নানা জটিলতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশেষ উপযোগী। কারণ এরফলে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও তাদের পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ থাকে। এভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি নানা জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করে জনকল্যাণকামী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে থাকে। অবশ্য তারা কোন ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে। একারণে গণতান্ত্রিক সরকার প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মে বেশি উৎসাহিত হয়।

কোন প্রতিষ্ঠানগুলি তোমার স্কুল পরিচালনায় সাহায্য করছে? স্কুল পরিচালনা কমিটির সাহায্য ছাড়াই কোনো একজন ব্যক্তি যদি এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করে তবে স্কুলগুলি কি আরো ভালো চলবে?

৫.২ পার্লামেন্ট (Parliament) :

পূর্বে উল্লেখিত সরকারি স্মারক লিপি সংক্রান্ত উদাহরণে সংসদের ভূমিকা কি তুমি মনে করতে পার? সম্ভবত না। যতক্ষণ পর্যন্ত সংসদ এবিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মনে হতে পারে যে, সংসদের কোনো ভূমিকা নাই। কিন্তু পার্লামেন্ট যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে উদাহরণটি স্মরণ করি। সেখানে যে বাক্যগুলি নিম্নলিখিত মন্তব্য সহ শেষ হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছি।

- ❖ মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচিত হয় .....।
- ❖ ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন ...।
- ❖ প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দেন ....।

সিদ্ধান্তগুলি সংসদে সরাসরি গৃহীত হয়নি কিন্তু মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের উপর সংসদের আলাপ আলোচনা সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করে। সাংসদগণ মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য সরকারের উপর চাপসৃষ্টি করে। সংসদ যদি এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে না থাকত তবে সরকারের পক্ষে এবিষয়ে অগ্রসর হওয়া কঠিন ছিল। তুমি কী অনুমান করতে পার কেন? পূর্ববর্তী শ্রেণিকক্ষে সংসদ সম্পর্কে তুমি যা পড়েছ তা স্মরণ কর এবং কল্পনা কর মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংসদের অনুমোদন না থাকলে কী ঘটত?

Irfan Khan

আমাদের সংসদ বা পার্লামেন্ট কেন প্রয়োজন ? (Why do we need a Parliament?)

গণতন্ত্রে জনগণের পক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মিলিতসভা চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। ভারতবর্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জাতীয় সভাকে পার্লামেন্ট বা সংসদ বলে। রাজ্যস্তরে এধরনের প্রতিনিধি সভাকে বলে রাজ্য আইনসভা বা বিধানসভা। বিভিন্ন দেশের আইনসভার ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকতে পারে কিন্তু প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে এধরণের প্রতিনিধিসভা বা আইনসভা থাকা একান্ত আবশ্যকীয়। বিভিন্ন উপায়ে এই আইনসভা জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করে থাকে।

১) পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের আইনসভা বা সংসদের হাতে আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। এই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই এই প্রতিনিধি সভাকে আইনসভা বা বিধানমণ্ডল বলা হয়। পৃথিবীর সকল দেশের পার্লামেন্ট নতুন আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের পরিবর্তন অথবা বাতিল এবং তার পরিবর্তে অন্য নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারে।

২) পৃথিবীর সকল দেশের পার্লামেন্ট সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে। ভারতের মতো দেশে এই ক্ষমতা সরাসরি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ভোগ করে। পার্লামেন্টের সমর্থন থাকে বলেই সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৩) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সরকারের উপর পার্লামেন্ট বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। বেশিরভাগ দেশেই পার্লামেন্টের অনুমতি নিয়ে সরকার অর্থ ব্যয় করে।

৪) যে কোনো দেশে বিভিন্ন জনস্বার্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং জাতীয় নীতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও বিতর্ক করার জন্য পার্লামেন্টই হল সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। পার্লামেন্ট সরকারের কাছে যে কোনো বিষয়ে তথ্য সরবরাহের দাবী করতে পারে।

পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ

(Two Houses of Parliament)

আধুনিক গণতন্ত্রে পার্লামেন্ট যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে কারণে বৃহৎ রাষ্ট্র সমূহে আইনসভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য পার্লামেন্টকে দুটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে চেম্বার বা কক্ষ সভা বলা হয়। এদের একটি কক্ষের সদস্যরা জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হন এবং জনগণের পক্ষে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন। দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যরা সাধারণত পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং কতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। দ্বিতীয় কক্ষের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, প্রাদেশিক রাজ্য, অঞ্চল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বার্থ সুরক্ষিত করা।

আমাদের দেশে পার্লামেন্ট দুটি কক্ষে বিভক্ত। এগুলি হল, রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ) এবং লোকসভা (নিম্ন কক্ষ)। এই দুটি কক্ষের সদস্য না হয়েও রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ। একারণে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সম্মতিতে গৃহীত খসড়া প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করলেই সেটি আইনে পরিণত হয়।

পূর্ববর্তী শ্রেণিতে ভারতের পার্লামেন্ট সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানলাভ করেছ। চতুর্থ অধ্যায়ে তুমি দেখেছ কীভাবে ভারতে লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে চলো এখন তা পুনরায় স্মরণ করি।

নিম্নে উল্লেখিত লোকসভা এবং রাজ্যসভা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ।

- মোট সদস্য সংখ্যা কত ?
- কারা সদস্যদের নির্বাচিত করেন ?
- তাদের কার্যকালের মেয়াদ কত বছর ?
- এই কক্ষ কি ভেঙ্গে দেওয়া যায় ? অথবা এটি কি একটি স্থায়ী কক্ষ ?

এই দুটির মধ্যে কোন কক্ষটি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ? রাজ্যসভাকে উচ্চকক্ষ বলা হয় বলে একে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন বলে মনে হতে পারে এবং অনুরূপভাবে লোকসভাকে নিম্নকক্ষ বলা হয় বলে এর ক্ষমতা কম। কিন্তু বাস্তবে রাজ্যসভা লোকসভার তুলনায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন নয়। এরূপ বলার পেছনে রয়েছে কথা বলার একটি প্রাচীন রীতি যা সংবিধানে ব্যবহৃত ভাষার প্রকৃত অর্থ নয়।

আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রাদেশিক রাজ্য সমূহের স্বার্থ সম্বলিত কতগুলি বিষয়ে রাজ্য সভার হাতে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোকসভা অধিক ক্ষমতা ভোগ করে চলো দেখি তা কিভাবে হয়।

১। যে কোনো সাধারণ আইনের ক্ষেত্রে দুটি কক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু কোনো বিষয়ে এই দুটি কক্ষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উভয় কক্ষের সদস্যগণ যুগ্ম অধিবেশনে একত্রে বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য সদস্যের কারণে লোকসভার মতামতই অধিক গুরুত্ব লাভ করে।

২। আর্থিক ক্ষেত্রে লোকসভা অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট বা অর্থ বিষয়ক কোনো আইন রাজ্যসভা বাতিল করতে পারেনা। এক্ষেত্রে রাজ্যসভা ১৪ দিন দেরি করতে পারে অথবা এবিষয়ে পরিবর্তনের জন্য কোনো পরামর্শ দিতে পারে। লোকসভা রাজ্যসভার এই পরামর্শ মানতে বাধ্য নয়।

৩। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, একমাত্র লোকসভাই মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। যদি লোকসভার বেশিরভাগ সদস্য সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করেন তবে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সকল সদস্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। রাজ্যসভার হাতে এরূপ কোনো ক্ষমতা নাই।

যেহেতু আমরা জানি, যে রাজনৈতিক পার্টির সরকার তার প্রভাব বেশি থাকে তবু কেন সংসদে এতো তর্ক এবং আলোচনা হয় ?

নিজে করো

পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক দিন দূরদর্শনে লোকসভা ও রাজ্যসভার কাজকর্ম সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবেদন পরিবেশন করা হয়। ঐ সব সংবাদ ও প্রতিবেদন থেকে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা কর।

- পার্লামেন্টের দুটি কক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।
- অধ্যক্ষের ভূমিকা।
- বিরোধী দলের ভূমিকা।

লোকসভার একটি দিন
(A day in the life of the Lok Sabha)

৭ ডিসেম্বর ২০০৪ দিনটি ছিল ১৪তম লোকসভার একটি সাধারণ দিন। ঐ দিন লোকসভায় যা যা ঘটে ছিল তার প্রতি দৃষ্টি দেই এবং সে দিনের কার্যাবলী থেকে লোকসভার ক্ষমতাগুলি চিহ্নিত করি। এবিষয়গুলি তুমি শ্রেণি কক্ষে অভিনয় করে দেখাতে পার।

সকাল ১১টা : বিভিন্ন মন্ত্রীগণ লোকসভায় উত্থাপিত ২৫০টি প্রশ্নের লিখিত উত্তর দেন। এ প্রশ্নগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ।

❖ কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালানোর জন্য সরকারের বর্তমান নীতি কী?

❖ উপজাতিদের বিরুদ্ধে কত সংখ্যক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে? এক্ষেত্রে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনের সংখ্যা কত?

❖ বড় বড় ঔষধ কোম্পানী কর্তৃক ক্রমাগত ঔষধের মূল্যবৃদ্ধি হ্রাসে সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

বেলা ১২টা : বিপুল পরিমাণ সরকারি নথি আলোচনার জন্য পেশ করা হয়। সেগুলি ছিল —

❖ ইন্দো-তিব্বতীয় সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর নিয়োগ সংক্রান্ত আইন।

❖ খরগপুর আই আই টির (I.I.T) বার্ষিক প্রতিবেদন।

❖ বিশাখাপত্তনমের রাষ্ট্রীয় ইস্পাত নিগমের হিসাব নিকাশ ইত্যাদি।

বেলা ১২:০২টা : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন পরিষদের মন্ত্রী উত্তর পূর্বাঞ্চলর কাউন্সিলকে নতুন ভাবে গঠন করার কথা বলেন।

রেল দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী বাজেট বহির্ভূত অতিরিক্ত অনুদান বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০০৪ সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন বিলটি পেশ করেন। কেন এ বিষয়ে সরকার একটি অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করতে যাচ্ছেন। এবিষয়েও তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন।

বেলা ১২.১৪ : সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। যেমন—

❖ তেহেলকা মামলায় বিভিন্ন নেতাদের বিরুদ্ধে সি.বি.আই এর প্রতি হিংসামূলক ব্যবহার।

❖ সংবিধানে রাজস্থানের ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা।

❖ অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষক ও কৃষিক শ্রমিকদের বীমা নীতির পুনঃণবীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

বেলা ২.২৬ : সরকারের প্রস্তাবিত দুটি বিল অনুমোদন এবং পাশ । এগুলি ছিল—

❖ নিরাপত্তা আইন (সংশোধিত) বিল।

❖ জমিন ও ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত আইন (সংশোধিত) বিল।

বিকাল ৪টা : পরিশেষে সরকারের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং ইরাকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে নিরপেক্ষ থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন।

সন্ধ্যা : ৭.১৭ ঃ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং আগামী দিনের জন্য অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

৫.৩ রাজনৈতিক প্রশাসক (Political Executive) :

এই অধ্যায়ের শুরুতেই যে সরকারি স্মারকলিপির উল্লেখ ছিল তা কি তুমি মনে করতে পার? সেখানে আমরা দেখেছি যিনি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন তিনি কিন্তু সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি অন্য কারো দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করেছেন মাত্র। ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা উল্লেখ করেছি। আমরা আরো জানি যে, লোকসভার সমর্থন ছাড়া তিনি এই ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সেই অর্থে তিনি শুধু পার্লামেন্টের ইচ্ছাকেই কার্যকর করেছেন মাত্র।

এভাবে আমরা দেখি সরকারের বিভিন্ন স্তরে কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কিছু ব্যক্তির হাতে দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকে কিন্তু তারা জনগণের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নন। এই সকল ব্যক্তিগণকে প্রশাসক বলা হয়। তাদের প্রশাসক বলার কারণ হল তারা সরকারের গৃহীত নীতি কার্যকর করার অধিকারী। এইভাবে যখন আমরা সরকার সম্পর্কে কিছু বলব তখন তার সাধারণ অর্থ দাড়ায় সরকারের প্রশাসন।

রাজনৈতিক এবং স্থায়ী প্রশাসক (Political and Permanent Executive)

গণতান্ত্রিক দেশ সমূহের শাসন ব্যবস্থায় দুধরনের প্রশাসক দেখতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণির প্রশাসক জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তাদেরকে রাজনৈতিক প্রশাসক বলে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যারা দেশের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারাই এই শ্রেণিভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত প্রশাসকগণ দীর্ঘ সময়ের জন্য নিযুক্ত হন। তাদেরকে স্থায়ী প্রশাসক বা জনপালন কৃত্যক বলা হয়। যারা জনপালন কৃত্যক কাজ করেন তাদেরকে জনপালন কৃত্যর্কের বা সরকারের স্থায়ী কর্মচারী বলা হয়। সরকারের পরিবর্তন ঘটলেও তারা তাদের চাকুরীতে বহাল থাকে। এই সকল সরকারি আধিকারিকগণ রাজনৈতিক প্রশাসকের অধীনে কাজ করেন। এবং প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনায় সহায়তা করেন। পূর্বে উল্লেখিত স্মারকলিপির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রশাসক ও অরাজনৈতিক প্রশাসকের ভূমিকা কি তোমার মনে পরে?

তুমি প্রশ্ন করতে পার কেন রাজনৈতিক প্রশাসকগণ অরাজনৈতিক প্রশাসকের তুলনায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ? কেন সরকারি আধিকারিকের তুলনায় মন্ত্রীগণ এতবেশি ক্ষমতাবান? সরকারি আধিকারীকগণ সাধারণত অনেক বেশি শিক্ষিত হন এবং কাজকর্মে অত্যন্ত দক্ষ থাকেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাগণ অর্থনৈতিক বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ। কোনো কোনো সময় মন্ত্রীগণ তার মন্ত্রণালয়ের কারিগরী বিষয় সম্পর্কে খুব কম জানেন। এরকম দেখতে পাওয়া যায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী এবং খনি মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে। তবে এই সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণ কেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী?

এর কারণ খুব সহজ। গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। মন্ত্রীগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে জনগণের পক্ষে তাদের আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। যেকোনো সিদ্ধান্তের জন্য তাকে জনগণের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়। একারণেই মন্ত্রীগণ সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কোনো উদ্দেশে, কোন নীতির উপর ভিত্তি করে কি ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে মন্ত্রীগণ খসড়া পরিকল্পনা করেন। মন্ত্রীগণ তাদের মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে সুদক্ষ হবেন এমন কেউ আশা করেনা বা তিনি নিজেও তা নন। মন্ত্রণালয়ের সকল কারিগরি বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাধিক মতামত উপস্থিত করা হয়। এই সকল মতামতের উপর ভিত্তি করে মন্ত্রীগণই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আসলে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেই এরকম ঘটে থাকে। দেশের সার্বিক স্বার্থে কোন বিষয়টি উপযোগী হবে এটা যারা ভালোভাবে বোঝেন তারাই দক্ষ ব্যক্তিদের পরিবর্তে সিদ্ধান্তগুলি নেন। দক্ষ ব্যক্তিগণ শুধু পথ নির্দেশ করতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে লক্ষ্য স্থির করেছেন অন্যরা। গণতন্ত্রে নির্বাচিত মন্ত্রীগণই এই ভূমিকা পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ
(Prime Minister and Council of Ministers)

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

মন্ত্রী হওয়ার প্রতিযোগিতা নতুন কিছু নয়। ১৯৬২ সালে নির্বাচনের পর নেহেরুর মন্ত্রীসভায় স্থান পাওয়ার জন্য অপেক্ষারত নির্বাচিত সদস্যদের উপর এই চিত্র। তুমি কী বলতে পার কেন মন্ত্রী হওয়ার জন্য এই প্রতিযোগিতা?

প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদিও সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন না। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছামতো কাউকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করতে পারেননা। সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা বা নেত্রীকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। কোনো দল বা জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলে রাষ্ট্রপতি এমন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করেন যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সাধারণত প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই। তিনি যতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা থাকেন ততদিনই প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী নিযুক্তির পর রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করেন। লোকসভার নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের প্রতিনিধিরাই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পার্লামেন্টের সদস্যদের মধ্যে কাকে মন্ত্রী করা হবে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন। কখনো কখনো পার্লামেন্টের সদস্য নন এমন ব্যক্তি কেউ মন্ত্রী সভায় স্থান দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে তাঁকে ছয়মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের যেকোনো কক্ষের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে হয়।

সকল মন্ত্রীদের নিয়েই মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়। এতে বিভিন্ন স্তরে সাধারণত ৬০-৮০জন মন্ত্রী থাকে।

❖ **পূর্ণমন্ত্রী** ঃ সাধারণত শাসকদলের প্রথম সারির নেতারা যারা সরকারের প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন এদের পূর্ণমন্ত্রী বলে। সাধারণত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্ণমন্ত্রীরাই অংশ গ্রহণ করেন। এইভাবে ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। প্রায় ২০ জন মন্ত্রী নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়।

❖ স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্যমন্ত্রীগণ সাধারণত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকেন। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হলেই তাঁরা মন্ত্রীপরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

❖ পূর্ণমন্ত্রীদের সহায়তা করার জন্য থাকেন রাজ্য মন্ত্রীগণ।

সকল মন্ত্রীদের পক্ষে সব সময় একত্রে মিলিত হয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সাধারণত পূর্ণমন্ত্রীগণই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। একারণেই সংসদীয় গণতন্ত্রে বেশিরভাগ দেশের সরকার পরিষদীয় সরকার হিসাবে পরিচিত। মন্ত্রী পরিষদ একটি ঐক্যবদ্ধ সংস্থা হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন মন্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে। কিন্তু মন্ত্রীসভায় প্রতিটি সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয়। ভিন্ন মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের কোনো বিষয়ে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মন্ত্রীগণ প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে পারেননা। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ে কাজকর্ম পরিচালনার জন্য থাকেন সচিবগণ যারা আসলে সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। এই সচিবগণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মন্ত্রীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সরবরাহ করেন। মন্ত্রী পরিষদের কাজকর্মের সহায়তার জন্য থাকে ক্যাবিনেট সচিবগণ। এরমধ্যে আছেন অনেক অভিজ্ঞ সরকারি আধিকারিক যারা বিভিন্ন মন্ত্রীদের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

নিজে করো

❖ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যস্তরে পাঁচজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর নাম ও তাদের মন্ত্রণালয়ের (দপ্তরের) একটি তালিকা তৈরি কর।

❖ তোমার শহরের পৌর পরিষদের মেয়র-এর সাথে অথবা জেলা পরিষদের সভাধিপতির সাথে সাক্ষাৎ কর এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর কীভাবে তিনি নগর, শহর বা জেলায় প্রশাসন পরিচালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা (Powers of the Prime Minister)

প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্পর্ক বা ক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধানে বিস্তারিত উল্লেখ নেই। কিন্তু সরকারের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মন্ত্রীসভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন এমনকি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন। তিনি সকল দপ্তরের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেন। সমস্ত মন্ত্রীগণ তার নেতৃত্বে কাজ করেন। তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন বা পুনর্বন্টন করে থাকেন। কোনো মন্ত্রীকে অপসারণ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সমস্ত মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়।

এভাবে দেখা যায় অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই ভারতের মন্ত্রীসভা একটি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠে। সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর প্রায় সকল সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে এবং এ কারণে এধরণের সংসদীয় সরকারকে কখনো কখনো প্রধানমন্ত্রীর সরকার হিসাবে গণ্য করা হয়। রাজনীতিতে দলের ক্ষমতা অপরিসীম তাই প্রধানমন্ত্রী দলীয় ক্ষমতা দ্বারা মন্ত্রীপরিষদ এবং সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংবাদ মাধ্যমগুলি এই রাজনীতি ও নির্বাচনকে দলীয় নেতাদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে তুলে ধরে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি প্রধানমন্ত্রীর হাতে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী

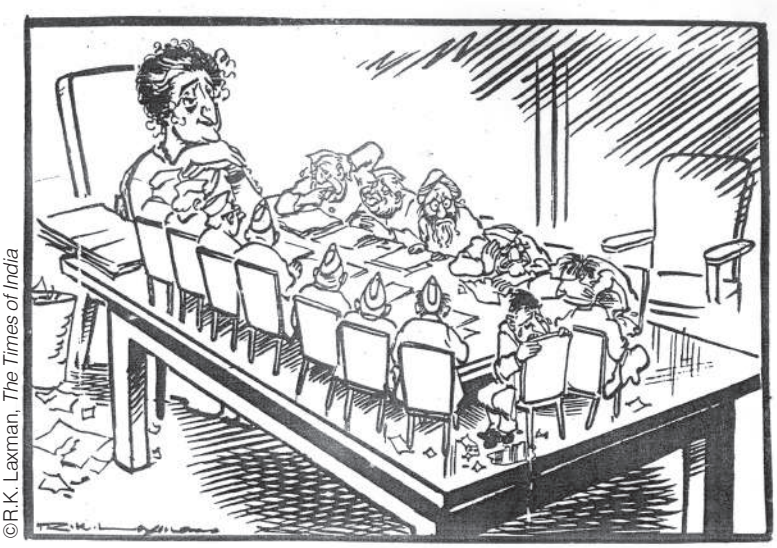

©R.K. Laxman, *The Times of India*

ব্যঙ্গচিত্রটি পড়ো

১৯৭০ দশকের প্রথম দিকে ইন্দিরা গান্ধী যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার চিত্র নিয়ে এই চিত্র। তুমি কি মনে কর, এধরণের চিত্র অংকন করা যেতে পারে এমন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যিনি ইন্দিরা গান্ধীকে অনুসরণ করেছে?

জওহরলাল নেহেরু অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন বলে তিনি অপরিসীম কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হন। ইন্দিরা গান্ধীও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিলেন। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী কতটা প্রভাবশালী হবেন তা নির্ভর করে পদাধিকারীর যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের উপর।

যদিও সাম্প্রতিক কালে জোট রাজনীতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার উপর বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিজের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। তাকে নিজের দলের গোষ্ঠী ও কাজকর্মের পাশাপাশি জোট সঙ্গী দলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। জোটসঙ্গী এবং দলের সদস্য যাদের সমর্থনে তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাদের মতামত ও অবস্থানের প্রতিও তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

রাষ্ট্রপতি (The President)

প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান আর রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রের প্রধান। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। ব্রিটেনের রাণীর মত ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলিও আনুষ্ঠানিক। ভারতের রাষ্ট্রপতি দেশের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন।

রাষ্ট্রপতি জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত নন। পার্লামেন্ট এবং বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক তিনি

এই পুস্তকে রাষ্ট্রপতি বোঝাতে কেন মহিলা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে? আমাদের দেশে কি কখনো মহিলা রাষ্ট্রপতি ছিলেন?

এই পুস্তকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সব সময় পুরুষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা দেখে তুমি কি কখনো প্রতিবাদ করেছ? কেন আমাদের মনে হয় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী পুরুষরাই হবে?

নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট লাভ করেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি যাতে সমগ্র জাতির নেতা হিসাবে গণ্য হন এটা নিশ্চিত করতে এরূপ ব্যবস্থা। পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি কখনোই সরাসরি জনসমর্থন লাভের ব্যবস্থা করতে পারবেন না যা প্রধানমন্ত্রী পারেন। এই ব্যবস্থার ফলে রাষ্ট্রপতি কেবল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে থাকতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসংক্রান্ত বিষয়েও একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। তুমি যদি ভারতের সংবিধান পাঠ কর তাহলে দেখবে সেখানে এমন কিছু নেই যা তিনি করতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির নামেই সরকারের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালিত হয়। দেশের সকল আইন এবং সরকার কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ রাষ্ট্রপতির নামেই প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রপতির নামেই সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তি হয়। যেমন, ভারতের প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতিগণ, বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, রাজ্যের রাজ্যপালগণ, নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতীয় দূত ইত্যাদি সকল গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীগণ রাষ্ট্রপতির দ্বারাই নিযুক্ত হন। সকল আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি তাঁর নামেই সম্পন্ন হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী এ সমস্ত কাজ করে থাকেন। অবশ্য রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার কথা বলতে পারেন কিন্তু পুনরায় যদি একই উপদেশ বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে তিনি তা মানতে বাধ্য। অনুরূপভাবে পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত কোনো খসড়া বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে আইনের পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে পাঠিয়ে বিলম্ব ঘটাতে পারেন। কিন্তু পার্লামেন্ট পুনরায় বিলটিকে অনুমোদন করলে তিনি তা মানতে বাধ্য থাকবেন।

রাষ্ট্রপতি আসলে কি করতে পারেন এটা ভেবে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছো? তিনি কি নিজের মতো করে সব কিছু করতে পারেন? রাষ্ট্রপতি নিজের ইচ্ছামতো যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পারেন তাহল বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করা। যখন কোনো দল বা জোট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে

Press Information Bureau

২০১৪ সালের ২৬মে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী শ্রীনরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করাচ্ছেন।

তখন তাদের নির্বাচিত নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য। কিন্তু যখন লোকসভার নির্বাচনে কোনো দল বা জোট সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারে তখন কেবল রাষ্ট্রপতি এবিষয়ে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি এমন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করতে পারেন যিনি লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হবেন বলে তিনি মনে করেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি নতুন কোনো ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্তি দান করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য তাকে বলতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা (The Presidential System)

পৃথিবীর সকল দেশের রাষ্ট্রপতিগণ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির মতো নিয়মতান্ত্রিক নয়, বর্তমান পৃথিবীর বহু দেশে রাষ্ট্রপতিগণ একই সাথে সরকার ও রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে কাজ করেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এর প্রকৃত উদাহরণ। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হন। তিনি ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিযুক্ত করেন। সে দেশে এখনো আইন তৈরি করার ক্ষমতা আইনসভার (কংগ্রেস) উপর ন্যস্ত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এই আইনের উপর 'ভেটো' প্রয়োগ করতে পারেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি আইনসভার সমর্থন নিতে বাধ্য নন বা আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ নন। তাঁর কার্যকলাপের মেয়াদ চার বছর এবং আইনসভায় তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও তিনি তাঁর পদে বহাল থাকতে পারেন। এই ব্যবস্থা লাতিন আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অনুসরণ করে থাকে। এই ধরণের রাষ্ট্রপতি প্রধান সরকারকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে অনুসরণ করে আমাদের দেশে পার্লামেন্টকেই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে, একারণে আমাদের সরকারের ধরণকে সংসদীয় সরকার বলে অভিহিত করা হয়।

৫.৪ বিচার বিভাগ (The Judiciary)

আমরা যে স্মারক লিপি দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম পরিশেষে চলো আমরা সেই আলোচনায় ফিরে যাই। এই মুহূর্তে গল্পটি স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কল্পনা কর কিভাবে গল্পগুলি বিভিন্ন রকম হতে পারে। মনে রাখবে ঐ গল্পের একটি সন্তোষজনক সমাধান হয়েছিল কারণ সুপ্রিম কোর্ট এমন একটি আদেশ দান করেন যা সকল পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য। নিম্নলিখিত পরিস্থিতি গুলিতে কি হতে পারে কল্পনা কর।

- ❖ দেশে যদি সুপ্রিমকোর্টের মত কোনো প্রতিষ্ঠান না থাকে।
- ❖ সুপ্রিম কোর্টের মতো বিচার ব্যবস্থা আছে কিন্তু সরকারের কাজকর্মের বিচার করার কোনো ক্ষমতা নাই।
- ❖ সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা থাকলেও নিরপেক্ষ বিচার করবে একথা কেউ বিশ্বাস করে না।
- ❖ নিরপেক্ষ রায়দান করলেও যারা সরকারি আদেশের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হয়েছিলেন তারা সুপ্রিমকোর্টের আদেশে সন্তুষ্ট নন।

চিত্রটি পড়ো

গণতন্ত্রের জন্য কোনটি অধিক কাম্য? এমন একজন প্রধানমন্ত্রী যিনি নিজের ইচ্ছামত কাজকর্ম করেন অথবা এমন প্রধানমন্ত্রী যিনি তার কাজের জন্য অন্য কোনো নেতা বা দলের সাথে পরামর্শ করেন?

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

এলিনা, অনামিকা এবং মরিয়ম রাষ্ট্রপতি সংক্রান্ত ধারাগুলি পাঠ করে। এদের প্রত্যেকের কিছু প্রশ্ন ছিল। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে তুমি কি সাহায্যে করতে পার?

এলিনা : যদি কোনো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে মত বিরোধ তৈরি হয়, তবে কী হবে? এসকল ক্ষেত্রে কি সব সময় প্রধানমন্ত্রীর মতামতই অধিক গুরুত্ব লাভ করে।

অনামিকা : ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এটা জেনে আমার খুব মজা লাগছে। আমার বিশ্বাস ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি ভারী বন্দুক তুলতে সক্ষম হবেন না তাহলে তাকে কেন সর্বাধিনায়ক করা হল?

মরিয়ম : যদি দেশের সমস্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে তাহলে রাষ্ট্রপতির পদ রাখার গুরুত্ব কী?

রাজনৈতিক মতাদর্শ, আনুগত্য ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে আমেরিকায় বিচারক মনোনয়ন অতি স্বাভাবিক ঘটনা। ২০০৫ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বুশ সুপ্রিমকোর্টের কয়েকজন প্রার্থীকে বিচারক হিসাবে মনোনীত করার পর এই কল্পিত বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হয়। এই চিত্রটি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে কী অর্থ প্রকাশ করেছে? এধরণের চিত্র আমাদের দেশে দেখা যায় না কেন? এর অর্থ কি এই, আমাদের দেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন?

নিজে করো

সুপ্রিমকোর্ট কিংবা হাইকোর্টের মামলার ওপর সংবাদপত্রের প্রতিবেদনগুলি পড়। মামলার মূল রায় কী ছিল? হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিমকোর্ট পরবর্তীকালে এই রায়কে পরিবর্তন করেছেন কি? কারণগুলি কী ছিল?

এ কারণে গণতন্ত্রে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ এবং শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেশের সকল স্তরের আদালতগুলির সমন্বয়ে গঠিত হয় বিচার ব্যবস্থা। সমগ্র দেশের জন্য সুপ্রিম কোর্ট, রাজ্যগুলির জন্য থাকে হাইকোর্ট, জেলাস্তরে জেলা আদালত, স্থানীয় স্তরে নিম্ন আদালতগুলি নিয়েই ভারতের বিচার ব্যবস্থা গঠিত। ভারতে সুসংহত বিচার ব্যবস্থা বর্তমান। এর অর্থ সুপ্রিম কোর্ট এদেশে বিচার সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সমস্ত আদালত মানতে বাধ্য। এটি নিম্নলিখিত বিরোধের মীমাংসা করতে পারে।

- ❖ নাগরিকদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ।
- ❖ নাগরিক ও সরকারের মধ্যে বিরোধ।
- ❖ দুই বা ততোধিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ।
- ❖ বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিরোধ।

সুপ্রিম কোর্ট হল দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আপিল আদালত। এখানে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়।

স্বাধীন বিচার বিভাগের অর্থ হল যে, এটি আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। বিচারকগণ সরকার কিংবা সরকারি দলের নির্দেশ মতো কাজ করবে না। একারণেই সকল আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাব মুক্ত স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। এবিষয়ে ভারত বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচার পতির পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। বাস্তবে দেখা যায় সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ বিচারকরাই সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের নতুন বিচারকদের মনোনীত করেন। এরূপ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রশাসকদের হস্তক্ষেপের সুযোগ খুব কম। সুপ্রিমকোর্টের সবচেয়ে প্রবীণ বিচারককেই প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করাহয়। একবার কেউ হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হলে তাকে অপসারণ করা প্রায় অসম্ভব। এই অপসারণ পদ্ধতি ভারতের রাষ্ট্রপতির অপসারণের মতই অত্যন্ত জটিল। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত ইমপিচ্‌মেন্ট (মহাবিচার) এর মাধ্যমেই একমাত্র বিচারকদের অপসারণ করা যায়। ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে কখনো এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেনি।

ভারতের বিচার ব্যবস্থা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বিচার ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রণীত কোনো আইন সংবিধান লঙ্ঘন করলে সুপ্রিমকোর্ট কিংবা হাইকোর্ট বাতিল করে দিতে পারে। এভাবে ভারতের বিচারব্যবস্থা আইন কিংবা শাসন বিভাগের উপর সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখে। এই ব্যবস্থাকে

©M.E. Cohen, *National*, Cagle Cartoons Inc.

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা বলা হয়। সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে আদেশ জারি করতে পারেন যে, ভারতের সংবিধানের মূল কাঠামো পরিবর্তন করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই।

ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার এই স্বাধীন ক্ষমতা আদালতগুলিকে মৌলিক অধিকার রক্ষার অভিভাবকে পরিণত করেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কোনো নাগরিক আদালতে বিচারপ্রার্থী হতে পারে। সাম্প্রতিক কালে আদালতগুলি জনস্বার্থ সুরক্ষা এবং মানবাধিকারের উপর অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ ও নির্দেশ জারি করেছে। যে কোন জনস্বার্থ ব্যাহত হলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। এই মামলাকে জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা বলা হয়। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করতে আদালতগুলি হস্তক্ষেপ করতে পারে। তারা সরকারি আধিকারিকদের দুর্নীতি বন্ধ করতে পারে। একারণেই ভারতের বিচার ব্যবস্থা জনগণের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

কেন অনেকে সরকারের কোনও নির্ণয়ের বিরুদ্ধে আদালতে যায়?

নীচের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি করে যুক্তি উপস্থাপন করে দেখাও যে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন।

বিচারকদের নিয়োগ .....

বিচারকদের অপসারণ পদ্ধতি .....

বিচার বিভাগের ক্ষমতাসমূহ .....

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

জোট সরকার ঃ- দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল মিলে সরকার গঠন। সাধারণত আইনসভায় যখন কোনো একটি দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারে তখনই এধরণের সরকার হতে দেখা যায়।

শাসন বিভাগ ঃ একদল সরকারি আধিকারিক নিয়ে এ বিভাগ গঠিত। এরা দেশের আইন ও সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়ন করেন।

সরকার ঃ মানুষের স্বাভাবিক জীবন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এমন কতগুলি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যাদের প্রকল্প নির্ধারণ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং তা কার্যকর করার ক্ষমতা থাকে। বৃহৎ অর্থে সরকার দেশ শাসন করেন এবং দেশের সম্পদ রক্ষা ও নাগরিকদের নিরাপত্তা দান করেন।

বিচার বিভাগ ঃ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করে এবং বিভিন্ন বিবাদের আইন সম্মত সমাধান করে। দেশের সব ধরণের আদালতগুলি মিলিতভাবে বিচার বিভাগ পরিচালনা করেন।

আইন বিভাগ ঃ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। এমন একটি প্রতিষ্ঠান যারা দেশের প্রয়োজনে আইন তৈরি করে। তারা অর্থবিল ও বাজেট পেশ ও পাশ করেন, কার্যকর করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে কর ধার্য করেন।

সরকারি স্মারকলিপি ঃ সরকারি আধিকারিক কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি যার মধ্যে সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ থাকে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঃ দেশের রাজনৈতিক কাজকর্ম এবং সরকার পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান।

সংরক্ষণ ঃ সরকারি চাকুরী এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে দলিত, পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জাতি গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

রাষ্ট্র ঃ সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানা সমন্বিত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার থাকবে। স্থানীয় ও বৈদেশিক নীতি গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে। সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থাকে। সাধারণভাবে 'State' কথাটি রাষ্ট্র এবং জাতি (Nation) হিসাবে বোঝানো হয়। অন্যদিকে State কথাটি রাজ্য বা প্রদেশ বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়। যেমন ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটি State বা অঙ্গ রাজ্য।

অনুশীলন

১। তুমি যদি ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হও। নীচের কোন সিদ্ধান্তটি তুমি গ্রহণ করবে?

(অ) তোমার পছন্দের ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করবে।
(আ) লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করবে।
(ই) আইন সভার উভয় কক্ষে গৃহীত কোন বিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য প্রেরণ করবে।
(ঈ) তোমার পছন্দের কোনো নেতাকে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য হিসাবে মনোনীত করবে।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে কে রাজনৈতিক প্রশাসকের অংশ ঃ

(অ) জেলা সমাহর্তা।
(আ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবর সচিব।
(ই) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।
(ঈ) পুলিশের মহানির্দেশক।

৩। নীচের মন্তব্যগুলির মধ্যে কোনটি বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সঠিক নয় ঃ

(অ) পার্লামেন্ট কর্তৃক পাশ করা প্রতিটি আইনের ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের অনুমোদন প্রয়োজন।
(আ) বিচার বিভাগ সংবিধান লঙ্ঘনকারী যে কোনো আইন বাতিল করতে পারে।
(ই) বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীন সংস্থা।
(ঈ) অধিকার লঙ্ঘন হলে যে কোনো নাগরিক আদালতে বিচার প্রার্থী হতে পারে।

৪। নীচের কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দেশের প্রচলিত আইনের পরিবর্তন করতে পারে?

(অ) সুপ্রিম কোর্ট.

(আ) রাষ্ট্রপতি।

(ই) প্রধানমন্ত্রী।

(ঈ) পার্লামেন্ট।

৫। প্রকাশিত সংবাদগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মিল দেখাও ঃ

(অ) দেশ থেকে পাট রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	(ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
(আ) গ্রামীণ এলাকায় টেলিফোন পরিষেবা আরো বেশি সম্প্রসারণ করার ঘোষণা।	(খ) কৃষি, খাদ্য এবং গণবন্টন মন্ত্রণালয়।
(ই) গণবন্টন ব্যবস্থার অধীন চাল ও গমের বিক্রয়মূল্য হ্রাস করা হবে।	(গ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
(ঈ) পালস্ পোলিও সংক্রান্ত প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে।	(ঘ) শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
(উ) দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় কর্মরত সৈনিকদের ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	(ঙ) যোগাযোগ ও তথ্য সরবরাহ মন্ত্রণালয়।

৬। এই অধ্যায়ে আমরা যতগুলি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পড়েছি তার মধ্যে থেকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের নাম কর যেটি নিম্নলিখিত প্রতিটি কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত।

(অ) রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থা এবং জনকল্যাণের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত।

(আ) শেয়ার বাজার পরিচালন সংক্রান্ত আইনের উপর কমিটির সুপারিশগুলির অনুমোদন।

(ই) দুইটি রাজ্য সরকারের মধ্যে আইন সংক্রান্ত বিবাদের উপর সিদ্ধান্ত।

(ঈ) ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ত্রাণের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা।

৭। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কেন জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত হন না? সবচেয়ে বেশি যুক্তিপূর্ণ উত্তরটি পছন্দ কর এবং এর সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

(অ) সংসদীয় গণতন্ত্রে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা গোষ্ঠীর নেতাই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন।

(আ) মেয়াদপূর্ণ হওয়ার পূর্বেই লোকসভার সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদকে অপসারণ করতে পারেন।

(ই) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর নিযুক্তির কোনো প্রয়োজন নাই।

(ঈ) প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়।

অনুশীলন

৮। তিন বন্ধু মিলে একটি সিনেমায় গিয়ে দেখল সিনেমার নায়ক একদিনের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে অনেকগুলি পরিবর্তন সাধন করেছেন। ইমরান বলে আমাদের দেশে এরকম নেতার প্রয়োজন। রিজুবান এর মতে, এই ধরণের অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তিগত শাসন গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। শংকর বলে আরে এটা একটা কল্পকাহিনী। একদিনে এত কিছু করা কোনো মন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। এধরণের সিনেমা সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?

৯। একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে নকল পার্লামেন্ট প্রদর্শনের প্রস্তুতি নেন। তিনি দুইজন ছাত্রকে দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতার ভূমিকায় অভিনয় করতে বললেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত পছন্দের সুযোগ দিলেন। যাতে তারা নিজের ইচ্ছামত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ নকল লোকসভা বা নকল রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে তারা অভিনয় করতে পারেন। যদি তোমাকে এধরণের পছন্দ করণের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তুমি কোনটি পছন্দ করবে এবং কেন?

১০। সংরক্ষণ সংক্রান্ত আদেশের উদাহরণটি পড়ে আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনজন ছাত্র তিনটি ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বিচার বিভাগের ভূমিকা পাঠ করে তোমার কাছে কোন অভিমতটি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়?

(অ) শ্রীনিবাসের মতে সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু সরকারি সিদ্ধান্তের সাথে সহমত পোষণ করে তাই একে স্বাধীন বলা যায় না।

(আ) অঞ্জনার মতে, আমাদের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন একারণে যে, এটি সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করতে পারে। পরিবর্তন বা সংশোধণের জন্য সুপ্রিমকোর্ট সরকারকে নির্দেশ দিতে পারে।

(ই) বিজয় বললেন যে, আমাদের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও প্রথামাফিক নয়। এটি দুই বিপক্ষ দলের সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করে। এটি আদালত সমর্থক ও সমালোচকদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কাজ করে।

নিম্নলিখিত চারটি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত গত এক সপ্তাহের সংবাদ প্রতিবেদনগুলি সংগ্রহ কর এবং প্রতিটি বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কিত সংবাদগুলি পৃথক কর।

- আইন বিভাগের কাজ।
- রাজনৈতিক প্রশাসকের কাজ।
- জনপ্রশাসন আধিকারিকের কাজ।
- বিচার বিভাগের কাজ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ

DEMOCRATIC RIGHTS

ভূমিকা (Introduction)

পূর্বতন দুটি অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কীভাবে একটি গণতান্ত্রিক সরকার অবাধ ও দুর্নীতিমুক্ত ভোটের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচিত হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে শিখেছি যে গণতন্ত্র এমন কিছু সংগঠন ও সংস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যাদের সর্বদা নির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এগুলি আবশ্যকীয়, কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট নয়। গণতান্ত্রিক সরকারের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জনগণের সুরক্ষিত অধিকার সমূহ। এমনকী জনপ্রিয় শাসকদেরও কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থাকতে হয়। নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ সরকারের এই সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়।

এই পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা শুরু করেছি বাস্তব জীবনের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে যা আমাদের অধিকার বিহীন জীবনের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে সাহায্য করবে। প্রকৃত অর্থে অধিকার বলতে কী বোঝায় এবং এর প্রয়োজনীয়তা কী তা এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারবো। পূর্ববর্তী আলোচনায় ভারতের প্রেক্ষাপট উপস্থিত করা হয়। এ অধ্যায়ে ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার সমূহ ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা করা হবে। এরপর দেখবো কীভাবে জনগণ এই অধিকারগুলি ভোগ করতে পারে। কারা এই অধিকারগুলি প্রয়োগ করে বা সংরক্ষণ করে? সর্বশেষে আমরা দেখবো কীভাবে এই অধিকার সমূহের বিস্তৃতি ঘটে।

৬.১ অধিকার বিহীন জীবন (LIFE WITHOUT RIGHTS)

এই পুস্তকে আমরা 'অধিকার' কথাটি ব্যবহার উল্লেখ করেছি। তুমি স্মরণ করলে দেখবে পূর্ববর্তী পাঁচটি অধ্যায়েই অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিটি অধ্যায়ে অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা স্মরণ করে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করতে পার কি?

প্রথম অধ্যায় : পিনোশীটের অধীনে চিলি এবং জারুজেলস্কির পোল্যান্ড গণতান্ত্রিক ছিল না কারণ ... ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গণতন্ত্রের একটি সুসংহত সংজ্ঞা হবে এরকম ...

তৃতীয় অধ্যায় : আমাদের সংবিধান রচয়িতাগণ বিশ্বাস করতেন যে, নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলিই সংবিধানের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ ...

চতুর্থ অধ্যায় : প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ভারতীয় নাগরিকের ... দানের অধিকার এবং ... হবার অধিকার আছে।

পঞ্চম : যদি কোনো আইন সংবিধান বিরোধী হয়। তবে প্রত্যেক নাগরিকের এর বিরুদ্ধে ... করার অধিকার আছে।

এখন আমরা তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখব অধিকার না থাকলে বাস্তব জীবনে কী দুর্বিষহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

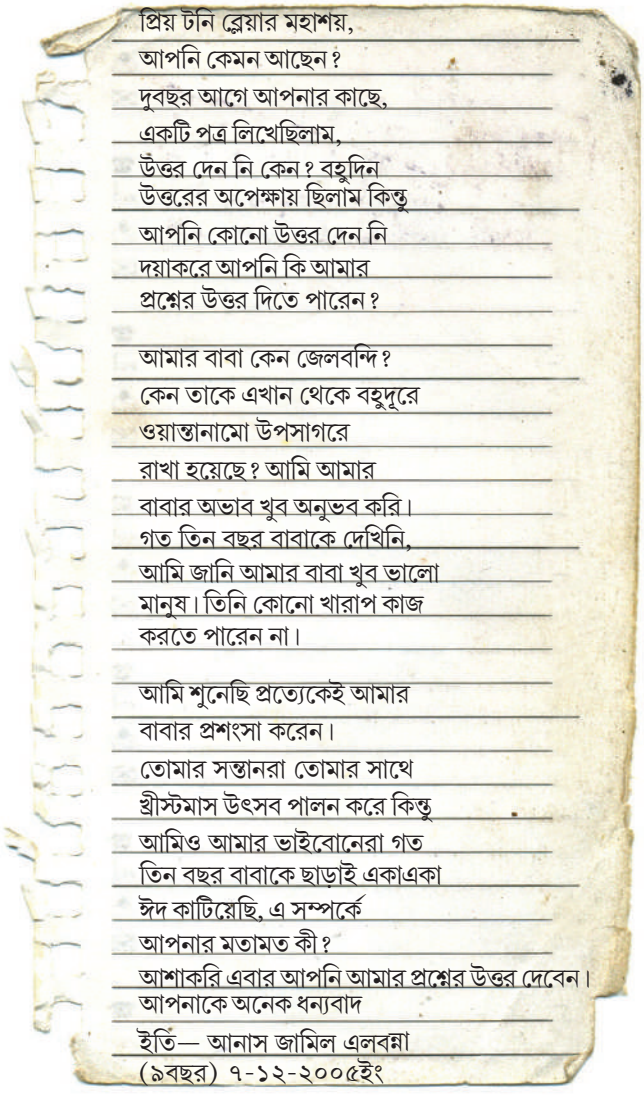

প্রিয় টনি ব্লেয়ার মহাশয়,
আপনি কেমন আছেন?
দুবছর আগে আপনার কাছে,
একটি পত্র লিখেছিলাম,
উত্তর দেন নি কেন? বহুদিন
উত্তরের অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু
আপনি কোনো উত্তর দেন নি
দয়াকরে আপনি কি আমার
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন?

আমার বাবা কেন জেলবন্দি?
কেন তাকে এখান থেকে বহুদূরে
ওয়ান্তানামো উপসাগরে
রাখা হয়েছে? আমি আমার
বাবার অভাব খুব অনুভব করি।
গত তিন বছর বাবাকে দেখিনি,
আমি জানি আমার বাবা খুব ভালো
মানুষ। তিনি কোনো খারাপ কাজ
করতে পারেন না।

আমি শুনেছি প্রত্যেকেই আমার
বাবার প্রশংসা করেন।
তোমার সন্তানরা তোমার সাথে
খ্রীস্টমাস উৎসব পালন করে কিন্তু
আমিও আমার ভাইবোনেরা গত
তিন বছর বাবাকে ছাড়াই একাএকা
ঈদ কাটিয়েছি, এ সম্পর্কে
আপনার মতামত কী?
আশাকরি এবার আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
ইতি— আনাস জামিল এলবন্না
(৯বছর) ৭-১২-২০০৫ইং

গুয়ান্তানামো উপসাগরের কারাগার (Prison in Guantanamo Bay) :

আমেরিকার সামরিক বাহিনী অত্যন্ত গোপনে পৃথিবী বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০০ ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে এসে কিউবার নিকটবর্তী গুয়ান্তানামো উপসাগরে আমেরিকার নৌবাহিনী নিয়ন্ত্রিত কারাগারে বন্দি করে রাখে। আনাসের বাবা জামিল-এল-বন্না তাদেরই একজন। আমেরিকা সরকারের মতে এই সকল ব্যক্তি "২০০১ সালের ১১ই মার্চ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত এবং তারা অবশ্যই আমেরিকার শত্রু। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সকল ব্যক্তিদের স্বদেশী সরকারকে এই বন্দি বিষয়ক কোন সংবাদ জানানো হয়নি। অন্যদের মতো এল বন্নার পরিবারও সংবাদ মাধ্যমে এই গ্রেপ্তারের সংবাদ পায়। বন্দিদের পরিবারের সদস্য সংবাদমাধ্যম এবং এমনকী রাষ্ট্র সংঘের প্রতিনিধিদেরও বন্দিদের সাথে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমেরিকার সামরিক বাহিনী তাদের গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে কারাগারে বন্দি করবে কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এব্যাপারে আমেরিকার আদালতে কোন বিচার হয়নি। এমনকি তাদের নিজের দেশের আদালতেও ন্যায় বিচার পাওয়া আবেদন তারা করতে পারেনি।

অ্যামন্যাস্টি ইন্টারন্যাশনাল, (Amnesty International) নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন গুয়ান্তানামো উপসাগর কারাগারে বন্দিদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে জানায় যে, আমেরিকার আইন

লঙ্ঘন করে কারাগারে বন্দিদের অকথ্য নির্যাতন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবন্দিরা যে ধরণের ব্যবহার পেয়ে থাকে এক্ষেত্রে তা-ও অস্বীকার করা হয়েছে। যুদ্ধবন্দিদের অনেকেই এর প্রতিবাদে অনশন আন্দোলন শুরু করে। তারা অপরাধী নয় এমন সরকারি ঘোষণার পরেও তাদেরকে মুক্ত করা হয়নি। রাষ্ট্রসংঘের একটি স্বাধীন সংস্থা অনুসন্ধান করে এসব জানতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বলেন গুয়ান্তানামো উপসাগরে এই কারাগার বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমেরিকান সরকার রাষ্ট্রসংঘের এই নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে।

সৌদি আরবে নাগরিক অধিকার সমূহ : (Citizen's Rights in Soudi Arabia)

গুয়ান্তানামো উপসাগরের ঘটনা একটি ব্যতিক্রম কারণ এখানে একটি রাষ্ট্রের সরকার অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার অস্বীকার করেছে। এখন আমরা সৌদি আরবের সরকারের অধীনে সেখানকার নাগরিকদের অবস্থা কীরূপ তার প্রতি দৃষ্টি দেব। নীচের ঘটনাগুলি লক্ষ কর:

❖ বংশানুক্রমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজারাই এদেশে শাসন করেন। শাসক নির্বাচন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনগণের কোনো ভূমিকা নেই।

❖ শাসন বিভাগের মতো আইনসভার প্রতিনিধিগণও রাজাদের দ্বারা মনোনীত। তিনি বিচারকদের নিয়োগ করেন এবং ইচ্ছামতো নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন।

❖ জনগণ কোনো রাজনৈতিক দল ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। রাজাদের পছন্দ নয় এমন কিছু সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশন করা যায়না।

❖ সে দেশে কোনো ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। প্রত্যেক নাগরিক ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া দরকার। অ-মুসলীম নাগরিকগণ ব্যক্তিগত ভাবে নিজস্ব ধর্ম পালন করতে পারবে তবে তা কখনোই প্রকাশ্যে নয়।

❖ মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক সরকারি বিধিনিষেধ রয়েছে। একজন পুরুষের বিবৃতি বা সাক্ষ্য দুজন নারীর সমান বলে বিবেচিত হয়। এটা শুধু সৌদি আরবের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। এরকম বহু বিধিনিষেধ ও শর্তাবলী পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে এখনো বর্তমান।

কসভোর গণ হত্যা : (Ethnic massacre in Kosovo)

তুমি হয়তো ভাবছো চরম রাজতন্ত্রে এরূপ সম্ভব কিন্তু সেখানে জনগণ নিজেদের শাসক নির্বাচন করতে পারে সেখানে সম্ভব নয়, তাহলে চলো কসভোর ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করি। পৃথক হওয়ার আগে কসভো ছিল যুগোশ্লাভিয়ার একটি প্রাদেশিক রাজ্য। এই প্রদেশের বেশিরভাগ জনগণ ছিল এলবেনিয়ান জাতিগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত কিন্তু সমগ্র দেশে সার্বরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। একজন সংকীর্ণমনা মৌলবাদী সার্ব জাতীয়তাবাদী নেতা মিলোশেভিক নির্বাচনে জয়লাভ করে। তার সরকার ছিল কসভো এলবেনিয়ানদের প্রতি নির্দয় ও শত্রুমনোভাবাপন্ন। তিনি চাইতেন সমগ্র দেশে সার্বদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হোক। বহু সার্বনেতার মতো কসভো এলবেনিয়ানরা হয় এদেশ ছেড়ে চলে যাক নতুবা সার্বদের প্রাধান্য মেনে নিক।

নিম্নোক্ত ঘটনাটি ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে কসভো শহরে একটি এলবেনিয়ান পরিবারের উপর সংগঠিত হয়।

৭৪ বছর বয়স্ক বৃদ্ধা বাতিশা হোকজা তার ৭৭ বছর বয়সী বৃদ্ধ স্বামী আইজেট-র সাথে রান্না ঘরে উনানের সামনে বসে আগুন পোহাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেলেও তারা বুঝতে পারেনি যে, সার্বিয়ান সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে কসভো শহরে প্রবেশ করেছে। কিছুক্ষণ পর তিনি দেখলেন ৫-৬জন সৈন্য তাদের সামনের দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করেছে। তারা চিৎকার করছিল —

"তোমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায়?"

... তারা বৃদ্ধ আইজেটের বুকে পর পর তিনটি গুলি ছোঁড়ে"

বাতিশা বলছিলেন চোখের সামনে তার স্বামী যখন মৃত্যু বরণ করছে তখন সৈন্যরা তার আঙ্গুল থেকে বিয়ের আঙটিটি খুলে নেয় এবং এদেশ থেকে চলে যাওয়ার জন্য হুমকী দিতে থাকে। তিনি বলেন, বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই সৈন্যরা তাদের বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। এক কাপড়ে অত্যন্ত অসহায়ভাবে স্বামী হারা এই বৃদ্ধা বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন।

যদি তুমি সার্ব হতে তাহলে তুমি কি মিলোশেভিক যা যা করেছিল তা সমর্থন করতে? সার্বদের প্রভুত্ব বজায় রাখা কি বাস্তবে সার্ব মানুষদের পক্ষে ছিল?

এই প্রতিবেদন সে সময়ে হাজার হাজার এলবেনিয়ানদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন হয় তার একটি নিদর্শন মাত্র। তুমি কি ভাবতে পার গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত একজন নেতার প্ররোচনায় সে দেশের সেনাবাহিনী এধরনের হত্যালীলা চালাতে পারে? এ ঘটনা ছিল বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মৌলবাদী জাতিগত গণহত্যার নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম। অবশেষে বহু দেশ এই গণহত্যা বন্ধের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। মিলোশেভিক ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে তার বিচারকার্য সম্পাদন হয়।

নিজে করো

- ইংল্যান্ডের টনি ব্লেয়ারের কাছে প্রেরিত আনাস জামিনের চিঠি পাঠ করে তোমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা জানিয়ে জামিলের কাছে একটি চিঠি লেখ।
- কসভোর বাতিশার কাছ থেকে ভারতের এমন একজন মহিলার কাছে চিঠি লেখ যিনি এধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন।
- রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাছে প্রেরণের জন্য সৌদি আরবের মহিলাদের পক্ষে একটি স্মারকলিপি তৈরি কর।

তোমার অগ্রগতি যাচাই করো

অধিকারবিহীন জীবনের এই তিনটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উদাহরণ উল্লেখ করো। নীচের নির্দেশগুলি অনুসরণ করো —

- নিরাপত্তারক্ষী কর্তৃক সংগঠিত হিংসার উপর প্রতিবেদন।
- অনশনরত বন্দিদের বলপূর্বক খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করার উপর প্রতিবেদন।
- দেশের কোন অঞ্চলে জাতিদাঙ্গার উপর প্রতিবেদন।
- মহিলাদের উপর অসম আচরণের উপর প্রতিবেদন।
- ভারতের উদাহরণের সাথে পুস্তকে উল্লেখিত ঘটনাগুলির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের একটি তালিকা তৈরি করো। প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে হুবহু ভারতের উদাহরণ বাধ্যতামূলক নয়।

৬.২ গণতন্ত্রে অধিকার সমূহ (RIGHTS IN A DEMOCRACY)

যে সকল উদাহরণ এখানে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি মনে করো। উল্লেখিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যেমন — গুয়ান্তানামো উপসাগরের কারাগারে বন্দ। সৌদি আরবের মহিলা এবং কসভোর আলবেনিয়ানদের সম্পর্কে চিন্তা করো। তুমি যদি তাদের অবস্থায় থাকতে তবে কী পাওয়ার আশা করতে? এ অবস্থায় এধরণের ঘটনা আর কারও উপর ঘটবে না এটা তুমি কীভাবে নিশ্চিত করবে?

তুমি সম্ভবত এমন একটি বিধিবদ্ধ পরিবেশ আশা কর যেখানে সকলের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং সততা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সেখানে কাউকে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া গ্রেপ্তার করা যাবে না। যদি কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় তবে তার আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ থাকবে। অবশ্য সবক্ষেত্রে এধরণের নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব হয়না। প্রত্যেকের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য ব্যক্তি বিশেষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি যুক্তিসঙ্গত অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। এই নিশ্চয়তা কাগজে বন্দি না থেকে আইন লংঘনকারীর শাস্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হোক এটা তুমি নিশ্চয়ই আশা কর। অন্যদিকে তুমি এমন একটি বিধিবদ্ধ পরিবেশ আশা কর যেখানে সবল দুর্বল, ধনী দরিদ্র এবং সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু সকলের জন্য ন্যূনতম কতগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম কানুনের নিশ্চয়তা থাকে। অধিকার সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে এটাই মূল ভিত্তি।

অধিকার কী ?
(What is Right?)

সমাজ রাষ্ট্র ও অন্যান্য লোকজনের কাছ থেকে যুক্তিগ্রাহ্য ও কাঙ্ক্ষিত চাহিদার অভিজ্ঞান হল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অধিকার। আমরা সবাই নিপীড়নের শিকার না হয়ে ভয়মুক্ত পরিবেশে সুখী জীবন যাপন করতে চাই। এ কারণে আমরা অন্যদের কাছে এমন ব্যবহার আশা করি, যা আমাদের ক্ষতি করে না বা মনে কষ্ট দেয় না। অনুরূপভাবে আমাদেরও উচিৎ অন্যদের ক্ষতি না করা বা মনে কষ্ট না দেওয়া। সুতরাং অধিকার লাভ তখনই সম্ভব হবে যখন তোমার দাবিগুলি অন্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অন্যদের ক্ষতি করা বা কষ্ট দেওয়ার কোনো অধিকার তোমার থাকতে পারে না। তোমার এমন কোন খেলা করার অধিকার নেই যার দ্বারা তুমি প্রতিবেশীর জানালা ভেঙে দিতে পার। যুগোশ্লাভিয়ার সমগ্র দেশটি শুধু তাদের জন্য সার্বিয়ানদের এমন দাবি করার কোনো অধিকার নাই। আমাদের দাবিগুলি অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হওয়া উচিৎ। আমাদের এমন দাবি করা উচিৎ যা অন্যদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং অপরের অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের দায়বদ্ধতার মাধ্যমে আমাদের অধিকার জন্মায়।

কোনো কিছু দাবি করলেই তা অধিকার হয়ে যায় না, তার জন্য সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন। সমাজের মধ্যেই অধিকার অর্থপূণ হয়ে ওঠে। প্রতিটি সমাজ কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন তৈরি করে। সেখানে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল এবিষয়ে দিক নির্দেশ থাকে। সমাজ যাকে ঠিক বলে স্বীকৃতি দান করে সেটাই ধীরে ধীরে অধিকারে পরিণত হয়। এই কারণে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে অধিকারের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। 'মহিলাদের ভোটের অধিকার থাকা উচিৎ' দু'শ বছর আগে এমন কথা কেউ বললে মানুষ অবাক হত কিন্তু বর্তমানে সৌদি আরবে মহিলাদের ভোটাধিকার নেই এমন কথা শুনে মানুষ বিস্মিত হয়।

সমাজ স্বীকৃত দাবিগুলি যখন লিখিত আকারে আইনে পরিণত হয় তখনই সেগুলি কার্যকরী হয়ে ওঠে। নতুবা এগুলি শুধু নৈতিক বা প্রাকৃতিক অধিকার হিসাবেই থেকে যায়। গুয়ান্তানামো উপসাগর বন্দিদের অপমানিত ও নির্যাতিত না হওয়ার নৈতিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও তারা এই অধিকার লাভের জন্য কোথাও যেতে পারেনি। অধিকারগুলি আইনের স্বীকৃতি লাভ করলেই তা বাস্তবে কার্যকরি হয়। আমরা তখন এ অধিকার দাবী করতে পারি। যখন কোনো ব্যক্তি বা সরকার এই সকল আইনের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন করেনা তখন সেটা হয় অধিকারের অপব্যবহার বা লঙ্ঘন। এরূপ পরিস্থিতিতে নাগরিকগণ অধিকার সুরক্ষার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। সুতরাং দাবিগুলি অধিকারে পরিণত হতে গেলে নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে। 'অধিকার হল জনগণের যুক্তিসংগত দাবি যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত এবং দেশের আইন দ্বারা অনুমোদিত।'

নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত না করে উল্টে তাদের উপর আক্রমণ বা নির্যাতন চালায় এমন নির্বাচিত সরকারের কয়েকটি উদাহরণ দাও। তারা কেন এমন করে ?

গণতন্ত্রে আমাদের কেন অধিকারের প্রয়োজন ?
(Why do we need rights in a democracy?)

গণতন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অধিকার থাকা প্রয়োজন। ভোটদান করা এবং সরকার গঠনের জন্য নির্বাচিত হওয়ার অধিকার সকলের থাকা উচিৎ। গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে সফল করার জন্য প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠন এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণের অধিকার।

অধিকারগুলি গণতন্ত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অধিকারসমূহ সংখ্যাগুরুর অত্যাচারের হাত থেকে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করে। ফলে সংখ্যাগুরু জনগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী যা খুশি তাই করতে পারে না। যখন সমাজে কোনো অন্যায় অত্যাচার হয় তখন তার অবসানের জন্য এই অধিকারগুলিই রক্ষাকবচ। সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যখন কিছু লোক অন্যদের অধিকার হরণের চেষ্টা করে। সংখ্যাগুরু জনগণ যখন সংখ্যালঘুদের উপর কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এমতাবস্থায় সরকারের উচিৎ নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত করা। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে, নির্বাচিত সরকার

ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত না করে তাদের প্রাপ্ত অধিকারের উপর আক্রমণ চালায়, একারণে এমন কিছু অধিকার থাকা উচিৎ যা সরকারের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে এবং যেগুলিকে সরকার কোনোভাবেই লঙ্ঘন করতে পারে না। বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এজন্য জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৬.৩ ভারতীয় সংবিধানে অধিকার সমূহ (Rights in the Indian Constitution)

পৃথিবীর বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো ভারতেও এই অধিকারগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যে সব অধিকার আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য সেগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। এগুলি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আমরা পড়েছি। এটি ভারতের সকল নাগরিকের সমতা, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। মৌলিক অধিকারগুলি এই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে। এগুলি ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সকলে জানে ধনী ব্যক্তিরা আদালতে সবচেয়ে ভালো উকিল নিয়োগ করতে পারে। তাহলে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান এ কথা বলার যুক্তি কী?

তোমরা ইতোমধ্যে পড়েছ যে, আমাদের সংবিধান জনগণের জন্য ছয়টি মৌলিক অধিকার ঘোষণা করেছে। তোমরা কি এগুলি মনে করতে পার? একজন সাধারণ নাগরিকের কাছে এই অধিকারগুলির সঠিক মূল্য কী? চলো আমরা একে একে এগুলির প্রতি দৃষ্টি দেই।

সাম্যের অধিকার (Right to Equality)

আমাদের সংবিধান ঘোষণা করে যে, সরকার ভারতের কোনো নাগরিককে 'আইনের দৃষ্টিতে সমান' এবং 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত' হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না, এর অর্থ ব্যক্তি মর্যাদা ও অবস্থান নির্বিশেষে আইন সকলের উপর সমান ভাবে প্রযোজ্য, একেই 'আইনের শাসন' বলে। আইনের শাসন হল গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিই আইনের উর্দ্ধে নয়। রাজনৈতিক নেতা, সরকারী আধিকারিক এবং সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য করা যাবে না।

দেশের প্রতিটি নাগরিক তথা প্রধানমন্ত্রী থেকে দূরবর্তী গ্রামের ছোটো কৃষক পর্যন্ত সকলেই একই আইনের অধীন। গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী হওয়ার সুবাদে কোন ব্যক্তি আইনসংগত ভাবে কোন বিশেষ মর্যাদা বা সুবিধা দাবি করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ কয়েক বছর আগে একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে প্রতারণার অভিযোগে আদালতে উপস্থিত থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত আদালত তাকে নিরপরাধ ঘোষণা করে। কিন্তু যতদিন এই বিচারকার্য চলে ততদিন অন্যান্য সাধারণ নাগরিকের মতই তাকে আদালতে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে হয়। প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ এবং কাগজপত্র জমা দিতে হয়।

সংবিধানে 'সাম্যের অধিকারের' তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার সময় এবিষয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়। বলা হয়, সরকার কোনো নাগরিকের প্রতি কেবল ধর্ম, বংশ, জাতি, বর্ণ, জন্মস্থান বা স্ত্রী পুরুষ ভেদে পৃথক আচরণ করতে পারবে না। প্রত্যেক নাগরিকের সকল সরকারি স্থানে যেমন, দোকান,

রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং সিনেমা হলে প্রবেশাধিকার থাকবে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের সাহায্যে গড়া কূয়ো, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট, রাস্তা, খেলার মাঠ এবং সমাগম স্থান ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারবে না। এই অধিকারগুলি আমাদের সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কারণ এদেশে পরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথার কারণে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নাগরিকদের সরকারি সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার ছিল না।

সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সরকারের অধীনে চাকুরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে সকলের সমান সুযোগ থাকবে। শুধুমাত্র ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান, বাসস্থান প্রভৃতির জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোনো প্রার্থীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা তাকে অযোগ্য বিবেচনা করা যাবে না। পঞ্চম অধ্যায়ে তোমরা পড়েছ যে, ভারত সরকার তপশিলি জাতি উপজাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও বিশেষ কিছু সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মহিলা, দরিদ্র এবং শারিরীক প্রতিবন্ধিদের জন্য অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা কি সাম্যনীতির প্রতিবন্ধক? অবশ্যই তা নয়। সাম্য কথার অর্থ এই নয় যে, কার কী প্রয়োজন এটা না ভেবে সবাইকে একই রকম সুযোগ সুবিধা দান করা। সাম্যের প্রকৃত অর্থ হল যার যা অবস্থান ও প্রয়োজন তার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমান এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। কখনো কখনো সকলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এরূপ একটি বিশেষ ব্যবস্থা। এর সপক্ষে সংবিধানের বক্তব্য হল এধরনের বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা সাম্যনীতির প্রতিবন্ধক নয়।

বৈষম্য না করার এই সাংবিধানিক নীতি ভারতীয় সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। ভারতে এধরণের এক সামাজিক বৈষম্যের চরমতম কুপ্রথা হল অস্পৃশ্যতা। সংবিধান এই অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। যে-কোনো ধরনের অস্পৃশ্যতাকে সমাজ থেকে দূর করতে হবে। অস্পৃশ্যতা বলতে এখানে শুধু কোনো একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীকে স্পর্শ না করাকে বোঝায় না। এটি একটি অন্ধবিশ্বাস ও সামাজিক কুপ্রথা যার দ্বারা জন্ম ও জাতপাতভিত্তিক কোনো বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা ও অবহেলা প্রদর্শন করা হয়, এই কুপ্রথার ফলে অন্যান্য নাগরিকের মতো তারা সকলের সাথে মেলামেশা করতে পারে না। সকলের জন্য উন্মুক্ত সরকারি স্থানে প্রবেশ করতে পারে না। এই কারণে সংবিধান অস্পৃশ্যতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছে।

নিজে করো

❖ স্কুলে কিংবা খেলার মাঠে ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ করো। শুরুতে বাইরের সারির প্রতিযোগী কেন ভিতরের সারির প্রতিযোগীদের তুলনায় এগিয়ে দাঁড়ায়? সবাই যদি এক সারিতে দাঁড়িয়ে দৌড় শুরু করতো তবে কী হতো? কোন পদ্ধতিটি সমান ও সুষ্ঠ প্রতিযোগিতার জন্য ঠিক? চাকরির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই উদাহরণ প্রয়োগ করো।

❖ যে-কোনো একটি বৃহৎ সরকারি দালান বাড়ির প্রতি লক্ষ করো সেখানে কি শারীরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য কোনো ঢালু প্রবেশ পথ আছে? তাদের জন্য আর কী সুযোগ সুবিধা আছে। যার দ্বারা তারা অন্যদের মতোই এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যবহার করতে পারে? অধিক ব্যয় হলেও এধরণের বিশেষ ব্যবস্থা রাখা কি উচিত? এই বিশেষ ব্যবস্থা প্রদান কি সাম্যনীতির প্রতিবন্ধকতা?

অস্পৃশ্যতার বিভিন্ন রূপ: (Many Forms of Untouchability)

প্রখ্যাত সাংবাদিক পি. সাইনাথ ১৯৯৯ সালে 'হিন্দু' পত্রিকায় অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার উপর অনেকগুলি ধারাবাহিক প্রতিবেদন পেশ করেন। তাঁর মতে, দলিত ও তপশিলি জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের উপর এখনো এই বৈষম্য বিদ্যমান। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করার সময় তিনি অস্পৃশ্যতার বিভিন্ন রূপ দেখতে পান। যেমন —

- চায়ের দোকানে দু'ধরণের কাপ রাখা হয়, একটি দলিতদের জন্য এবং অপরটি অন্যান্য গ্রাহকদের জন্য।
- ক্ষৌরকার, দলিত গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে অস্বীকার করে।
- দলিত ছাত্রদের শ্রেণিকক্ষে বসার পৃথক স্থান এবং পৃথক কলসি থেকে জল পানের ব্যবস্থা করা হয়।
- বিয়ের শোভাযাত্রায় দলিত বরকে ঘোড়া চড়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।
- সকলের জন্য উন্মুক্ত চাপাকল ব্যবহার দলিতদের জন্য নিষিদ্ধ। যদি কেউ ব্যবহার করে থাকে তবে ঐ চাপাকলটি ধুয়ে শুদ্ধিকরণ করা হয়।
- এইসকল বিষয়গুলিই অস্পৃশ্যতা বলে গণ্য হয়। তুমি কি আরো কিছু উদাহরণ দিতে পারো।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

স্বাধীনতার অর্থ বাধাহীন মুক্ত জীবন। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে আমাদের কাজকর্মে ব্যক্তি কিংবা সরকার কারও হস্তক্ষেপ থাকবেনা। আমরা সমাজে বাস করতে চাই। আবার আমরা স্বাধীন থাকতে চাই। নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী আমরা কাজ করতে চাই। আমাদের কী করা উচিত, এবিষয়ে কোনো প্রকার শর্তারোপ করা কাম্য নয়। সুতরাং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের থাকবে —

- বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার।
- শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার।
- সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার।
- ভারতের অভ্যন্তরে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার।
- ভারতের যে-কোনো স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার।
- যে-কোনো বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসা বাণিজ্য করার অধিকার।

তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই স্বাধীনতার অধিকারগুলি প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বীকৃত। এর অর্থ এই স্বাধীনতা আমরা এমনভাবে ভোগ করবো না যাতে অন্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। তোমার স্বাধীনতা যেন সমাজের অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলার কারণ না হয়। অন্যের ক্ষতি না করে কাজ করার স্বাধীনতা তোমার রয়েছে, তবে স্বাধীনতা এমন বাধাবিহীন অনুজ্ঞাপত্র নয়, যার দ্বারা তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। অনুরূপভাবে সরকার সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের স্বাধীনতার অধিকারের উপর ন্যায়সঙ্গত কতগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।

বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার হলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন মতামত ও ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অন্যরা যেভাবে ভাবছে তুমি সেভাবে নাও ভাবতে পারো। এমনকী শত শত মানুষ যা ভাবছে সে পথে না গিয়ে ভিন্ন মতপোষণ করার স্বাধীনতা তোমার আছে। সরকার কিংবা সংগঠনের নীতি ও কাজকর্মের সাথে তুমি একমত নাও হতে পারো। এরূপ ক্ষেত্রে বন্ধু, পিতামাতা বা আত্মীয়দের সাথে সরকার ও সংগঠনের নীতি ও কাজকর্মের সমালোচনা করার স্বাধীনতা তোমাদের আছে। তোমার মতামত সংবাদপত্র সাময়িকী বা প্রচার পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারো। এমনকি

মত প্রকাশের অধিকার হিসাবে গুজব বা হিংসা ছড়ানোর স্বাধীনতা কি থাকা উচিত? জনগণকে বিভ্রান্ত করার অধিকার কি কারও থাকা উচিত?

Irfan Khan

তুমি ছবি এঁকে, কবিতা লিখে বা গানের মাধ্যমেও তা করতে পারো। অবশ্য হিংসা ছড়ানোর স্বাধীনতা তোমার নেই। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য জনগণকে প্ররোচিত করা যাবে না। এছাড়াও—
মিথ্যা ও অসাংবিধানিক শব্দ ব্যবহার করে অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার অধিকারও কারোর নেই।

যে কোনো বিষয়ে সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার জনগণের রয়েছে। যে-কোনো সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক ও মত বিনিময় করা, নির্বাচনে কোনো প্রার্থীর পক্ষে প্রচার বা ভোট প্রদানের আবেদন করার স্বাধীনতা সংবিধান স্বীকৃত। কিন্তু এ সমস্ত কিছুই শান্তিপূর্ণভাবে হওয়া উচিত। সমাজে বিশৃঙ্খলা বা শান্তি ভঙ্গ করার অধিকার কারোর নেই। যে-কোনো প্রকার অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ। নাগরিকগণ সংঘ বা সমিতি গঠন করতে পারেন। যেমন, কোনো কারখানায় শ্রমিকগণ নিজেদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন। শহরের কয়েকজন মিলে দুর্নীতি বা দূষণের বিরুদ্ধে প্রচারের লক্ষ্যে সমিতি গঠন করতে পারেন।

নাগরিক হিসাবে আমরা ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকারী। ভারতের যে কোনো রাজ্যে অবস্থান বা স্থায়ীভাবে বসবাস করার স্বাধীনতা আমাদের আছে। যেমন- একজন অসমিয়া নাগরিক হায়দ্রাবাদে ব্যবসা শুরু করার কথা ভাবছেন। এই শহরের সাথে তার হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকী তিনি হয়তো কখনো এ শহর দেখেননি। তথাপিও একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সেখানে ব্যবসা শুরু করার অধিকার তার রয়েছে। এই অধিকারের ফলে লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী শহরে স্থানান্তরিত হতে পারে। বা অনুন্নত এলাকা থেকে বড় শহরের উন্নত এলাকায় বসবাস করতে পারে। যে কোনো বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রেও সকলের অনুরূপ স্বাধীনতা থাকে। কেউ তোমাকে কোনো বৃত্তি বা পেশা গ্রহণে বাধ্য করতে পারে না। কোনো কোনো বৃত্তি বা পেশা মহিলাদের জন্য নয়— এমন কথা বলা যাবে না। এমনকী দলিত বা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাউকে তাদের বংশগত বা পরম্পরাগত পেশায় আটকে রাখা কিংবা অন্য বৃত্তি বা পেশা গ্রহণে বাধা দেওয়া যাবে না।

সংবিধান অনুযায়ী একমাত্র ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া কোনো নাগরিককে তার জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা

Irfan Khan

থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এর অর্থ আদালতের মৃত্যু দণ্ডাদেশ ছাড়া কাউকে হত্যা করা যায় না। কোনো আইন সংগত কারণ ছাড়া সরকার বা পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার বা আটক করতে পারবেনা। যদি তারা এমন করেও তবে তাদের অবশ্যই কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। যেমন—

- কী কারণে গ্রেপ্তার বা আটক করা হল তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বলা বাধ্যতামূলক।
- গ্রেপ্তার এবং বন্দি ব্যক্তিকে অবশ্যই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটবর্তী আদালতে সশরীরে হাজির করা বাধ্যতামূলক।
- আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোনো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ বা তাকে নিযুক্ত করার অধিকার অভিযুক্ত ব্যক্তির আছে।

চলো এখন আমরা গুয়ান্তানামো উপসাগরও কসভোর ঘটনাগুলি পুনরায় স্মরণ করি। এ দুটি ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকগণ ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

Irfan Khan

নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি কি স্বাধীনতা ভঙ্গের উদাহরণ? যদি হ্যাঁ হয় তবে সংবিধানের কোন ধারাগুলি এর সাথে যুক্ত?

❖ ভারত সরকার সলমন রুশদি রচিত 'স্যাটানিক ভার্সেস' (Satanic Verses) পুস্তকটি নিষিদ্ধ করে। এই যুক্তি দেখিয়ে যে, এই পুস্তকের বক্তব্য হজরত মহম্মদের প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করেছে এবং এর ফলে সমুদয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভাবাবেগে আঘাত করেছে।

❖ প্রদর্শনের আগে যে কোনো ছায়াছবির ক্ষেত্রে সেন্সর বোর্ডের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু একই গল্প বই বা সাময়িকপত্রে ছাপার ক্ষেত্রে এটা বাধ্যতামূলক নয়।

❖ "এমন শিল্পাঞ্চল বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থাকবে যেখানে কর্মিগণ কোনো সংগঠন বা ধর্মঘট করতে পারবেনা।" এরূপ প্রস্তাবে সরকার অনুমোদন দিয়েছেন।

❖ মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে রাত ১০টার পর কোন প্রকার স্বরবর্ধক (মাইক্রোফোন) যন্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন নগর প্রশাসন।

নিজের অগ্রগতি যাচাই করো:

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার
(Right against Exploitation)

সমাজে সাম্য ও স্বাধীনতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হলে কারো দ্বারা শোষিত না হওয়ার অধিকার জন্মায়। আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠীকে শোষণ করার ঘটনাবলি নির্মূল করার জন্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। ভারতীয় সংবিধানে এবিষয়ে তিনটি কুপ্রথা উল্লেখ করে এগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করেছে। প্রথমত, সংবিধান হিউম্যান ট্রাফিকিং নিষিদ্ধ করেছে। এখানে 'Trafficking' কথার অর্থ মানুষ ক্রয় বিক্রয় করা। বিশেষত অবৈধ কাজের জন্য মহিলাদের ক্রয় বিক্রয়ের কথা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সংবিধান বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং যে কোনো প্রকার বেগার খাটানো নিষিদ্ধ করেছে। বেগার খাটানো এমন একটি প্রথা যেখানে শ্রমিকদের বিনা পারিশ্রমিকে বা খুব কম পারিশ্রমিকে মালিকের জন্য কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এই কাজটি সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। একেই বলে বন্ডেড লেবার (Bonded Labour) বা বেগার খাটানো।

সর্বশেষে সংবিধানে শিশু শ্রমিক প্রথাকে নিষিদ্ধ করেছে। ১৪ বছরের নীচে কোনো শিশুকেই এখন কারখানা, খনি বা স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক কোনো কাজ যেমন — রেল দপ্তর বা বন্দরে কাজ করানো যাবেনা। বিড়ি কারখানা, বাজি বা দেশলাই বাক্স তৈরি করা, কাপড় ছাপা ও রং করা ইত্যাদি কাজে শিশুদের নিযুক্ত করা বেআইনি ঘোষণা করে অনেক আইন তৈরি করা হয়েছে।

নিজের অগ্রগতি যাচাই করো:

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার লঙ্ঘনের উপর প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলি অনুসরণ করে সম্পাদকের কাছে একটি পত্র লেখো বা আদালতের কাছে একটি আবেদন দাখিল করো।

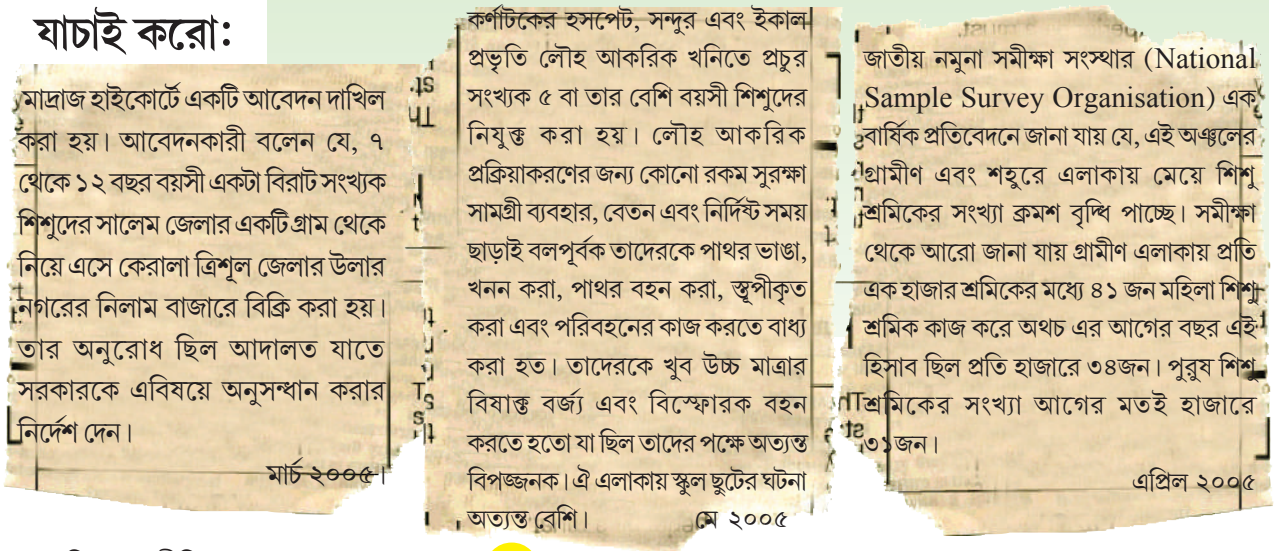

মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি আবেদন দাখিল করা হয়। আবেদনকারী বলেন যে, ৭ থেকে ১২ বছর বয়সী একটা বিরাট সংখ্যক শিশুদের সালেম জেলার একটি গ্রাম থেকে নিয়ে এসে কেরালা ত্রিশূল জেলার উলার নগরের নিলাম বাজারে বিক্রি করা হয়। তার অনুরোধ ছিল আদালত যাতে সরকারকে এবিষয়ে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেন।

মার্চ ২০০৫।

কর্ণাটকের হসপেট, সন্দুর এবং ইকাল প্রভৃতি লৌহ আকরিক খনিতে প্রচুর সংখ্যক ৫ বা তার বেশি বয়সী শিশুদের নিযুক্ত করা হয়। লৌহ আকরিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোনো রকম সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার, বেতন এবং নির্দিষ্ট সময় ছাড়াই বলপূর্বক তাদেরকে পাথর ভাঙা, খনন করা, পাথর বহন করা, স্তূপীকৃত করা এবং পরিবহনের কাজ করতে বাধ্য করা হত। তাদেরকে খুব উচ্চ মাত্রার বিষাক্ত বর্জ্য এবং বিস্ফোরক বহন করতে হতো যা ছিল তাদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ঐ এলাকায় স্কুল ছুটের ঘটনা অত্যন্ত বেশি।

মে ২০০৫

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার (National Sample Survey Organisation) এক বার্ষিক প্রতিবেদনে জানা যায় যে, এই অঞ্চলের গ্রামীণ এবং শহুরে এলাকায় মেয়ে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমীক্ষা থেকে আরো জানা যায় গ্রামীণ এলাকায় প্রতি এক হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৪১ জন মহিলা শিশু শ্রমিক কাজ করে অথচ এর আগের বছর এই হিসাব ছিল প্রতি হাজারে ৩৪জন। পুরুষ শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আগের মতই হাজারে ৩১ জন।

এপ্রিল ২০০৫

নিজে করো :

তুমি কি জান তোমাদের রাজ্যের ন্যূনতম মজুরি কত? না জানলে জানার কোনো সুযোগ আছে কি? তোমার নিকটবর্তী বিভিন্ন কাজে যুক্ত এরূপ পাঁচজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করো যে তারা ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে কি পাচ্ছে না? তাদের ন্যূনতম মজুরি কত তা তারা জানে কি না জানার চেষ্টা করো। পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা একই মজুরি পাচ্ছে কিনা তা জানার চেষ্টা করো।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion)

স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে নিহিত আছে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার। এ বিষয়ে আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছেন। তোমরা ইতিমধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে পড়েছ যে ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মতো ভারতবর্ষের জনগণও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম মত পোষণ করেন। কেউ কেউ আবার কোনো ধর্মে বিশ্বাস নাও করতে পারেন। রাষ্ট্রের যাবতীয় সম্পর্ক মানুষের সাথে ঈশ্বরের সাথে নয়। এ ধারণা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনো বিশেষ ধর্মকেই রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ভারতের সংবিধান এ কারণে সরকারকে সকল ধর্মের সাথে সমদূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ধর্মীয় বিষয়ে সরকার সব সময় নিরপেক্ষ থাকবে।

ভারতের প্রতিটি নাগরিক নিজের বিশ্বাস অনুসারে ধর্মগ্রহণ, পালন, পোষণ ও প্রচার করতে পারে। প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজস্ব ধর্মাচরণ করার স্বাধীনতা ভোগ করে। ধর্ম প্রচার করার অর্থ এই নয় যে, কোনো ব্যক্তিকে বলপূর্বক, চালাকি করে, প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা। যদিও স্বেচ্ছায় অন্য ধর্মগ্রহণের স্বাধীনতা সকলের আছে। ধর্মাচরণের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যেমন খুশি ধর্মানুষ্ঠান করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধর্মাচরণের নামে কোনো ব্যক্তি ঈশ্বর বা কোনো ঐশ্বরিক শক্তির উদ্দেশে পশু বা মানুষ বলি দিতে পারে না। ধর্মানুষ্ঠান পালনের নামে স্ত্রী জাতির প্রতি নির্যাতন করা বা তাদের অধিকার হরণ করা নিষিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো সদ্য বিধবা মহিলার চুল কেটে ফেলা বা তাকে সাদা থান কাপড় পরতে বাধ্য করা যায় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দান বা তার প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করা যায় না। এমনকি কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বী নাগরিককে ধর্মাচরণের জন্য কোনো বৈষম্য প্রদর্শন বা শাস্তি প্রদান করা যায় না। একারণে সরকার কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রসার ও সংস্কারের জন্য কোনো নাগরিকের উপর বিশেষ কর প্রদানে বাধ্য করতে পারেনা। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ধর্মীয় নির্দেশ থাকেনা। এমনকি বেসরকারি স্কুলগুলিতেও কোনো পূজা বা ধর্মানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করা যাবে না।

সংবিধান জনগণকে কোনো ধর্ম প্রদান করে না। তাহলে কীভাবে এটি জনগণকে ধর্মাচরণের অধিকার দান করতে পারে?

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Right)

তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ এটা জেনে যে, আমাদের সংবিধান প্রণেতাগণ দেশের সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন। কেন সংখ্যাগুরুদের জন্য বিশেষ রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হয়নি? কারণ, গণতন্ত্র সংখ্যাগুরুদের অধিক ক্ষমতা দান করে। বাস্তবে ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরই বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। নতুবা ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুদের প্রভাবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

এ কারণে ভারতের সংবিধানে সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি ও শিক্ষার সংরক্ষণ ও সুরক্ষিত করার জন্য বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

* সমাজের সকল শ্রেণির নাগরিকের পৃথক ভাষা বা সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার থাকে।

* ধর্ম বা ভাষার কারণে ভারতের কোনো নাগরিককে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

* সকল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নিজস্ব পছন্দ মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনা করার অধিকার আছে। এখানে সংখ্যালঘু বলতে জাতীয় স্তরে শুধু ধর্মীয়

সংখ্যালঘুদেরই বোঝানো হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় বেশিরভাগ জনগণ যে ভাষায় কথা বলে সেটা সংখ্যাগুরুদের ভাষা। যেখানে স্বল্পসংখ্যক কিছু নাগরিক থাকে যারা অন্য ভাষায় কথা বলে তাদেরকে ভাষাগত সংখ্যালঘু বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অন্ধ্রপ্রদেশে বেশিরভাগ জনগণ তেলেগু ভাষায় কথা বলে কিন্তু এই ভাষার জনগণ কেরলে সংখ্যালঘু। পাঞ্জাবে শিখরা সংখ্যাগুরু কিন্তু রাজস্থান, হরিয়ানা ও দিল্লিতে সংখ্যালঘু।

তোমার অগ্রগতি যাচাই কর

নীচের সংবাদ প্রতিবেদনগুলি পড় এবং কোনটি কোন অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা উল্লেখ কর।

❖ শিরমণী গুরুদুয়ার প্রবন্ধক কমিটি (SGPC) এক বিশেষ জরুরি সভায় হরিয়ানার শিখ ধর্ম স্থানগুলি পৃথক একটি সংগঠন দ্বারা পরিচালনা করার প্রস্তাব বাতিল করে। তারা সরকারকে সতর্ক করে বলে যে, শিখ জাতি তাদের ধর্মীয় বিষয়ে কারো হস্তক্ষেপ মেনে নেবে না। (জুন-২০০৫)

❖ যে কেন্দ্রীয় আইনে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করে স্নাতকোত্তর স্তরে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট তা বাতিল বলে ঘোষণা করে। (জানুয়ারী ২০০৬)

❖ রাজস্থান সরকার রাজ্যের ধর্মান্তর বিরোধী একটি আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেন। খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতাগণ প্রস্তাবিত আইনটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তাহীনতা এবং ভীতির সৃষ্টি করবে বলে ব্যক্ত করেন। (মার্চ ২০০৫)

আমরা কীভাবে এ অধিকারগুলি সুরক্ষিত করব ?
(How can we secure these rights?)

অধিকারগুলি আসলে কতগুলি অঙ্গীকারপত্র। কেউ মর্যাদা প্রদর্শন না করলে এগুলির কোনো ব্যবহারিক মূল্য থাকেনা। আমাদের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, আমাদের দেশে এগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী। এই অধিকারগুলি বাস্তবায়নের দাবি আমরা করতে পারি, একেই বলে সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার। এটি ভারতের নাগরিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। এই অধিকারটি অন্যান্য অধিকারগুলিকে কার্যকরী করে তো লে। কখনো কখনো আমাদের অধিকারের উপর কোনো ব্যক্তি, সংগঠন এবং সরকার কর্তৃক হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এরূপ কোনো অধিকারভঙ্গের ঘটনা ঘটলে তার প্রতিবিধানের জন্য আমরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারি। মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টে যেতে পারি। একারণেই ড. আম্বেদকর বলেছেন সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটি আমাদের সংবিধানের আত্মা।

আইন, শাসন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির হাত থেকে আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত। কোনো আইন বা কার্যাবলি আমাদের মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। যদি আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোনো কাজ বা গৃহীত নীতি নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ বা হরণ করে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। আমরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গৃহীত আইন বা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক বা বিদ্যুৎ বিভাগের কাজকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারি। আদালত সংবিধান সম্মতভাবে মৌলিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত করে থাকে। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট, আদেশ, নির্দেশ বা লেখ জারি করতে পারে। তারা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের এবং আইন লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তুমি যাতে সুপ্রিমকোর্টে না যেতে পার এজন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি কি বাধা দিতে পারে?

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(National Human Rights Commission)

এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত কোলাজে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC) সম্পর্কিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলি লক্ষ করেছ কি? এই প্রতিবেদনগুলিতে মানবাধিকার সংক্রান্ত ক্রমবর্ধমান সচেতনতা এবং আপন মর্যাদা রক্ষায় মানুষের সংগ্রাম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। যেমন, গুজরাটের দাঙ্গার ঘটনাটি ভারতের সর্বত্র জনগণের দৃষ্টি গোচরে আনা হয়। মানবাধিকার সংগঠনগুলি এবং সংবাদমাধ্যম সমালোচনা করে বলে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি এই ঘটনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেনি।

কেউ কেউ নিপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এরূপ একটি সংগঠন । ১৯৯৩ সালের আইন অনুযায়ী এই স্বাধীন কমিশনটি গঠিত হয়। বিচার বিভাগের মতো এই কমিশনও সরকারের একটি স্বাধীন সংস্থা। অবসর প্রাপ্ত বিচারক, সরকারী আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি এই কমিশন গঠন করেন। যদিও আদালতে দাখিল মামলাগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়বদ্ধতা কমিশনের নেই। সুতরাং এই কমিশন শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় নিপীড়িত মানুষের সহায়তা দান করে। এর অন্তর্ভুক্ত থাকে সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকের সকল অধিকার। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষেত্রে মানুষের সেই সকল অধিকারের কথাও বলা হয়েছে। যেগুলি রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক চুক্তিতে উল্লেখ ছিল এবং ভারত সরকার তা মেনে চলার অঙ্গীকার করেছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কোনো অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করতে পারেন না। এটা আদালতের কাজ। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় স্বাধীন এবং বিশ্বাসযোগ্য অনুসন্ধান চালায়। দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্য কমিশন এই সকল অধিকার লঙ্ঘনের পেছনে উদ্দেশ্য কী, কারা এর মদত যুগিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারি কর্মচারীদের ব্যর্থতা ইত্যাদি অনুসন্ধান করে থাকে। কমিশন নিপীড়িত মানুষের পক্ষে তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল এবং সুপারিশগুলি সরকার অথবা আদালতে দাখিল করেন। অনুসন্ধানের জন্য কমিশনের ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। আদালতের মতো কমিশনও সাক্ষীদের সমন জারি করতে পারে। সরকারি আধিকারিকদের প্রশ্ন করতে পারেন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলের নির্দেশ দিতে পারেন, কারাগার এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন।

ভারতবর্ষের যে-কোনো নাগরিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে নিম্নোক্ত ঠিকানায় অভিযোগ জানাতে পারে। ফরিদকোট হাউস, কোপারনিকাস মার্গ, নিউ দিল্লি ১১০০০১। চিঠি

পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট নিয়মনীতি নেই এবং কোনো অর্থ প্রদান করতে হয় না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মতোই ভারতের ২৩টি অঙ্গরাজ্যে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে। (১ সেপ্টেম্বর ২০১৩)

তুমি পঞ্চম অধ্যায়ে ইতোমধ্যে দেখেছ যে, আমাদের দেশের বিচারবিভাগ সরকার ও আইন সভার প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি সংস্থা। আমরা আরো দেখেছি আমাদের বিচারবিভাগ এত বেশি শক্তিশালী যে এটি নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম।

মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কোনো ব্যক্তি প্রতিকার চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। বর্তমানে যে কোনো নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ নাগরিকের স্বার্থে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য নিতে পারে। একে বলা হয় জনস্বার্থ মামলা (PIL)। এই জনস্বার্থ মামলার মাধ্যমে কোনো নাগরিক বা গোষ্ঠী মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী সরকারি আইন বা কাজের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টে অভিযোগ দাখিল করতে পারে। এক্ষেত্রে বিচারকের কাছে শুধু একটি পোস্ট কার্ডের মাধ্যমে অভিযোগ জানানো যায়। বিচারক যদি মনে করেন বিষয়টি জন স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত তাহলে তিনি তা গ্রহণ করেন।

নিজে করো

তোমার রাজ্যে কি রাজ্য মানবাধিকার কমিশন আছে? এর কার্যাবলিগুলি জানতে চেষ্টা কর। তোমার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা উল্লেখ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটি আবেদন কর।

৬.৪ অধিকার সমূহের বিস্তৃতি : (EXPANDING SCOPE OF RIGHTS)

এই অধিকারগুলি কি শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য? এর মধ্যে কোনগুলি শিশুদের জন্য?

অধিকারের গুরুত্বের বর্ণনা দিয়ে এ অধ্যায়ের শুরু। অধ্যায়ের বেশির ভাগ অংশে সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলির উপর আলোচনা করা হয়েছে। তোমার মনে হতে পারে যে, সংবিধানের এই মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকের একমাত্র অধিকার। কিন্তু এটা সত্য নয়। মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকের অন্যান্য অধিকারগুলির উৎস। সংবিধান এবং আইন আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার অধিকার দান করেছে। বছরের পর বছর ধরে এই অধিকারগুলি সম্প্রসারণ হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

কখনো কখনো জনগণ আইনগত অধিকার রূপে এগুলি ভোগ করে থাকে। বিভিন্ন সময় আদালতের রায়ের মাধ্যমে এই অধিকারের বিস্তৃতি ঘটে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, তথ্যের অধিকার এবং শিক্ষার অধিকারের মতো কিছু কিছু অধিকার মৌলিক অধিকারের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। পার্লামেন্ট একটি আইন করে নাগরিকদের তথ্যের অধিকার দান করেছে। সংবিধান স্বীকৃত চিন্তা ও মতপ্রকাশের মৌলিক অধিকারকে ভিত্তি করে এই অধিকারের সৃষ্টি। এই আইন মোতাবেক যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য জানার অধিকার আমাদের আছে। সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্ট খাদ্যের অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের অধিকারের অর্থ সম্প্রসারিত করেছে। নি:সন্দেহে বলা যায় আমাদের জীবনে যাবতীয় অধিকারগুলি সংবিধানস্বীকৃত মৌলিক অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সংবিধান নাগরিকের এমন অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে যেগুলি মৌলিক অধিকার নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার নয়, বর্তমানে এটি সাংবিধানিক অধিকার। নির্বাচনের ভোটদান ও নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক অধিকার। কখনো কখনো এই অধিকারগুলি সম্প্রসারিত হয়ে মানবাধিকারে উন্নীত হয়। এই অধিকারগুলি মূলত মানবজাতির চিরন্তন ও নৈতিক অধিকার। এগুলি আইন কর্তৃক স্বীকৃত হতেও পারে, নাও হতে পারে। এই অর্থে পূর্বে উল্লেখিত অধিকারের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই দাবিগুলি অধিকারের পর্যায়ে পড়ে না। গণতন্ত্র সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এই অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দানের জন্য সরকারের উপর প্রবল চাপ পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি এই অধিকার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়, এমন অনেক বিষয়ে অধিকার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই আন্তর্জাতিক চুক্তিটি বিশেষভাবে সহায়তা করে। যদিও এখন পর্যন্ত এই চুক্তিটি আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত নয়। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের মানবাধিকার কর্মিগণ এই চুক্তিটিকে মানবাধিকার রক্ষায় সর্বোচ্চ মানদণ্ড হিসাবে মনে করেন। এই চুক্তির মধ্যে আছে —

❖ কর্মের অধিকার : প্রতিটি নাগরিকের জন্য কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের সুযোগ।

❖ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে কাজের অধিকার, এমন সন্তোষজনক মজুরি পাওয়ার অধিকার যার দ্বারা শ্রমিকগণ তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারে।

❖ উন্নত জীবনধারণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য এবং বাসস্থানের অধিকার।

❖ সামাজিক নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত জীবন বীমার অধিকার।

❖ সুস্বাস্থ্যের অধিকার : অসুস্থতার সময় প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরিষেবা, প্রসবকালীণ সময়ে মহিলাদের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদান এবং মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার।

❖ শিক্ষার অধিকার : বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার।

এইভাবে জীবনে চলার পথে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন অধিকার সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকারের বিস্তৃতি ঘটে। এগুলি আসলে জনগনের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল। সমাজের উন্নতিকল্পে নতুন সংবিধান প্রণয়নের সময় নতুন নতুন অধিকারের সূচনা হয়। যেমন—

দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধান নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত কতগুলি নতুন অধিকারের নিশ্চয়তা দান করে।

❖ গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার, এই অধিকারের ফলে কোনো নাগরিক বা তার বাড়িঘরে খানা-তল্লাসী করা, টেলিফোনে ব্যক্তিগত কথাবার্তা টেপ করা এবং আলাপ আলোচনা প্রকাশ্যে আনা যায় না।

❖ স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক নয় এমন পরিবেশে বসবাসের অধিকার।

❖ প্রয়োজনীয় বাসস্থানের অধিকার।

❖ স্বাস্থ্য পরিষেবা পর্যাপ্ত খাবার এবং পানীয় জল পাওয়ার অধিকার : আপৎকালীন চিকিৎসার অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

অনেকে মনে করেন কর্মের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, ন্যূনতম জীবিকা অর্জনের অধিকার এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ইত্যাদি ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এবিষয়ে তোমার অভিমত কী?

অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল : এটি একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। যারা মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করে। এই সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলির স্বাধীন তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

দাবি/অধিকার (Claim) **:** ব্যক্তি, সমাজ এবং সরকারের কাছে নাগরিকের নৈতিক ও আইনগত অধিকারের দাবি বা সত্ত্ব।

চুক্তি/অঙ্গীকারপত্র (Covenant) **:** কোনো প্রচলিত আইন বা নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দেশ সমূহের প্রতিশ্রুতি, এই অঙ্গীকার, চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষরকারী সকলেই তা আইনসঙ্গতভাবে মানতে বাধ্য।

দলিত (Dalit) **:** সমাজের অনগ্রসর এবং অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর সদস্যদের দলিত বলা হয়। তপশিলি জাতি এবং অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর জনগণরাই সাধারণত দলিত হিসাবে পরিচিত।

স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী (Ethnic Group) **:** একই বংশধারার অধিকারী এই ধরণের জনগোষ্ঠী পরম্পরাগত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যগত ইতিহাস নিয়ে সংঘবদ্ধ থাকে।

ট্রাফিক (Traffic) **:** অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের ক্রয় বিক্রয়।

সমন (Suman) **:** কোনো ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকার জন্য আদালতের আদেশ।

লেখ (Writ) **:** সরকারের প্রতি হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টের আদেশের বিভিন্ন নথি।

অনুশীলনী

১। নীচের কোনটি মৌলিক অধিকারের অনুশীলন নয়?

(অ) বিহারের শ্রমিক পাঞ্জাবের কোনো খামারে কাজ করতে যায়।

(আ) খ্রিস্টান মিশনারিগণ ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলি মিশনারি বিদ্যালয় স্থাপন করে।

(ই) পুরুষ ও মহিলা সরকারি কর্মচারীরা সমপরিমাণ বেতন পান।

(ঈ) শিশুরা পিতা মাতার সম্পত্তির অধিকারী হন।

২। নীচের কোন স্বাধীনতার অধিকারটি ভারতীয় নাগরিকের জন্য স্বীকৃত নয়?

(অ) সরকারের সমালোচনা করার স্বাধীনতা।

(আ) সশস্ত্র বিপ্লবে অংশ গ্রহণের স্বাধীনতা।

(ই) সরকার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করার স্বাধীনতা।

(ঈ) সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বিরোধিতা করার স্বাধীনতা।

৩। নীচের কোন অধিকারটি ভারতীয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ?

(অ) কর্মের অধিকার।

(আ) পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার।

(ই) সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার।

(ঈ) ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার।

৪। নীচের অধিকারগুলি কোন মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত ?

(অ) ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা।

(আ) জীবনের অধিকার।

(ই) অস্পৃশ্যতার অবসান।

(ঈ) বেগার খাটানো নিষিদ্ধকরণ।

৫। নীচের মন্তব্যগুলির কোনটি গণতন্ত্র ও অধিকারের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

(অ) প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশ তার নাগরিকদের অধিকার প্রদান করে।

(আ) যে সকল রাষ্ট্র নাগরিকদের অধিকার প্রদান করে তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়।

(ই) অধিকার প্রদান করা ভালো, কিন্তু গণতন্ত্রে এটি অপরিহার্য নয়।

৬। স্বাধীনতার অধিকারের উপর এই প্রতিবন্ধকতাগুলি কি যুক্তিসঙ্গত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

(অ) নিরাপত্তার কারণে ভারতীয় নাগরিকদের সীমান্তবর্তী এলাকায় চলাফেরার জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে হয়।

(আ) স্থানীয় জনগণের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ভারতীয় কিছু কিছু এলাকায় বহিরাগতদের সম্পত্তি ক্রয়ের অনুমতি থাকেনা।

(ই) পরবর্তী নির্বাচনে শাসকদলের বিপক্ষে যাবে এই অভিযোগে সরকার কোনো পুস্তকের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

অনুশীলন

৭। মনোজ এম বি এ কোর্সে ভর্তির আবেদন নিয়ে একটি মহাবিদ্যালয়ে গিয়েছিল, সংশ্লিষ্ট কেরানিবাবু তার আবেদন পত্রটি জমা নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, "তুমি একজন সাফাই কর্মীর ছেলে হয়ে ম্যানেজারের স্বপ্ন দেখ! তোমার সম্প্রদায়ের আর কি কেউ এই চাকুরি পেয়েছে? যাও পৌরপরিষদে গিয়ে সাফাই কর্মীর চাকুরীর জন্য আবেদন কর।' এই ঘটনায় মনোজের কোন মৌলিক অধিকারটি ক্ষুণ্ণ হয়েছে? মনোজের হয়ে জেলা সমাহর্তার কাছে এ বিষয়ে একটি চিঠি লেখো।

৮। সম্পত্তি নিবন্ধিকরণের সময় নিবন্ধকারীক তাকে বলে,'তোমার নাম মধুরিমা ব্যানার্জি। পিতা এ কে ব্যানার্জি লিখতে পারবে না। তুমি বিবাহিতা। সুতরাং এক্ষেত্রে তোমার স্বামীর নাম লিখতে হবে। তোমার স্বামীর পদবী হল রাও। অতএব তোমার নাম পরিবর্তন করে লিখতে হবে মধুরিমা রাও।' তিনি এই প্রস্তাবে রাজি হননি। তিনি বলেন বিয়ের পর আমার স্বামীর পদবী যদি পরিবর্তন করতে না হয়, তবে আমার পদবী পরিবর্তনের প্রয়োজন কেন? তোমার মতে, এই বিবাদে কে ঠিক বলছে? এবং কেন?

৯। সাতপুরা জাতীয় উদ্যান : বোরী অভয়ারণ্য এবং পঞ্চমারি অভয়ারণ্য থেকে উচ্ছেদের প্রস্তাবে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার উপজাতি এবং বনবাসী জনগণ মধ্য প্রদেশের হোসাঙ্গাবাদ জেলার পিপাড়িয়া নামক স্থানে সম্মিলিত হয়। তাদের যুক্তি ছিল এই উচ্ছেদের ফলে তাদের বিশ্বাস এবং জীবন জীবিকার উপর আক্রমণ নেমে আসবে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এই উচ্ছেদ প্রয়োজনীয় বলে সরকার দাবি করেন। এই বিষয়ে বনবাসীদের পক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটি চিঠি লেখো। এছাড়াও সরকারের প্রতিক্রিয়া ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্ভাব্য সুপারিশগুলি নিয়েও পত্র রচনা করো।

১০। এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন অধিকারগুলির মধ্যে আন্ত:সম্পর্কের একটি চিত্র অংকন কর। উদাহরণ স্বরূপ যেমন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকারটি যে-কোনো বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এর একটি অন্যতম কারণ হল স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার নাগরিককে নিজের পছন্দমত স্থানে বসবাস এবং বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের সুযোগ দান করে। এর ফলে যে-কোনো নাগরিক নিজের গ্রাম বা শহর থেকে অন্য কোনো গ্রাম, শহর বা রাজ্যে যেতে পারে এবং পছন্দ মতো বৃত্তি বা পেশা গ্রহণ করতে পারে। অনুরূপ ভাবে এ অধিকারটি সাধু-সন্তদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। যেটি ধর্মের অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি বৃত্ত অংকন কর এবং তির চিহ্নের মাধ্যমে দেখাও কোন মৌলিক অধিকারটি কোন কোন অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি চিহ্নের জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের একটি করে উদাহরণ দাও।

প্রতিটি অধ্যায়ে সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পাঠের মাধ্যমে আমরা একটি করে অনুশীলন করেছি। চলো এখন আমরা সংবাদপত্রের জন্য প্রতিবেদন লেখার চেষ্টা করি। এই অধ্যায়ে বর্ণিত বা তোমার এলাকায় প্রত্যক্ষ করেছ এমন একটি উদাহরণ নিয়ে নীচের বিষয়গুলির উপর প্রতিবেদন রচনা করো।

- ❖ মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি ঘটনা উল্লেখ করে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি।
- ❖ মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত প্রেস রিলিজ।
- ❖ মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সুপ্রিম কোর্টের আদেশের উপর শিরোনাম ও সংবাদ প্রতিবেদন।
- ❖ জেল বন্দিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হিংসা সম্পর্কিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন।

এই সকল প্রতিবেদন একত্র করে একটি সংবাদপত্র তৈরি করো এবং তোমার বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত করো।